শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর-শ্রীরূপানুগপ্রবর-ভগবান্-শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-প্রভুপাদানাং পরমপ্রিয়-পার্ষদেন

বিশ্ব-বিশ্রুত-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠোত্তমানাং প্রতিষ্ঠাতৃ-আচার্য্য-সভাপতি-অনন্তশ্রীবিভূষিতেন ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংসকুলচূড়ামণি-শ্রীশ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-মহারাজেন সঙ্কলিতম্

"এই প্রপত্তিবিষয়ক গ্রন্থরাজ যে ভক্তসমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আমরা বহু পাঠকভক্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেক উচ্চাঙ্গের নৈষ্ঠিক ভক্ত তাঁহাদের প্রাত্যহিক সাধনের অঙ্গ রূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় ইহাকে নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের ভক্তিময় জীবনের সমৃদ্ধি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। সুধী ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠে মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থের ও মহাভাগবতগণের ভজনামৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন।"

"এই গ্রন্থে অনন্যচিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের পদরজসেবী, কৃষ্ণপদপ্রপন্ন, কৃষ্ণের নিমিত্ত অখিলকর্ম্মকারী, একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমলুব্ধ ও কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রে জীবনধারণকারী, শ্রীকৃষ্ণের সুখমাত্রবাঞ্ছাকারী ও কৃষ্ণকিঙ্করগণের পরিচর্য্যাকারী, কৃষ্ণবিচ্ছেদে যাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ হয় এবং কৃষ্ণসঙ্গে যাঁহাদের হৃদয় উল্লসিত হয়, কৃষ্ণই যাঁহাদের স্বজন ও বন্ধু এবং কৃষ্ণই যাঁহাদের একমাত্র প্রাণবল্লভ, সেই সমস্ত ভক্তগণের হৃদয়োদ্ঘাটনপর পরম মর্ম্মগাথারূপ অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণের আর্ত্তিহরণকারী, ভক্তের আশা ও অভীষ্টপূরণকারী সমস্ত সংশয় ছেদন ও নিখিল অবিদ্যাগ্রন্থিভেদনকারী প্রজ্ঞানপূরিত এবং অত্যাশ্চর্য্য রসলহরীসমূহের দ্বারা চিত্তচমৎকারকারী, বিরহব্যাধিসন্তপ্ত ভক্তচিত্তের মহৌষধস্বরূপ, যোগ্যাযোগ্যবিচারবিহীন হইয়া ভক্তের নিমিত্ত অখিল চেষ্টাপর, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিবার চরম প্রতিজ্ঞা-সমন্বিত-প্রতিশ্রুতিযুক্ত এবং নিজ স্বরূপের একমাত্র ভক্তপ্রেমবশ্যত্ব উল্লাস সহকারে ঘোষণাকারী ও ভক্তগণের প্রতি পরিপূর্ণ আশ্বাসপ্রদানকারী সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দমুখনিঃসৃত পরম বাক্যামৃত যত্ন-সহকারে সংগৃহীত হইয়াছে। হে পবিত্রদর্শন সাধুগণ! আপনারা ইহা পান করুন।"

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রকাশকের নিবেদন	৫
নিবেদন	৮
উপক্রমামৃতম্	১১
শ্রীশাস্ত্রবচনামৃতম্	২৬
শ্রীভক্তবচনামৃতম্—	
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ	৪৩
প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্	৬০
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ	৭৮
গোপ্তৃত্বে-বরণম্	৯০
আত্মনিক্ষেপঃ	১০৩
কার্পণ্যম্	১১৬
শ্রীশ্রীভগবদ্বচনামৃতম্	১৩৪
অবশেষামৃতম্	১৬৬
গ্রন্থকারের রচিত কতিপয় স্তব-রত্ন	
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ	১৭৪

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্	১৮১
শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্	১৮৮
শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্	১৯৭
শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকম্	২০০
শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্	২০৬
প্রণতি-দশকম্	২১০
শ্রীগুরু আরতি-স্তুতি	২১২
প্রণাম-মন্ত্রম্	২১৪

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

ব্রঃ সং	ব্রহ্মসংহিতা
ভাঃ	শ্রীমদ্ভাগবত
ব্রঃ বৈঃ	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
বৃঃ নাঃ	বৃহন্নারদীয় পুরাণ

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থই গ্রন্থকারের বাস্তব পরিচয় প্রদান করে। গৌরসঙ্কীর্ত্তনরসে বিশ্বপ্লাবনকারী গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত পাত্র পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের গুণরাশির পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। তথাপি স্বামিপাদের গুণাবলীর কীর্ত্তনদ্বারা আত্মশোধন-প্রয়াস নিরর্থক হইবে না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সমগ্র সাত্বতশাস্ত্রমথিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী হইতে শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতের সঙ্কলন-কৌশল ও যথাযথ সন্নিবেশ-পারিপাট্য তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করে । ইনি অপ্রাকৃত কবিকুল-মুকুটমণি শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সুদার্শনিক বিচারসমূহ সমগ্র ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারে অদ্ভুত যোগ্যতাবিশিষ্ট । আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহার রচিত প্রথম সংস্কৃত কবিতা "শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্" পাঠ করিয়া 'Happy style' বলিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের ভাব-গাম্ভীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা পূর্ব্বক উত্তরকালে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বিনোদন-ভরসায় উল্লাস প্রকাশ

করিয়াছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলা-প্রবেশের প্রাক্কালে সুগায়কের মুখে কীর্ত্তনশ্রবণেচ্ছু না হইয়া স্বামিপাদেরই শ্রীমুখে গৌড়ীয়গণের চরমলালসাময়ী "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ" গীতিটি শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের অনুবাদ বহুস্থানে মহাজনগণের ভাষাই যথাযথ উদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীভক্তবচনামৃতের মধ্যে দুই একটি স্থানে বিষয়ানুরোধে শ্রীভগবানের উক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকসমূহের উপরিভাগে শ্লোকের তাৎপর্য্যবর্ণনপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্ব-সম্প্রদায়ের সুসিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশদ্বারা যে অভিনব সিদ্ধান্তালোক প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব-অনুভবকারী সজ্জন পাঠকগণ পরমানন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। উপসংহারে গ্রন্থকার নিজ শ্রৌত-বংশ পরিচয় এবং গ্রন্থরচনার স্থান ও কাল উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত না হইলে জীবন নিষ্ফল এবং শরণাগতিদ্বারাই যে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি—ইহা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশোৎসুক ব্যক্তির হৃদয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক শ্রীহরিচরণে আকর্ষণ এবং ভজনবিজ্ঞগণের চিত্তে বিমল আনন্দ ও উল্লাসের সঞ্চার করিবে। শরণাগতের ইহা শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। শ্রীহরিভক্তিই ইহজগতে একমাত্র

সারাৎসার বস্তু। শরণাগতিদ্বারাই তাহা সুলভ্য। সুতরাং পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃত দেশবাসীর গৃহে গৃহে বিরাজ করিতে থাকুন। "ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং" বিচারে এই গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা সৎসিদ্ধান্তামোদী সজ্জনগণ ইহার ভাব-সৌরভ লাভ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিবেন আশা করি। নির্ম্মৎসর সুধীসমাজে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইলে ধন্য হইব।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীল প্রভুপাদের বিরহবাসর
বঙ্গাব্দ ১৩৫০, গৌরাব্দ ৪৫৭

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

নিবেদন

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ-সঙ্কলিত ঐকান্তিক ভক্তজনের প্রাণস্বরূপ গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার দীর্ঘকাল পরে নিষ্কিঞ্চন ভক্তজনের আকিঞ্চনে ও সর্ব্বভারতীয় সজ্জনগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে পুনরায় প্রকাশিত হইলেন। এই প্রপত্তিবিষয়ক গ্রন্থরাজ যে ভক্তসমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আমরা বহু পাঠকভক্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেক উচ্চাঙ্গের নৈষ্ঠিক ভক্ত তাঁহাদের প্রাত্যহিক সাধনের অঙ্গ রূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় ইহাকে নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের ভক্তিময় জীবনের সমৃদ্ধি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। সুধী ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠে মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থের ও মহাভাগবতগণের ভজনামৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। পরমারাধ্য গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থ সঙ্কলনের উপসংহারে যে অপূর্ব্ব শ্লোকরত্নটি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই উক্তবাক্যের বাস্তবতা প্রমাণিত। যথা—

শ্রীশ্রীমদ্ভগবৎপদাম্বুজমধুস্বাদোৎসবৈঃ ষট্পদৈ-
র্নিক্ষিপ্তা মধুবিন্দবশ্চ পরিতো ভ্রষ্টা মুখাদ্গুঞ্জিতৈঃ।
যত্নৈঃ কিঞ্চিদিহাহৃতং নিজপরশ্রেয়োঽর্থিনা তন্ময়া
ভূয়ো ভূয় ইতো রজাংসি পদসংলগ্নানি তেষাং ভজে ॥

তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাথমিক পরিচয় প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদনেরই প্রদত্ত হইয়াছে।

আমাদের পরম বান্ধব এবং "বৈষ্ণব-তোষণী"র সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক স্নেহময় প্রভু শ্রুতশ্রবার অতুলনীয় ও অক্লান্ত সেবাপ্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসজ্জনগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং শ্রীমতী দেবময়ী দেবী দাসীও তাঁহাকে প্রুফ্‌রিডিং কার্য্যে বিশেষ-ভাবে সহযোগিতা করায় সকলের ধন্যবাদার্হ।

এই গ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণকার্য্যে সান্তাক্রুজ্-স্থিত "অনন্তপ্রিন্টিং"এর স্বত্বাধিকারী প্রভু শ্রীনবদ্বীপ দাস ও প্রভু শ্রীসর্ব্বভাবন দাসের সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। তাঁহাদের সকলকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরগণের শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের অপার করুণায় এই

শ্রৌতসিদ্ধান্তামৃতধারা মাদৃশ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের হৃদয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া পারমার্থিক শান্তি বিধান করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ।
শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।
৬ জুলাই, ইং ১৯৯৭ সাল।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
বিনীত—
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

উপক্রমামৃতম্

অথ মঙ্গলাচরণম্—

শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাঙ্ঘ্রীন্ গণৈঃ সহ।
বন্দে প্রসাদতো যেষাং সর্ব্বারম্ভাঃ শুভঙ্করাঃ ॥১॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীগৌরপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর পাদপদ্ম তাঁহাদের গণের সহিত বন্দনা করি, যাঁহাদের প্রসাদে সমস্ত আরম্ভ শুভকর হয় ॥১॥

গৌর-বাগ্বিগ্রহং বন্দে গৌরাঙ্গং গৌরবৈভবম্।
গৌর-সঙ্কীর্ত্তনোন্মত্তং গৌরকারুণ্যসুন্দরম্ ॥২॥

গৌর-সরস্বতীর শ্রীমূর্ত্তির বন্দনা করি, যাঁহার অবয়ব শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায়, যিনি গৌরহরির কায়ব্যূহস্বরূপ, যিনি শ্রীগৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বদা মত্ত এবং যাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা-শক্তির অধিষ্ঠান পরমসুন্দর করিয়াছেন ॥২॥

(বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব)

গুরুরূপহরিং গৌরং রাধারুচিরুচাবৃতম্।
নিত্যং নৌমি নবদ্বীপে নামকীর্ত্তননর্ত্তনৈঃ ॥৩॥

শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি-আচ্ছাদিত হইয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যকাল বন্দনা করি, যিনি এই নবদ্বীপ-ধামে প্রচুর নামসঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্যবিলাসপরায়ণ ॥৩॥

(ইহার আরও ব্যাখ্যা হইতে পারে)

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ।
তৃপ্যন্তু কৃপয়া তেঽত্র প্রপন্নজীবনামৃতে ॥৪॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধুপানকারী নিত্য পরিকরগণের পুনঃপুনঃ বন্দনা করি; তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এই প্রপন্নজীবনামৃত আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করুন, এই প্রার্থনা ॥৪॥

আত্মবিজ্ঞপ্তিঃ—

অত্যর্ব্বাচীনরূপোঽপি প্রাচীনানাং সুসন্মতান্।
শ্লোকান্ কতিপয়ানত্র চাহরামি সতাং মুদে ॥৫॥

অত্যন্ত অর্ব্বাচীন হইলেও আমি প্রাচীনগণের সুসম্মত কতিপয় শ্লোক সাধুগণের সন্তোষের নিমিত্ত এই গ্রন্থে আহরণ করিতেছি ॥৫॥

“তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো,
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ,
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥”৬॥

“যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি শ্লোক অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও অর্থাৎ প্রসাদগুণ না থাকিলেও সেই বাগ্বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে; কেন না, সেই নাম-সমূহ সাধুগণ (বক্তা থাকিলে) শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলেও নিজেই গান করেন, এবং (শ্রোতা থাকিলে) কীর্ত্তন করেন ॥”৬॥

“অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা,
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো,
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥”৭॥

“হে পণ্ডিতগণ! স্বভাবতঃ অতি লঘুব্যক্তি আমা হইতে প্রকাশিত হইলেও এই হরিগুণময়ী রচনা আপনাদের অভীষ্ট বিধান করিবেন। কেননা নীচজাতি পুলিন্দ কর্ত্তৃক কাষ্ঠসংঘর্ষণে উৎপাদিত অগ্নি কি সুবর্ণসমূহের অন্তর্মল বিদূরিত করে না?” ॥৭॥

যথোক্তা রূপপাদেন নীচেনোৎপাদিতেঽনলে।
হেম্নঃ শুদ্ধিস্তথৈবাত্র বিরহার্ত্তিহৃতিঃ সতাম্ ॥৮॥

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ (দৈন্যভরে) যে প্রকার উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে নীচের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিতে যেরূপ সুবর্ণের শুদ্ধিবিধান হয়, তদ্রূপ এই গ্রন্থদ্বারাও (উদ্দীপন জন্য) সাধুগণের বিরহজনিত দুঃখের মোচন হইতে পারে ॥৮॥

অন্তঃ কবিযশস্কামং সাধুতাবরণং বহিঃ।
শুধ্যন্তু সাধবঃ সর্ব্বে দুশ্চিকিৎস্যমিমং জনম্ ॥৯॥

অন্তরে কবিযশস্কামী, বাহিরে সাধুতার ভাণকারী, অতএব কপটতারূপ দুরারোগ্যব্যাধিযুক্ত এই দুর্জ্জনকে, হে সাধুগণ! আপনারা শোধন করুন ॥৯॥

কৃষ্ণগাথাপ্রিয়া ভক্তা ভক্তগাথাপ্রিয়ো হরিঃ।
কথঞ্চিদুভয়োরত্র প্রসঙ্গস্তৎ প্রসীদতাম্ ॥১০॥

ভক্তগণ স্বভাবতঃ কৃষ্ণকথাপ্রিয়; ভক্তপ্রসঙ্গও শ্রীহরির প্রিয়, যেহেতু এই গ্রন্থে কোন প্রকারে শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তেরই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব হে সাধুগণ! আমি আপনাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে পারি ॥১০॥

স্বভাবকৃপয়া সন্তো মদুদ্দেশ্যমলিনতাম্।

সংশোধ্যাঙ্গীকুরুধ্বং ভো হ্যহৈতুককৃপাব্ধয়ঃ ॥১১॥

হে সাধুগণ! আপনারা আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ কৃপাদ্বারা আমার উদ্দেশ্যের মলিনতা (অপরাধ) সংশোধন করিয়া ইহা অঙ্গীকার করুন। যেহেতু আপনারা অহৈতুক-করুণার সমুদ্র, ইহা নিশ্চিত ॥১১॥

অথ গ্রন্থপরিচয়ঃ—

গ্রন্থেঽস্মিন্ পরমে নাম প্রপন্নজীবনামৃতে।
দশাধ্যায়ে প্রপন্নানাং জীবনপ্রাণদায়কম্ ॥১২॥
বর্দ্ধকং পোষকং নিত্যং হৃদিন্দ্রিয়রসায়নম্।
অতিমর্ত্ত্যরসোল্লাস-পরস্পর-সুখাবহম্ ॥১৩॥
বিরহ-মিলনার্থাপ্তং কৃষ্ণকার্ষ্ণকথামৃতম্।
প্রপত্তিবিষয়ং বাক্যং চোদ্ধৃতং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥১৪॥

প্রপন্নজীবনামৃত নামক এই পরমগ্রন্থে দশটী অধ্যায়ে শরণাগত জনগণের জীবনে প্রাণসঞ্চারকারী, নিত্য বর্দ্ধন ও পোষণকারী, হৃদয় ও চিদিন্দ্রিয়সমূহের রসায়নস্বরূপ, অপ্রাকৃত রসের নব-নবায়মান্ বিলাস দ্বারা পরস্পর সুখসম্পাদনকারী, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগলীলাপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিজনগণের প্রসঙ্গ এবং প্রপত্তিবিষয়ক শাস্ত্র সাধুসম্মত বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে ॥১২-১৪॥

অত্র চানন্যচিত্তানাং কৃষ্ণপাদরজোজুষাম্।

কৃষ্ণপাদপ্রপন্নানাং কৃষ্ণার্থেঽখিলকর্ম্মণাম্ ॥১৫॥
কৃষ্ণপ্রেমৈকলুব্ধানাং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টৈকজীবিনাম্।
কৃষ্ণসুখৈকবাঞ্ছানাং কৃষ্ণকিঙ্করসেবিনাম্ ॥১৬॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদদগ্ধানাং কৃষ্ণসঙ্গোল্লসদ্ধৃদাম্।
কৃষ্ণস্বজনবন্ধূনাং কৃষ্ণৈকদয়িতাত্মনাম্ ॥১৭॥
ভক্তানাং হৃদয়োদ্ঘাটি-মর্ম্ম-গাথামৃতেন চ।
ভক্তার্ত্তিহরভক্তাশাভীষ্টপূর্ত্তিকরং তথা ॥১৮॥
সর্ব্বসংশয়ছেদি-হৃদ্‌গ্রন্থিভিজ্‌জ্ঞানভাসিতম্।
অপূর্ব্ব-রস-সম্ভার-চমৎকারিতচিত্তকম্ ॥১৯॥
বিরহব্যাধিসন্তপ্তভক্তচিত্তমহৌষধম্।
যুক্তাযুক্তং পরিত্যজ্য ভক্তার্থাখিলচেষ্টিতম্ ॥২০॥
আত্মপ্রদানপর্য্যন্ত-প্রতিজ্ঞান্তঃ প্রতিশ্রুতম্।
ভক্তপ্রেমৈকবশ্য-স্ব-স্বরূপোল্লাসঘোষিতম্ ॥২১॥
পূর্ণাশ্বাসকরং সাক্ষাৎ গোবিন্দবচনামৃতম্।
সমাহৃতং পিবন্তু ভোঃ সাধবঃ শুদ্ধদর্শনাঃ ॥২২॥

এই গ্রন্থে অনন্যচিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের পদরজসেবী, কৃষ্ণপদপ্রপন্ন, কৃষ্ণের নিমিত্ত অখিলকর্ম্মকারী, একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমলুব্ধ ও কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রে জীবনধারণকারী, শ্রীকৃষ্ণের সুখমাত্রবাঞ্ছাকারী ও কৃষ্ণকিঙ্করগণের পরিচর্য্যাকারী, কৃষ্ণবিচ্ছেদে যাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ হয় এবং কৃষ্ণসঙ্গে যাঁহাদের হৃদয় উল্লসিত হয়, কৃষ্ণই যাঁহাদের স্বজন ও

বন্ধু এবং কৃষ্ণই যাঁহাদের একমাত্র প্রাণবল্লভ, সেই সমস্ত ভক্তগণের হৃদয়োদ্ঘাটনপর পরম মর্ম্মগাথারূপ অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণের আর্ত্তিহরণকারী, ভক্তের আশা ও অভীষ্টপূরণকারী সমস্ত সংশয় ছেদন ও নিখিল অবিদ্যাগ্রন্থিভেদনকারী প্রজ্ঞানপূরিত এবং অত্যাশ্চর্য্য রসলহরীসমূহের দ্বারা চিত্তচমৎকারকারী, বিরহব্যাধিসন্তপ্ত ভক্তচিত্তের মহৌষধস্বরূপ, যোগ্যাযোগ্যবিচারবিহীন হইয়া ভক্তের নিমিত্ত অখিল চেষ্টাপর, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিবার চরম প্রতিজ্ঞা-সমন্বিত-প্রতিশ্রুতিযুক্ত এবং নিজ স্বরূপের একমাত্র ভক্তপ্রেমবশ্যত্ব উল্লাস সহকারে ঘোষণাকারী ও ভক্তগণের প্রতি পরিপূর্ণ আশ্বাসপ্রদানকারী সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দমুখনিঃসৃত পরম বাক্যামৃত যত্ন-সহকারে সংগৃহীত হইয়াছে। হে পবিত্রদর্শন সাধুগণ! আপনারা ইহা পান করুন ॥১৫-২২॥

অধ্যায়-পরিচয়ঃ—

অত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে উপক্রমামৃতাভিধে।
মঙ্গলাচরণঞ্চাত্মবিজ্ঞপ্তির্বস্তুর্ণয়ঃ।
গ্রন্থপরিচয়োঽধ্যায়বিষয়শ্চ নিবেশিতঃ ॥২৩॥

ইহাই 'উপক্রমামৃত' নামক প্রথম অধ্যায়। এই অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ, আত্মবিজ্ঞপ্তি, গ্রন্থ ও অধ্যায়-পরিচয় এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সম্বন্ধীয় বিচার যথাজ্ঞান সন্নিবেশিত হইয়াছে ॥২৩॥

দ্বিতীয়াধ্যায়কে নাম শ্রীশাস্ত্রবচনামৃতে।
প্রপত্তিবিষয়া নানাশাস্ত্রোক্তিঃ সন্নিবেশিতা ॥২৪॥

'শ্রীশাস্ত্রবচনামৃত' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রপত্তিবিষয়ক নানা প্রকার শাস্ত্রোক্তি সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে ॥২৪॥

তৃতীয়তোঽষ্টমং যাবৎ শ্রীভক্তবচনামৃতে।
প্রপত্তিঃ ষড়্‌বিধা প্রোক্তা ভাগবতগণোদিতা ॥২৫॥

তৃতীয়াধ্যায় হইতে অষ্টমাধ্যায় পর্য্যন্ত 'শ্রীভক্তবচনামৃত' নামক এই ছয়টি অধ্যায়ে বহু ভাগবতের শ্রীমুখবিগলিত শ্লোক উদ্ধার করিয়া ষড়ঙ্গ প্রপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে ॥২৫॥

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥২৬॥
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।
এবং পর্য্যায়তশ্চাস্মিন্নেকৈকাধ্যায়সংগ্রহঃ ॥২৭॥

অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প, প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, (শ্রীকৃষ্ণ) রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, কৃষ্ণকে নিজ স্বামীত্বে বরণ, তাঁহাতে আত্মনিক্ষেপ এবং নিজ দীনহীনতার বোধ—এই ক্রমে ছয়প্রকার

শরণাগতির প্রত্যেকটি এক এক অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে ॥২৬-২৭॥

অধ্যায়ে নবমে নাম ভগবদ্বচনামৃতে।
শ্লোকামৃতং সমাহৃতং সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতম্ ॥২৮॥

'শ্রীভগবদ্বচনামৃত' নামক নবম অধ্যায়ে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্লোকামৃত সমাহৃত হইয়াছে ॥২৮॥

দশমে চরমাধ্যায়ে চাবশেষামৃতাভিধে।
গুরুকৃষ্ণস্মৃতৌ গ্রন্থস্যোপসংহরণং কৃতম্ ॥২৯॥

'অবশেষামৃত' নামক শেষ দশমাধ্যায়ে গুরুকৃষ্ণস্মৃতির মধ্যে এই গ্রন্থের উপসংহার করা হইল ॥২৯॥

উদ্ধৃতশ্লোকপূর্ব্বে তু তদর্থ-সুপ্রকাশকম্।
বাক্যঞ্চ যত্নতস্তত্র যথাজ্ঞানং নিবেশিতম্ ॥৩০॥

উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্বে সেই শ্লোকমর্ম্মপ্রকাশক বাক্য যথাজ্ঞান যত্নপূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট হইল ॥৩০॥

ভগবদ্‌গৌরচন্দ্রানাং বদনেন্দুসুধাত্মিকা।
ভক্তোক্তৈর্বেশিতা শ্লোকা ভক্তভাবোদিতা যতঃ ॥৩১॥

ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখচন্দ্রনিঃসৃত শ্লোকামৃতসমূহ ভক্তগণের উক্ত শ্লোকের সহিতই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু ঐগুলি ভক্তভাব অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে ॥৩১॥

প্রপত্ত্যা সহ চানন্য-ভক্তের্নৈকট্যহেতুতঃ।
অনন্যভক্তিসম্বন্ধং বহুবাক্যমিহোদ্ধৃতম্ ॥৩২॥

প্রপত্তির সহিত অনন্যভক্তির নিকট সম্বন্ধহেতু অনন্যভক্তি-সম্বন্ধীয় বহুবাক্য এখানে উদ্ধৃত হইল ॥৩২॥

ভগবদ্ভক্ত-শাস্ত্রানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্।
তত্তৎপ্রাধান্যতো নাম্নাং প্রভেদকরণং স্মৃতম্ ॥৩৩॥

শ্রীভগবদ্বচনামৃত, শ্রীভক্তবচনামৃত ও শ্রীশাস্ত্রবচনামৃত সকলেরই পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান। তথাপি সেই সেই বিষয়ের প্রাধান্যহেতু ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইল ॥৩৩॥

প্রত্যধ্যায়বিশেষস্তু তত্র তত্রৈব বক্ষ্যতে।
মহাজনবিচারস্য কিঞ্চিদালোচ্যতেঽধুনা ॥৩৪॥

প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশেষত্ব সেই সেই অধ্যায়ে বলা হইবে। এক্ষণে (এই বিষয়ে) মহাজনের বিচারসম্বন্ধীয় সামান্য কিছু আলোচনা করা হইতেছে ॥৩৪॥

বস্তু-নির্ণয়ঃ—

ভগবদ্ভক্তিতঃ সর্ব্বমিত্যুৎসৃজ্য বিধেরপি।
কৈঙ্কর্য্যং কৃষ্ণপাদৈকাশ্রয়ত্বং শরণাগতিঃ ॥৩৫॥

শ্রীভগবানের সেবাদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধি হয়—এই প্রকার বিশ্বাসচালিত হইয়া শাস্ত্রবিধিরও দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়কেই শরণাগতি কহে ॥৩৫॥

সর্ব্বান্তর্যামিতাং দৃষ্ট্বা হরেঃ সম্বন্ধতোঽখিলে।
অপৃথগ্‌ভাবতদ্দৃষ্টিঃ প্রপত্তির্জ্ঞানভক্তিতঃ ॥৩৬॥

কাহারও কাহারও মতে ভগবানের সর্ব্বান্তর্যামিত্বদর্শন দ্বারা নিখিল জীবাদিতে যে অপৃথক্ ভাব বা ভগবদ্দৃষ্টি, তাহাই শরণাগতি। কিন্তু ইহা জ্ঞানভক্তিরই অন্তর্গত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিপর নহে ॥৩৬॥

নিত্যত্বঞ্চৈব শাস্ত্রেষু প্রপত্তের্জ্ঞায়তে বুধৈঃ।
অপ্রপন্নস্য নৃজন্মবৈফল্যোক্তেস্তু নিত্যতা ॥৩৭॥

পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসমূহে প্রপত্তির নিত্যতা সম্বন্ধে জানিয়া থাকেন। যেহেতু অপ্রপন্ন ব্যক্তির মনুষ্যজন্মের বিফলতা শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং প্রপত্তির নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৭॥

নান্যদিচ্ছন্তি তৎপাদরজঃপ্রপন্নবৈষ্ণবাঃ।
কিঞ্চিদপীতি তৎ তস্যাঃ সাধ্যত্বমুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৮॥

যেহেতু ভগবৎপাদরজঃপ্রপন্ন বৈষ্ণবগণ তদাশ্রয় ব্যতীত অপর কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না; অতএব পণ্ডিতগণ প্রপত্তিকে সাধ্যতত্ত্ব বলিয়া উক্তি করেন ॥৩৮॥

ভবদুঃখবিনাশশ্চ পরনিস্তারযোগ্যতা।
পরং পদং প্রপত্ত্যৈব কৃষ্ণসংপ্রাপ্তিরেব চ ॥৩৯॥

প্রপত্তি দ্বারাই জননমরণাদি ক্লেশসমূহের বিনাশ, অন্য ব্যক্তিকে সেই ক্লেশ হইতে নিস্তারের যোগ্যতা, বিষ্ণুর পরমপদ ও শ্রীকৃষ্ণসেবা লভ্য হইয়া থাকে ॥৩৯॥

শ্রবণকীর্ত্তনাদীনাং ভক্ত্যঙ্গানাং হি যাজনে।
অক্ষমস্যাপি সর্ব্বাপ্তিঃ প্রপত্ত্যৈব হরাবিতি ॥৪০॥

শ্রীহরিচরণে শরণাগতি দ্বারাই শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহের যাজনে অসমর্থ ব্যক্তিরও সর্ব্বলাভ হইয়া থাকে ॥৪০॥

সখ্যরসাশ্রিতপ্রায়া সেতি কেচিৎ বদন্তি তু।
মাধুর্য্যাদৌ প্রপন্নানাং প্রবেশো নাস্তি চেতি ন ॥৪১॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রপত্তি প্রায় সখ্যরসাশ্রিত। কিন্তু মাধুর্য্যাদি রসে প্রপন্নগণের প্রবেশ নাই, এরূপ নহে ॥৪১॥

সকৃৎ প্রবৃত্তিমাত্রেণ প্রপত্তিঃ সিধ্যতীতি যৎ।
লোভোৎপাদনহেতোস্তদালোচন-প্রয়োজনম্ ॥৪২॥

যেহেতু একবারমাত্র প্রবৃত্ত হইলেই প্রপত্তি সিদ্ধ হয়, সুতরাং প্রপত্তিতে লোভ-উৎপাদনের নিমিত্ত তদ্বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে ॥৪২॥

অপি তদানুকূল্যাদি-সঙ্কল্পাদ্যঙ্গলক্ষণাৎ।
তদনুশীলনীয়ত্বমুচ্যতে হি মহাজনৈঃ ॥৪৩॥

অধিকন্তু প্রপত্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে আনুকূল্য-প্রাতিকূল্যাদি ও তদ্বিষয়ে গ্রহণ-বর্জ্জনাদি উল্লিখিত থাকায় মহাজনগণ প্রপত্তির অনুশীলনীয়ত্বই উপদেশ করিয়া থাকেন ॥৪৩॥

ভবার্ত্তিপীড্যমানো বা ভক্তিমাত্রাভিলাষ্যপি।
বৈমুখ্যবাধ্যমানোঽন্যগতিস্তচ্ছরণং ব্রজেৎ ॥৪৪॥

সংসারভয়প্রপীড়িত ব্যক্তি বা ভক্তিমাত্রাভিলাষী হইয়াও বৈমুখ্যবাধ্যমান ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে ॥৪৪॥

আশ্রয়ান্তররাহিত্যে বান্যাশ্রয়বিসর্জ্জনে।
অনন্যগতিভেদস্তু দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪৫॥

আশ্রয়ান্তরের অভাবে বা অন্যাশ্রয় পরিত্যাগে অনন্যগতিত্ব দুই প্রকার হইয়া থাকে ॥৪৫॥

মনোবাক্কায়ভেদাচ্চ ত্রিবিধা শরণাগতিঃ।
তাসাং সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শীঘ্রং পূর্ণফলপ্রদা।
ন্যূনাধিক্যেন চৈতাসাং তারতম্যং ফলেঽপি চ ॥৪৬॥

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে শরণাগতি তিন প্রকার। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না প্রপত্তি শীঘ্রই সম্পূর্ণ ফলপ্রদান করেন। অন্যথা যথাসম্পত্তি ফললাভ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

অপূর্ব্বফলত্বং—

বিনাশ্য সর্ব্বদুঃখানি নিজমাধুর্য্যবর্ষণম্।
করোতি ভগবান্ ভক্তে শরণাগতপালকঃ ॥৪৭॥

শরণাগতবৎসল ভগবান্ নিজ প্রপন্নজনের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া চিত্তে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ-মাধুর্য্য বর্ষণ করেন ॥৪৭॥

অপ্যসিদ্ধং তদীয়ত্বং বিনা চ শরণাগতিম্।

ইত্যপূর্ব্বফলত্বং হি তস্যাঃ শংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪৮॥

শরণাগতি ব্যতীত "তদীয়ত্ব"ই অসিদ্ধ হইয়া থাকে, এই কারণে পণ্ডিতগণ প্রপত্তির অপূর্ব্বফলপ্রদত্বের (অনন্য-সাধারণ) প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥৪৮॥

অথবা বহুভিরেতৈরুক্তিভিঃ কিং প্রয়োজনম্।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদেব গোবিন্দচরণাশ্রয়াৎ ॥৪৯॥

অথবা এই সমস্ত বহুবাক্যের প্রয়োজন কি? একমাত্র গোবিন্দচরণে শরণাপত্তির দ্বারাই নিখিল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ কিছুই অলভ্য থাকে না ॥৪৯॥

শ্রীসনাতন-জীবাদি-মহাজন-সমাহৃতম্।
অপি চেন্নীচসংস্পৃষ্টং পীযূষং পীয়তাং বুধাঃ ॥৫০॥

হে পণ্ডিতগণ! মাদৃশ নীচজনস্পৃষ্ট হইলেও, শ্রীল সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি মহাজন কর্ত্তৃক সমাহৃত অমৃত, আপনারা পান করুন ॥ ৫০॥

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশাস্ত্রবচনামৃতম্

শ্রুতিস্মৃত্যাদিশাস্ত্রেষু প্রপত্তির্যন্নিরূপ্যতে।
তদুক্তং দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীশাস্ত্রবচনামৃতে ॥১॥

শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহে প্রপত্তি যে-ভাবে নিরূপিত হইয়াছেন, তাহা শ্রীশাস্ত্রবচনামৃত নামক এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইল ॥১॥

প্রপত্তিঃ শ্রুতৌ—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো ব্রহ্মবিদ্যাং
তস্মৈ গাঃ পালয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হি দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ॥২॥

তাপণ্যাং (ব্রঃ সং টীকা ধৃত)

প্রপত্তি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধ—

পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ গোসমূহ (শ্রুতিসমূহ) পালন করিয়া থাকেন। মুক্তিকামী ব্যক্তির আত্মবৃত্তিপ্রকাশক সেই দেবতার শরণ গ্রহণ করা উচিত ॥২॥

তাদাত্ম্যযাথার্থ্যং স্মৃতৌ—

অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ॥৩॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ ॥৪॥

পাদ্ম-উত্তরখণ্ড

প্রপত্তির উপযোগিতার কারণ স্মৃতিশাস্ত্রে—

'ম'কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'কার তন্নিষেধবাচক, অতএব নমস্কারের দ্বারা নমস্কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা নিষিদ্ধ হইতেছে। জীব স্বভাবতঃ ভগবত্তত্ত্বের অধীন। জীবের স্বরূপ ও স্বরূপবৃত্তি সেই ভগবানেরই আয়ত্তাধীন। সুতরাং নিজ সামর্থ্য-বিধানসকল নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥৩-৪॥

অহঙ্কারাদপ্রপত্তিঃ—

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো নহি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ ॥৫॥

ব্রঃ বৈঃ

অহঙ্কারই প্রপত্তির বাধা—

ভগবান্ কেশব জড়াভিনিবেশমুক্ত ব্যক্তিগণের নিকটেই থাকেন; কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ ও তাঁহার মধ্যে বহু পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধান বিদ্যমান ॥৫॥

অদ্বয়জ্ঞানমনাশ্রিতানামেব জগদ্দর্শনম্—

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥৬॥

ভাঃ ৩।৯।৯

অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের অনাশ্রিত ব্যক্তিগণেরই সংসার ভ্রমণ—

"হে ভগবন্, জীব যে কাল পর্য্যন্ত পরমাত্ম-বস্তু আপনা হইতে পৃথক্ মায়া-কল্পিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই জগৎ দর্শন করে, তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলময় দুঃখপূর্ণ সংসার নিরর্থক হইলেও তাহাকে ত্যাগ করে না" ॥৬॥

তন্নিত্যত্বম্, তদভাবে আত্মনো বঞ্চিতত্বাৎ—

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।

যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ॥৭॥

ব্রঃ বৈঃ

অপ্রপন্নজীব চিরবঞ্চিত; অতএব প্রপত্তি নিত্যা—

দেবতা-বাঞ্ছিত সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও যাঁহারা গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা চিরকালের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিলেন ॥৭॥

অপ্রপন্নানাং জীবনবৈফল্যাচ্চ—

অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ ॥৮॥
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥৯॥

ব্রঃ বৈঃ

প্রপত্তিহীন জীবন নিতান্ত বিষ্ফল—

চৌরাশি লক্ষ প্রকার বিভিন্ন জীব-জাতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্য-জন্ম পাইয়াও গোবিন্দচরণযুগল আশ্রয় না করিলে সেই ক্ষুদ্র দেহাভিমানি-ব্যক্তিগণের উহা কেবল নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥৮-৯॥

সর্ব্বাধমেষ্বপি মুক্তিদাতৃত্ত্বম্—

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ ॥১০॥

নারসিংহ

অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তিও শরণাগত হইলে মুক্তিলাভ করে—

"হে দ্বিজ, সর্ব্বপ্রকার সদাচারশূন্য, সংস্কারহীন, জগদ্‌বঞ্চক, শঠ, দাম্ভিক, অহঙ্কারপরায়ণ, পানাসক্ত, পাপাশয়, খল-স্বভাব, নিষ্ঠুর, পুত্র-কলত্র-বিত্তাদিতে অত্যাসক্ত, অত্যন্ত অধম ব্যক্তিগণও শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে" ॥ ১০॥

তন্নিষ্ঠস্য নাধোগতিঃ—

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্।
শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি ॥১১॥

বৃঃ নাঃ

শরণাগতের অধোগতি হয় না—

সমস্ত বিশ্বের আদি কারণ, পরমতত্ত্বস্বরূপ ও শরণ্য গোবিন্দচরণে শরণ গ্রহণ করিলে কখনও অবসন্ন হইতে হয় না ॥১১॥

দুঃখহরত্বং মনোহরত্বঞ্চ—

স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যং য এব পুরুষর্ষভঃ।
রাজংস্তব যদুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১২॥
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥১৩॥

শান্তিপর্ব্ব

হরিশরণ দুঃখনাশ করে ও মাধুর্য্যবিশেষে চিত্তহরণ করে—

"হে রাজন্, যে যদুপতি বৈকুণ্ঠপুরুষ পুরুষোত্তম তোমার হিত ও প্রিয়ানুষ্ঠানে সর্ব্বদা রত, সেই এই নারায়ণ হরিতে যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এই দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, এ বিষয়ে আমার বিচারের প্রয়োজন হয় না" ॥১২-১৩॥

অভয়ামৃতদাতৃত্বঞ্চ—

যে শঙ্খচক্রাব্জকরং হি শার্ঙ্গিণং
খগেন্দ্রকেতুং বরদং শ্রিয়ঃ পতিম্।
সমাশ্রয়ন্তে ভবভীতিনাশনং
তেষাং ভয়ং নাস্তি বিমুক্তিভাজাম্ ॥১৪॥

বামন

অশেষ ভয়নাশপূর্ব্বক অমৃতময় জীবন দান করে—

যে-সকল ব্যক্তি শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-শার্ঙ্গধর গরুড়ধ্বজ ভবভয়হারী বরদাতা শ্রীপতিকে সম্যক্ আশ্রয় করেন, সেই পরম মুক্তির অধিকারিগণের কোন ভয় থাকে না ॥১৪॥

সর্ব্বার্থ-সাধকত্বম্—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে মোহনিদ্রাসমাকুলে।
যে হরিং শরণং যান্তি তে কৃতার্থা সংশয়ঃ ॥১৫॥

বৃঃ নাঃ

শরণাগতজন সর্ব্ববিষয়ে কৃতকৃত্য—

এই মোহনিদ্রা-সমাচ্ছন্ন মহাঘোর সংসারে যাঁহারা হরিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৫॥

অজিতেন্দ্রিয়াণামপি শিবদত্বম্—

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥১৬॥

ভাঃ ৩।২৩।৪২

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও শরণাগতি দ্বারা মঙ্গল লাভ—

সংসার-নাশন হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণেরও দুর্ল্লভ কিছুই থাকে না ॥১৬॥

সংসারক্লেশহারিত্বম্—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥১৭॥

ভাঃ ৩।২২।৩৭

শরণাগতের সমূহ সংসার-ক্লেশ নাশ—

"হে বিদুর, শ্রীহরির চরণাশ্রিত ব্যক্তিকে ভৌতিক, লৌকিক বা দুষ্ট গ্রহাদিজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ কি প্রকারে অভিভূত করিতে পারিবে?" ১৭॥

শরণাগতানামযত্নসিদ্ধমেব পরং পদম্—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥১৮॥

ভাঃ ১০।১৪।৫৮

শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ শরণাগতগণের অনায়াসলভ্য—

যাঁহারা পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মহদাশ্রয়স্বরূপ পাদপদ্মতরণী সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই ভব-সমুদ্র গোষ্পদতুল্য; তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান পরমপদ কোনরূপ বিপদাস্পদ নহে ॥১৮॥

সর্ব্বাত্মাশ্রিতানাং বিবর্ত্তনিবৃত্তিঃ—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥১৯॥

ভাঃ ২।৭।৪২

সর্ব্বপ্রকারে ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির দেহাদ্যহংবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত নাশ—

সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃত-শরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে, তাহাদের ভগবান্ দয়া করেন না ॥১৯॥

তদুপেক্ষিতানাং দুঃখ-প্রতিকারঃ ক্ষণিক এব—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্‌বিভো তনুংভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥২০॥

ভাঃ ৭।৯।১৯

হরিসম্বন্ধবর্জ্জিত ব্যক্তির দুঃখ-প্রতিকার ক্ষণস্থায়ী—

"হে নৃশিংহ, হে বিভো, আপনার উপেক্ষিত সন্তপ্ত দেহিগণের অভিলষিত প্রতিকার ক্ষণিকমাত্র। মাতাপিতা বালকের, ঔষধ পীড়িতের, তরণী সমুদ্রে নিমজ্জমানের রক্ষক নহে" ॥২০॥

অনাশ্রিতানামসদবগ্রহাদেব বিবিধার্ত্তিঃ—

তাবদ্‌ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্‌ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥২১॥

ভাঃ ৩।৯।৬

অশরণাগতের ইতরবস্তুতে আগ্রহজন্য বিবিধ ক্লেশ—

"হে প্রভো! যে পর্য্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোক বরণ না করে, সেইকাল পর্যন্ত দ্রবিণ, দেহ, সুহৃৎ-নিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং আমি ও আমার বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্ত্তিমূল দূর হয় না" ॥২১॥

পরিপূর্ণ-কামো হরিরেবাশ্রয়ণীয়োঽন্যদ্ধেয়ম্—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ

স্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥২২॥

ভাঃ ৬।৯।২২

পরিপূর্ণকাম শ্রীহরিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, অন্যদেবতাশ্রয়ে হেয়ফল লাভ—

কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয়লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত। তাঁহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই—তাঁহাকে ছাড়িয়া শুভকর্ম্মাদি ও তত্তদুদ্দিষ্ট কোন দেবতাকে যে আশ্রয় করে, সে মূঢ়। সমুদ্র পার হইবার জন্য যাহায়া কুক্কুরের লেজ ধরে, সেই তদ্রূপ ॥২২॥

হরেরেব সর্ব্বোদ্ধারিত্বম্—

কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥২৩॥

ভাঃ ২।৪।১৮

শ্রীহরিই সর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ—

"কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম (কঙ্ক), যবন ও খশাদি এবং আর যে সকল পাপযোনি জাতি আছে, সেই সকল জাতিই যাঁহার আশ্রিত বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাববিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি" ॥২৩॥

হরিচরণাশ্রিতা এব সারগ্রাহিণোঽন্যথা কর্ম্মযোগাদিভিরাত্মঘাতিত্বম্—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-
স্তন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥২৪॥

ভাঃ ১১।২৯।৩

শরণাগত জনই সারগ্রাহী, হরিকে উপেক্ষাকারীর যোগ-কর্ম্মাদি দ্বারা সুখানুসন্ধান আত্মঘাতিত্ব মাত্র—

"হে অরবিন্দ-লোচন! তোমার আনন্দ-দোহনস্বরূপ পাদপদ্ম হংসগণ আশ্রয় করেন। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণাশ্রয়কে যে সুখ বলিয়া মানে না, তাহারা জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মজড় হইয়া তোমার বিষ্ণুমায়ায় নিহত হইয়াছে"॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণচরণশরণাগতেঃ পরমসাধ্যত্বম্—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥২৫॥

ভাঃ ১০।১৬।৩৭

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সমাশ্রয়ই পরম সাধ্যবস্তু—

“‘আপনার পদরজঃপ্রাপ্ত জনগণ স্বর্গলোক, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ বাসনা করেন না” ॥২৫॥

হরিপ্রপন্নানামন্য-নিস্তার-সামর্থ্যমাত্মারামাণামপি হরিপদপ্রপত্তিশ্চ—

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥২৬॥

ভাঃ ১।১।১৫

শ্রীহরিপদাশ্রিতজনের অন্যনিস্তারে সামর্থ্য, আত্মারামগণেরও হরিপদ-প্রপত্তি—

“হে সূত, যাঁহার পাদপদ্মে শরণাগত পরম শান্তিময় মুনিগণ সান্নিধ্যমাত্রে লোক পরিত্র করেন, কিন্তু সুরধুনী অবগাহনকারিগণকে পবিত্র করেন” ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণৈকশরণা নৈব বিধিকিঙ্করাঃ—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দ পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥২৭॥

ভাঃ ১১।৫।৪১

একান্ত শরণাগতজন শাস্ত্রবিধিনিষেধের অধীন নহেন—

“যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ব-স্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না” ॥ ২৭॥

তদনুগৃহীতা বেদধর্ম্মাতীতা এব—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥২৮॥

ভাঃ ৪।২৯।৪৫

ভগবদনুগ্রহপাত্রগণ বেদধর্ম্মাতীত—

“যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন” ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপমেব পরমাশ্রয়পদম্—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥২৯॥

ভাঃ ১০।১।১ শ্লোকের ভাবার্থ দীপিকায়

রসোৎকর্ষবশতঃ ভগবানের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়-স্থান—

"দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি" ॥২৯॥

শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ পদাশ্রয়মাহাত্ম্যম্—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩০॥

ভাঃ ১১।৫।৩৩

মহাজনলীলাভিনয়কারী ভগবদবতার শ্রীচৈতন্যচরণপ্রপত্তির অসমোর্দ্ধ ফল—

"হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ (মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্যধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহবিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিল ভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির (সেদাশিবরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম-হরিদাস ঠাকুরের) বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বশরণ, নামাপরাধাদি ভক্তার্ত্তি-হরণকারী এবং ভব-সমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি" ॥৩০॥

শ্রীচৈতন্যচরণশরণে চিদেকরসবিলাস-লাভঃ—

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু ॥৩২॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৮।৯৩

শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতের অপ্রাকৃত প্রেমসাগরে অবগাহন—

যদি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তনামৃতরস আস্বাদনে বাসনা হয় ও যদি প্রেম-সমুদ্রে ক্রীড়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করুন ॥৩২॥

ষড়্বিধা শরণাগতিঃ—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাশো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥৩২॥

বৈষ্ণবতন্ত্র

শরণাগতি ছয় প্রকার—

অনুকূল বিষয় সঙ্কল্প, প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ, তিনি রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালক বলিয়া বরণ, তাঁহাতে

সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও তদ্ব্যতীত স্বীয় অসহায়তা-বুদ্ধি—এই ছয় প্রকার শরণাগতির অঙ্গ ॥৩২॥

সা চ কায়মনোবাক্যৈঃ সাধ্যা—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৩৩॥

বৈষ্ণবতন্ত্র

কায়মনোবাক্যে শরণাগতির সাধন আবশ্যক—

শরণাগত ব্যক্তি বাক্যের দ্বারা "আমি তোমারই"—বলিতে বলিতে, মনের দ্বারা তদ্রূপ বিন্তা করিতে করিতে এবং শরীর দ্বারা তাঁহার স্থান আশ্রয় করিয়া আনন্দিত চিত্তে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥৩৩॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীশাস্ত্রবচনামৃতং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

তৃতীয়োঽধ্যাঃ

শ্রীভক্তবচনামৃতম্

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ

কৃষ্ণকার্ষ্ণগ-সদ্ভক্তি-প্রপন্নত্বানুকূলকে।
কৃত্যত্ব-নিশ্চয়শ্চানুকূল্যসঙ্কল্প উচ্যতে ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের সেবার এবং শরণাগত ভাবের অনুকূল বিষয় সমূহ কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয়কে 'আনুকূল্যের সঙ্কল্প' বলা যায় ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমেব তৎপদাশ্রিতানাং পরমানুকূলম্—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥২॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

হরিপদাশ্রিতের হরিসঙ্কীর্ত্তনই পরমানুকূল্য-বিধানকারী—

“চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন” ॥২॥

তত্র সম্পত্তিচতুষ্টয়ম্ পরমানুকূলম্—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

হরিকীর্ত্তনে এই সম্পত্তিচতুষ্টয় বিশেষ অনুকূল বলিয়া গৃহীত—

“যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী” ॥৩॥

কার্ষ্ণানামধিকারানুরূপা সেবৈব ভজনানুকূলা—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥৪॥

শ্রীরূপপাদানাং

ভক্তগণের অধিকারভেদে যথাযোগ্য সেবা ভজনানুকূল—

“কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া।
অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া ॥
যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া ॥
নামের ভজনে যেই কৃষ্ণসেবা করে।
অপ্রাকৃত ব্রজে বসি’ সর্ব্বদা অন্তরে ॥
মধ্যম বৈষ্ণব জানি’ ধর তার পায়।
আনুগত্য কর তার মনে আর কায় ॥
নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া।
অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া ॥
কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে।
সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি করে কৃষ্ণব্রতে ॥
তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট।
কায়মনোবাক্যে সেব’ হইয়া নিবিষ্ট ॥
শুশ্রূষা করিবে তাঁরে সর্ব্বতোভাবেতে।
কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাঁহা হইতে” ॥৪॥

উৎসাহাদিগুণা অনুকূলত্বাদাদরণীয়াঃ—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥৫॥

শ্রীরূপপাদানাং

উৎসাহাদি ছয়গুণ অনুকূল বলিয়া আদর করিতে হইবে—

"ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে।
সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥
কৃষ্ণভক্তি প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়।
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয় ॥
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই ॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ॥
কৃষ্ণের অভক্ত-জন-সঙ্গ পরিহরি'।
ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥
কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে।
ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে ॥
এই ছয় জন হয় ভক্তি অধিকারী।
বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি" ॥৫॥

যুক্তবৈরাগ্যমেবানুকূলম্—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥৬॥

শ্রীব্যাসপাদানাং

যুক্ত-বৈরাগ্যই অনুকূল—

যে পরিমাণ মাত্র বিষয় স্বীকারের দ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি তৎ পরিমাণ মাত্রই গ্রহণ করিবেন। যথাযথ পরিমাণের অধিক বা ন্যূন হইলে পরমার্থ সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় ॥৬॥

তত্র কৃষ্ণসম্বন্ধস্যৈব প্রাধান্যম্—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৭॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য

যুক্ত-বৈরাগ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানই প্রধান—

"তোমাকে মাল্য, গন্ধবস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাস-স্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট সকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব" ॥৭॥

সর্ব্বথা হরিস্মৃতিরক্ষণমেব তাৎপর্য্যম্—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লব-মতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥৮॥

শ্রীব্যাসপাদানাং

সর্ব্বপ্রকারে হরিস্মরণই মূল তাৎপর্য্য—

"হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন" ॥৮॥

সর্ব্বত্র তদনুকম্পাদর্শনাদেব তৎসিদ্ধিঃ—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৯॥

শ্রীব্রহ্মণঃ

সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের কৃপা দর্শন করিতে পারিলেই তৎসিদ্ধি—

"যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন" ॥৯॥

সাধুসঙ্গাৎ সর্ব্বমেব সুলভম্—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥১০॥

শ্রীশৌনকাদীনাং

সাধুসঙ্গেই সমস্ত সুলভ—

"ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না, রাজ্যাদি-প্রাপ্তির কথা ত' দূরে" ॥১০॥

গুরু-পদাশ্রয় এব মুখ্যঃ—

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত
জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং
ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥১১॥

শ্রীপ্রবুদ্ধস্য

সদ্‌গুরুর চরণ-সেবাই মুখ্য সাধুসঙ্গ—

অতএব উত্তম মঙ্গলান্বেষী ব্যক্তি শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে অভিজ্ঞ রাগাদিরহিত গুরুর শরণাগত হইবেন ॥১১॥

তত্র শিক্ষা-সেবা-ফলাপ্তিশ্চ—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥১২॥

শ্রীপ্রবুদ্ধস্য

সেখানে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন লাভ—

"উক্ত গুরুদেবকে নিজের হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্য শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম অবগত হইবে" ॥১২॥

তদীয়ারাধনং পরমফলদম্—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্যমিতি মাং স্মর লোকনাথ ॥১৩॥

শ্রীকুলশেখরস্য

ভক্তসেবা পরম ফল-দানকারী—

"হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন" ॥১৩॥

তদীয়সেবনং ন হি তুচ্ছম্—

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥১৪॥

শ্রীদেশিকাচার্য্যস্য

ভক্তসেবা তুচ্ছ নহে—

কেহ কেহ কর্ম্মপথের, কেহ বা জ্ঞানপথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু হরিদাসগণের পাদুকাই একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণ করিয়াছি ॥১৪॥

অস্মাদনন্যনিষ্ঠা—

ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥১৫॥

শ্রীকুলশেখরস্য

ভক্তসেবা হইতে অনন্য-নিষ্ঠা জন্মে—

বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন; এমন কি (লৌকিক) গুরু গণও যদি আমাকে নিন্দা করিতে থাকেন, তথাপি পরমানন্দস্বরূপ শ্রীগোবিন্দই আমার একমাত্র জীবন ॥১৫॥

অপ্রাকৃতরত্যুদয়শ্চ—

যত্তদ্বদন্তু শাস্ত্রাণি যত্তদ্ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ।

জীবনং মম চৈতন্যপাদাম্ভোজসুধৈব তু ॥১৬॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

অপ্রাকৃত রতির উদয়ও দৃষ্ট হয়—

শাস্ত্র সমূহ (বিভিন্নাধিকারে) যাহা বলিতে হয় বলুন; তর্কনিপুণগণ যাহা ইচ্ছা ব্যখ্যা করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্মসুধাই আমার জীবন-স্বরূপ ॥১৬॥

সাধ্যসেবাসঙ্কল্পঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥১৭॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

সাধ্যভক্তি লাভের আগ্রহ—

“আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইলে প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্য কিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত প্রফুল্ল হইব” ॥১৭॥

পরিকরসিদ্ধেরাকাঙ্ক্ষা—

সকৃত্ত্বদাকারবিলোকনাশয়া

তৃণীকৃতানুত্তমভুক্তিমুক্তিভিঃ।
মহাত্মভির্ম্মামবলোক্যতাং নয়
ক্ষণেঽপি তে যদ্বিরহোঽতি দুঃসহঃ ॥১৮॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

পরিকরসিদ্ধিলাভের অভিলাষ—

হে ভগবন্, তোমার যে ভক্ত-সমূহ তোমার শ্রীবিগ্রহ একমাত্র দর্শন-প্রত্যাশায় ভুক্তি ও মুক্তি তৃণবৎ বিচার করেন, যাঁহাদের ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ তোমারও অতি দুঃসহ, আমাকে সেই সকল মহাত্মাগণের দৃষ্টিপথে নীত কর ॥১৮॥

নিরুপাধিকভক্তিস্বরূপোপলব্ধিঃ—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥১৯॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য

নিরুপাধিক-ভক্তির স্বরূপানুভব—

"হে ভগবন্, যদি তোমাতে আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হন। তখন (ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-

প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেন না) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফল দ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গভোগাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে" ॥১৯॥

ব্রজরসশ্রেষ্ঠত্বম্—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥২০॥

শ্রীরঘুপতি-উপাধ্যায়স্য

ব্রজরসের শ্রেষ্ঠতা—

"ভবভীত ব্যক্তি সকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন; আমি কিন্তু এই স্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম খেলা করেন" ॥২০॥

তত্র ভজন-পদ্ধতিঃ—

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী

কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ ॥২১॥

শ্রীরূপপাদানাং

ব্রজরসে ভজন প্রণালী—

“কৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ, লীলা চতুষ্টয়।
গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয় ॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রম-পথে ধায় ॥
জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগ ব্রজজনানুস্মরিয়া ॥
নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন।
এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ” ॥২১॥

ব্রজভজন-তারতম্যানুভূতিঃ—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥২২॥

শ্রীরূপপাদানাং

ব্রজভজনের তারতম্য জ্ঞান—

“বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥

মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম ॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনশৈল।
গিরিধারী-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড-তট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল লম্পট ॥
গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার" ॥২২॥

ব্রজরস-স্বরূপসিদ্ধৌ সম্বন্ধজ্ঞানোদয়-প্রকারঃ—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥২৩॥

শ্রীরঘুনাথপাদানাং

ব্রজরসে স্বরূপ-সিদ্ধিতে সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রকার—

"গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।

ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল ভজন কামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে ॥
ধরি মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ধুচে জীবের সংসার ॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাস গোস্বামী পায়,
এ ভকতিবিনোদ করে নতি" ॥২৩॥

নামাভিন্ন-ব্রজভজন-প্রার্থনা—

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥২৪॥

শ্রীরূপপাদানাং

নামভজনের সহিত অভিন্নভাবে ব্রজরসাস্বাদন প্রার্থনা—

"হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণতকরুণ, হে কৃষ্ণ,—ইত্যাদি বহু স্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব হে নামধেয়, তোমাতে আমার রতি প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক" ॥২৪॥

পরমসিদ্ধিসঙ্কল্পঃ—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥২৫॥

কস্যচিৎ

সিদ্ধির অনুকূলে বিরহাবস্থায় সঙ্কল্প—

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি কবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব" ॥২৫॥

বিপ্রলম্ভে মিলনসিদ্ধৌ নামভজনানুকূল্যম্—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥২৬॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

বিপ্রলম্ভরসে নামভজনেই মিলন সংসিদ্ধির অনুকূলতা—

"হে নাথ, তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে। বাক্যনিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্‌গদ্-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে" ॥২৬॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভক্তবচনামৃতান্তর্গত
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভক্তবচনামৃতম্
প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্

ভগবদ্ভক্তয়োর্ভক্তেঃ প্রপত্তেঃ প্রতিকূলকে।
বর্জ্জ্যত্বে নিশ্চয়ঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনমুচ্যতে ॥১॥

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবার এবং প্রপত্তিভাবের প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনীয় বলিয়া নিয়মকে 'প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জন' কহে ॥ ১॥

প্রাতিকূল্যবর্জ্জনসঙ্কল্পাদর্শঃ—
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥২॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

প্রতিকূল ত্যাগের সঙ্কল্পের আদর্শ—

"হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক" ॥২॥

অত্রাপি তথৈব—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-জন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥৩॥

শ্রীকিলশেখরস্য

এখানেও তাহাই—

হে ভগবন্, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে আমার কোন আস্থা নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যাহা ঘটিবার ঘটুক, কিন্তু আমার সাদর প্রার্থনা এই যে, জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্মযুগলে নিশ্চলা ভক্তি হউক ॥৩॥

হরিসম্বন্ধহীনং সর্ব্বমেব বর্জ্জনীয়ম্—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥৪॥

দেবস্তুতৌ

হরিসম্বন্ধহীন মাত্রই বর্জ্জনীয়—

"যেখানে কৃষ্ণকথাসুধাসরিৎ নাই, যেখানে কৃষ্ণাশ্রিত সাধুলোক নাই, যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সে স্থান যদিও সুরেশলোক হয়, সেখানে বাস করিবে না" ॥৪॥

ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদয়োঽপি প্রতিকূলং চেদ্ বর্জ্জনীয়া এব—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥৫॥

শ্রীঋষভস্য

ব্যবহারিক গুরু প্রভৃতিও প্রতিকূল হইলে অবশ্যই পরিত্যাজ্য—

"ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তিবিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের

মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে" ॥৫॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়েরেব প্রতিকূলবর্জ্জনে সঙ্কল্পঃ—

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।
মা স্প্রাক্ষং মাধব! ত্বামপি ভুবনপতে! চেতসাপহ্নুবানান্
মা ভূবং ত্বৎসপর্য্যাপরিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি ॥৬॥

শ্রীকুলশেখরস্য

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে প্রতিকূলত্যাগ-সঙ্কল্প—

হে মাধব, তোমার পাদপদ্মে ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিগণের দর্শন আমার কদাপি না ঘটুক, তোমার চরিত-সম্বন্ধ-ব্যতীত অন্য আখ্যানসমূহ আমাকে শুনিতে না হউক। হে ভুবনপতে, তোমাতে অশ্রদ্ধ-ব্যক্তিগণের কোন সংস্পর্শ যেন আমার না হয় এবং জন্মজন্মান্তরেও তোমার সেবাতৎপর পার্ষদের সঙ্গহীন কখনও আমাকে না হইতে হয় ॥৬॥

ব্যবহারিকাদরণীয়ান্যপি তুচ্ছবৎ ত্যাজ্যানি—

ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং
মেরুং পশ্যতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ।

চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ ॥৭॥

সর্ব্বজ্ঞস্য

ব্যবহারিক আদরণীয় বস্তুসমূহও তুচ্ছবৎ পরিত্যাজ্য—

হে ভগবন্, তোমার ভক্ত সাগরকে গণ্ডূষ, ভাস্করকে খদ্যোতবৎ, সুমেরুকে লোষ্ট্রবৎ, ভূপালকে ভৃত্যবৎ, চিন্তামণিসমূহকে শীলাখণ্ডবৎ, কল্পতরুকে কাষ্ঠবৎ, সংসার-বাসনাকে তৃণরাশিবৎ, এমন কি, নিজ দেহকেও ভারবৎ তুচ্ছ দর্শন করেন অর্থাৎ প্রতিকূলবিষয় সমূহকে এই প্রকার তুচ্ছবোধ করেন ॥৭॥

হরিবিমুখসঙ্গফলস্য অনুভূতি-স্বরূপম্—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্বাস বৈশসম্ ॥৮॥

কাত্যায়নস্য

হরিবিমুখজনের সঙ্গফলের কিঞ্চিৎ অনুভূতি—

"অগ্নির জ্বালার মধ্যে পিঞ্জর-বন্ধন হইতে যে ক্লেশ হয়, তাহা বরং সহ্য করা উচিত, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বহির্ম্মুখজনের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না" ॥৮॥

অন্যদেবোপাসকানাং স্বরূপ-পরিচয়ঃ—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্ ॥৯॥

কেষাঞ্চিৎ

অন্যদেবের উপাসকগণের স্বরূপ পরিচয়—

বরং সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের আলিঙ্গন ঘটুক, কিন্তু নানাদেবোপাসনা-কণ্টকযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ কদাপি না হউক ॥৯॥

ভক্তিবাধকা দোষাস্ত্যাজ্যাঃ—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ যড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥১০॥

শ্রীরূপপাদানাং

ভক্তিবাধক দোষগুলি পরিত্যাজ্য—

“অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়।
অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায় ॥

প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন।
প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন ॥

কৃষ্ণকথা ছাড়ি’ জিহ্বা আন কথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য কহে ॥

ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ।
বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন ॥

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা অন্যসঙ্গে রত।
জনসঙ্গী কুবিষয়-বিলাসে বিব্রত ॥

নানাস্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে।
লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে ॥

এই ছয় নহে কভু ভক্তি অধিকারী।
ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী" ॥১০॥

যোষিৎসঙ্গস্য প্রাতিকূল্যম্—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥১১॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

যোষিৎসঙ্গের তীব্র প্রাতিকূল্য—

"হায়, ভব-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষ ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু" ॥১১॥

হরিবিমুখস্য বংশাদিষ্বাদরো ভক্তিপ্রতিকূলঃ—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ত্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥১২॥

যাজ্ঞিক-বিপ্রাণাং

হরিবিমুখের উত্তম কুলাদিতে আদর ভক্তিপ্রতিকূল—

"আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্র জ্ঞান, কুল এবং কর্ম্মনৈপুণ্য—সমস্তেই ধিক" ॥১২॥

জড়ে চিদ্‌বুদ্ধির্ব্বর্জ্জনীয়া—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥১৩॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ

জড়বস্তুতে চৈতন্যবুদ্ধিমাত্রই প্রতিকূল—

"যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটীই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ" ॥১৩॥

চিত্তত্ত্বে জড়বুদ্ধির্জড়াধীনবুদ্ধির্বা অপরাধত্বেন পরিবর্জ্জনীয়া—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥১৪॥

শ্রীব্যাসপাদানাং

পূজ্য চিন্ময়বস্তুতে জড়ধারণা বা জড়াধীন ধারণারূপ অপরাধ বর্জ্জনীয় —

"যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী" ॥১৪॥

তপঃপ্রভৃতীনাং প্রাতিকূল্যম্—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥১৫॥

শ্রীজড়ভরতস্য

তপঃ প্রভৃতির প্রতিকূলতা—

"হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি তপস্যা দ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাস পালন দ্বারা, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন দ্বারা, বেদ পাঠ দ্বারা অথবা জলাগ্নি সুর্য্য দ্বারা কখনই লব্ধ হয় না" ॥১৫॥

অচ্যুতসম্বন্ধহীন-জ্ঞানকর্ম্মাদেরপি প্রাতিকূল্যম্—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১৬॥

শ্রীনারদস্য

হরিসম্বন্ধশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদির প্রতিকূলতা—

“নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মল জ্ঞানই যখন অচ্যুতভাব বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্র-স্বভাব ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে” ॥১৬॥

যমাদি-যোগসাধনস্য বর্জ্জনীয়তা—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥১৭॥

শ্রনারদস্য

যমাদি যোগপন্থার অকৃতকার্য্যতা—

“মুকুন্দ সেবা দ্বারা, সদা কামলোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না” ॥১৭॥

ব্রহ্মসুখাগ্রহঃ প্রতিকূল এব—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥১৮॥

শ্রীপ্রহ্লাদস্য

ব্রহ্মসুখে আগ্রহ প্রতিকূল জানিতে হইবে—

“হে জগদ্গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ

আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে। ব্রহ্মলয়ে যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র" ॥১৮॥

মুক্তিস্পৃহায়াঃ প্রাতিকূল্যম্—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥১৯॥

শ্রীশ্রীহনুমতঃ

মুক্তিস্পৃহা বিশেষ প্রতিকূল—

ভববন্ধন ছেদন জন্য সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করি না, যাহাতে 'আপনি প্রভু ও আমি দাস'—এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥১৯॥

সাযুজ্যমুক্তিস্পৃহা ঔদ্ধত্যমেব—

ভক্তিঃ সেবা ভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনম্।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ॥২০॥

শিরমৌলিনাং

সাযুজ্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ঔদ্ধত্যমাত্র—

ভক্তি—শ্রীভগবানের সেবা, আর মুক্তি—সেই সেবা-লঙ্ঘন, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি ভগবৎ-দাস্য ছাড়িয়া মুক্তি-পদ অভিলাষ করে? ২০॥

আত্যন্তিক-লয়স্পৃহা বিবেকহীনতৈব—

হন্ত চিত্রীয়তে মিত্র স্মৃত্বা তান্ মম মানসম্।
বিবেকিনোঽপি যে কুর্য্যুস্তৃষ্ণামাত্যন্তিকে লয়ে ॥**২১**॥

কেষাঞ্চিৎ

আত্যন্তিক লয়বাঞ্ছা বিস্ময়কর বিবেকহীনতা—

হায়! যে সকল বিবেকী ব্যক্তি আত্যন্তিক লয়ে আকাঙ্ক্ষা করেন, হে মিত্র, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া আমার মন বড়ই বিস্ময়বোধ করিতেছে ॥২১॥

মুক্তের্ভক্তিদাস্যবাঞ্ছা ভক্তেশ্চ তৎসঙ্গান্মালিন্যাশঙ্কা—

কা ত্বং মুক্তিরুপাগতাস্মি ভবতী কস্মাদকস্মাদিহ
শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন দেব ভবতো দাসীপদং প্রাপিতা।
দূরে তিষ্ঠ মনাগনাগসি কথং কুর্য্যাদনার্য্যং ময়ি
ত্বন্নাম্না নিজনামচন্দনরসালেপস্য লোপো ভবেৎ ॥২২॥

কস্যচিৎ

মুক্তির ভক্তিদাসীত্ব প্রার্থনা ও ভক্তির মুক্তিসঙ্গে মলিনতাশঙ্কা—

তুমি কে? আমি মুক্তি আসিয়াছি। আপনি কি জন্য হঠাৎ এখানে? হে দেব, আপনার শ্রীকৃষ্ণস্মরণ-দ্বারা আমি দাসী-পদ পাইয়াছি। একটু দূরে থাক। এই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অভদ্রাচরণ

করিতেছ কেন? তোমার নামে আমার ভগবৎ-দাস-নাম-রূপ চন্দন-লেপ লুপ্ত হইয়া যাইবে ॥২২॥

বহির্ম্মুখ-ব্রহ্মজন্মনোঽপি প্রতিকূলতা—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ॥২৩॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মেরও প্রতিকূলতা—

"দেববিধি অনুসারে, কর্ম্ম করি' এ সংসারে,
জীব পুনঃপুনঃ জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥
তবে এক কথা মম, শুনহে পরুষোত্তম,
তব দাসসঙ্গীজন ধরে।
কীট-জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥
তব দাসসঙ্গহীন, যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তার গৃহে চতুর্ম্মুখভূতি।
না চাই কখন হরি, করদ্বয় জোড় করি',
করে তব কিঙ্কর মিনতি" ॥২৩॥

গৌরভক্তিরসজ্ঞস্য অন্যত্র চিদ্রসেঽপি প্রাতিকূল্যানুভূতিঃ—

বাসো মে বরমস্তু ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈর্মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ।
বৈকুণ্ঠাদিপদং স্বয়ঞ্চ মিলিতং নো মে মনো লিপ্সতে
পাদাম্ভোজরজশ্ছটা যদি মনাগ্ গৌরস্য নো রস্যতে ॥২৪॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

পরমনির্ম্মল-গৌরভক্তিরসজ্ঞের অন্য বিদ্রসচর্য্যায়ও প্রতিকূল বিচারে অশ্রদ্ধা—

ঘোর অগ্নিজ্বালা-পিঞ্জর মধ্যে বরং আমার বাস হউক, তথাপি শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-বিমুখজনের সঙ্গ কোথায়ও না হয়। যদি শ্রীগৌরপাদপদ্মের পরাগ-কণার কিঞ্চিৎ মাত্রও রস না পায়, তবে স্বয়মাগত বৈকুণ্ঠাদি-পদও আমার চিত্ত ইচ্ছা করে না ॥২৪॥

ঐকান্তিক-ভক্তস্য ক্ষয়াবশিষ্টদোষদর্শনাগ্রহো বর্জ্জনীয়ঃ—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥২৫॥

শ্রীরূপপাদানাং

ঐকান্তিক ভক্তের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষদর্শনে আগ্রহ পরিত্যাজ্য—

“স্বভাব জনিত আর বপুদোষে ক্ষণে।
অনাদর নাহি কর শুদ্ধ ভক্তজনে ॥

পঙ্কাদি জলীয় দোষে কভু গঙ্গাজলে।
চিন্ময়ত্ব লোপ নহে সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥

অপ্রাকৃত ভক্তজন পাপ নাহি করে।
অবশিষ্ট পাপ যায় কিছুদিন পরে” ॥২৫॥

পরদোষানুশীলনং বর্জ্জনীয়ম্—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ ॥২৬॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ

পরদোষনুশীলন পরিত্যাজ্য—

“পরচর্চ্চা অকারণে করা দোষ, অতএব বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব, পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে” ॥২৬॥

ব্রজরসাশ্রিতানাং ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা তথা ঐশ্বর্য্যমিশ্রা বৈকুণ্ঠপতি-সেবাপি ত্যাজ্যত্বেন গণ্যাঃ—

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥২৭॥

শ্রীরঘুনাথপাদানাং

শুদ্ধ ব্রজরসাশ্রিতজনের ভুক্তিমুক্তিস্পৃহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণের সেবাও প্রতিকূলগণনা—

"কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয় মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি ॥
শুন মন, বলি হে তোমায়।
মুক্তি-নামে শার্দ্দুলিনী, তার কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতিরতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন" ॥২৭॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভক্তবচনামৃতান্তর্গতঃ
প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভক্তবচনামৃতম্

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ

রক্ষিষ্যতি হি মাং কৃষ্ণো ভক্তানাং বান্ধবশ্চ সঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতীতি যদ্বিশ্বাসোঽত্রৈব গৃহ্যতে ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন; যেহেতু তিনি ভক্তগণের বান্ধব। তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল বিধান করিবেন—এই প্রকার বিশ্বাসকেই প্রখানে ধরা হইয়াছে ॥১॥

সর্ব্বলোকেষু শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জৈকরক্ষকত্বম্—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥২॥

শ্রীদেবক্যাঃ

সমস্ত লোকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র রক্ষক—

“হে ভগবন্, মর্ত্ত্যপুরুষ মৃত্যুরূপ কালসর্প হইতে ভীত হইয়া নিখিল লোকে পলায়ন করিয়াও নির্ভয়প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে ভবদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া সুস্থচিত্তে শয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে” ॥২॥

মায়াধীশস্যৈব ভগবতঃ ক্ষেমবিধাতৃত্বম্—

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥৩॥

শ্রীব্রহ্মণঃ

মায়াধীশ ভগবানই মঙ্গল-বিধানে সমর্থ—

যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গের হেতু, আদিপুরুষ, যাঁহার যোগমায়া যোগেশ্বরদিগেরও দুরতিক্রম্যা, ত্রিলোকাধীশ্বর সেই ভগবান্ই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহাতে এক্ষণে আমাদের বিতর্কের কি প্রয়োজন? ৩॥

আপদ্যপি শ্রীকৃষ্ণকথৈকরক্ষণবিশ্বাসঃ—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা

দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥৪॥

শ্রীবিষ্ণুরাতস্য

আপদ্‌কালেও শ্রীহরিকথাই একমাত্র রক্ষক বলিয়া বিশ্বাস—

"বিপ্ররূপী আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত ও কৃষ্ণে ধৃত (অর্পিত)-চিত্ত বলিয়া জানুন। এক্ষণে ব্রাহ্মণপ্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক; আপনারা কৃষ্ণকথা গান করিতে থাকুন" ॥৪॥

হরিদাসা হরিণা রক্ষিতা এব—

মাভৈর্ম্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তি-সুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥৫॥

শ্রীকুলশেখরস্য

হরিদাসগণ হরিকর্ত্তৃক রক্ষিত আছেনই—

রে মন্দ মন, বহুদিনের ঐ সব বহুপ্রকার যাতনার কথা চিন্তা করিয়া ভয় পাইও না। ঐ পাপরিপুসমূহ প্রভুত্ব করিতে পারে না; কেননা, ভগবান্ শ্রীধরই প্রকৃত প্রভু। তুমি আলস্য দূর করিয়া ভক্তিসুলভ ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান কর। যিনি সমস্ত লোকের বিপদ ভঞ্জন করেন, তিনি কি নিজ দাসের ব্যসন-বিনাশে অসমর্থ? ৫॥

সংসার-দুঃখক্লিষ্টানাং শ্রীবিষ্ণোঃ পরমং পদমেবৈকাশ্রয়ঃ—

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥৬॥

শ্রীকুলশেখরস্য

সংসারদুঃখগ্রস্তগণের শ্রীবিষ্ণুর পরমপদই একমাত্র আশ্রয়—

সংসার-সমুদ্র-মধ্যে পতিত রাগ-দ্বেষরূপ বাত্যাহত, পুত্রকলত্রাদি-ত্রাণ-ভারক্লিষ্ট, বিষয়রূপ বিষম-জলমধ্যে নিমগ্ন, নৌকাবিহীন মনুষ্যগণের ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীচরণ-তরীই একমাত্র শরণ ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণভজনমেব মর্ত্ত্যানামমৃতপ্রদম্—

ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং
পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥৭॥

শ্রীকুলশেখরস্য

শ্রীকৃষ্ণভজনই মর্ত্ত্যজীবের অমৃতদানকারী—

"শত সন্ধি জর জর, তব এই কলেবর,
পতন হইবে একদিন।

ভস্ম ক্রিমি বিষ্ঠা হবে, সকলের ঘৃণ্য তবে,
ইহাতে মমতা অর্ব্বাচীন ॥
ওরে মন শুন মোর এ সত্য বচন
এ রোগের মহৌষধি, কৃষ্ণনাম নিরবধি,
নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ন” ॥৭॥

অত্যধমেষ্বপি ভগবন্নাম্নোঽভীষ্টদাতৃত্বম্—

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো যো মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা
পাষাণ-কাষ্ঠসদৃশায় দদাত্যভীষ্টম্ ॥৮॥

শ্রীকুলশেখরস্য

শ্রীভগবানের নাম অতি অধম জনেরও অভীষ্টদাতা—

হে মনুষ্যগণ, আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে, মুকুন্দ, নরসিংহ, জনার্দ্দন প্রভৃতি নাম-সমূহ যে যে ব্যক্তিগণ মরণে-রণে সর্ব্বক্ষণ জপ করেন, (সে ব্যক্তি) কাষ্ঠ-পাষাণতুল্য হইলেও নাম তাহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন ॥৮॥

স্বশত্রবেঽপি সদ্গতিদায়কো হরিঃ—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৯॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য

শ্রীহরি নিজ শত্রুরও সদ্গতিদায়ক—

"অহো! এই বকাসুর-ভগ্নী অসাধ্বী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য স্তনকালকূট পান করাইয়া ধাত্রীযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?" ৯॥

অযোগ্যানামপ্যাশাস্থলম্—

দুরন্তস্যানাদেরপরিহরণীয়স্য মহতো
বিহীনাচারোঽহং নৃপশুরশুভস্যাস্পদমপি।
দয়াসিন্ধো বন্ধো নিরবধিক-বাৎসল্যজলধে-
স্তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামিগতভীঃ ॥১০॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

অযোগ্যগণেরও ভরসাস্থল—

হে দয়াসিন্ধো, আমি দুরাচার নর-পশু, অনাদি, দুস্ত্যাজ্য, দুরন্ত, মহান্ অশুভের আলয়স্বরূপ। কিন্তু অসীম বাৎসল্য-সমুদ্র পরম-বন্ধু তোমার গুণরাশি পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছি ॥ ১০॥

অসকৃদপরাধিনামপি মোচকঃ—

রঘুবর যদভূস্ত্বং তাদৃশো বায়সস্য
প্রণত ইতি দায়লুর্যস্য চৈদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রতিভবমপরাদ্ধুর্মুগ্ধ সাযুজ্যদোভূ-
র্বদ কিমপদমাগস্তস্য তেঽস্তি ক্ষমায়াঃ ॥**১১**॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

পুনঃপুনঃ অপরাধকারিগণেরও মোচনকর্ত্তা—

হে রঘুবর, তুমি যে তাদৃশ (অপরাধী) কাকের প্রণতি মাত্রে সদয় হইয়াছিলে। হে মনোহর কৃষ্ণ, তুমি যে জন্মে জন্মে অপরাধী শিশুপালের সাযুজ্য-মুক্তিদান করিয়াছিলে। অতএব তুমিই বল তোমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কি আছে? **১১**॥

শরণাগত-হেলনং তস্মিন্নসম্ভবম্—

অভূতপূর্ব্বং মম ভাবি কিংবা
সর্ব্বং সহে মে সহজং হি দুঃখম্।
কিন্তু ত্বদগ্রে শরণাগতানাং
পরাভবো নাথ ন তেঽনুরূপঃ ॥**১২**॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

শরণাগত ভক্তের প্রতি হেলা তাঁহাতে অসম্ভব—

হে নাথ, অভূতপূর্ব্ব আমার কি বা হইবে? সকলই সহিতে পারি। দুঃখই ত' আমার স্বাভাবিক সঙ্গ। কিন্তু তোমার সম্মুখে শরণাগতের পরাভব কদাপি তোমার যোগ্য হইবে না ॥১২॥

বহিরন্যথা প্রদর্শয়তোঽপি স্বরূপতঃ পালকত্বম্—

নিরাশকস্যাপি ন তাবদুৎসহে
মহেশ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্।
রুষা নিরস্তোঽপি শিশুঃ স্তনন্ধয়ো
ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি ॥১৩॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

বাহিরে অন্যরূপ দেখাইলেও স্বরূপতঃ পালনকারী—

হে মহেশ্বর, তুমি নিরাশ করিলেও আমি কোনরূপে তোমার পাদপদ্ম পরিহার করিতে পারি না। জননী ক্রুদ্ধ হইয়া স্তনন্ধয় শিশুকে ত্যাগ করিলে শিশু কি কখনও মাতার চরণদ্বয় ছাড়িয়া দেয়? ১৩॥

তদিতরাশ্রয়াভাবাৎ তস্যৈবৈকরক্ষকত্বম্—

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥১৪॥

স্কান্দে

তিনি ব্যতীত অন্য আশ্রয় না থাকায় তাঁহারই একমাত্র রক্ষকত্ব সিদ্ধ—

ভূমিতে স্খলিত পদ-জনগণের ভূমিই যেমন অবলম্বন, হে প্রভো, তদ্রূপ তোমাতে অপরাধকারিগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয় ॥১৪॥

নিরাশ্রয়াণামেবৈকাশ্রয়ঃ—

বিবৃত-বিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে
বলবতি ভবপুরে মজ্জতো মে বিদূরে।
অশরণগণবন্ধো হা কৃপাকৌমুদীন্দো
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্ ॥১৫॥

শ্রীরূপপাদানাং

নিরাশ্রয়গণেরই একমাত্র আশ্রয়—

বিবিধ বাধা-বিস্তৃত ভ্রান্তি-বেগযুক্ত অগাধ বলবান্-সমুদ্রে দূরপ্রদেশে আমি মগ্ন হইতেছি। হে অশরণজনগণের বন্ধো, হে কৃপাসুধাকর, একবার অবিলম্বে তোমার হস্তাবলম্বন দান কর ॥১৫॥

বিলম্বাসহনস্য ভক্তস্য তদ্রক্ষণবিশ্রব্ধত্বম্—

যা দ্রৌপদীপরিত্রাণে যা গজেন্দ্রস্য মোক্ষণে।
ময্যার্ত্তে করুণামূর্ত্তে সা ত্বরা ক্ব গতা হবে ॥১৬॥

জগন্নাথস্য

অবিলম্বে রক্ষণাকাঙ্ক্ষী ভক্তের রক্ষকত্বে পূর্ণ বিশ্বাস—

হে হরে, দ্রৌপদীর পরিত্রাণে ও গজেন্দ্রের মোক্ষণে তুমি যে ত্বরা দেখাইয়াছিলে, হে করুণামূর্ত্তে, আজ আমি আর্ত্ত; তোমার সেই ত্বরা কোথায় গেল? **১৬**॥

রক্ষিষ্যতীতি-বিশ্বাসস্য প্রকাশমাধুর্য্যম্—

তমসি রবিরিবোদ্যন্মজ্জতামপ্লবানাং
প্লব ইব তৃষিতানাং স্বাদুবর্ষীব মেঘঃ।
নিধিরিব নিধনানাং তীব্রদুঃখাময়ানাং
ভিষগিব কুশলং নো দাতুমায়াতি শৌরিঃ ॥**১৭**॥

শ্রীদ্রৌপদ্যাঃ

ভগবান্ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাসের মূর্ত্তিমাধুর্য্য—

অন্ধকারে উদীয়মান সুর্য্যের ন্যায়, নিরাশ্রয়, মগ্নোন্মুখ জনগণের নৌকার ন্যায়, তৃষ্ণাতুরগণের স্বাদুজল মেঘের ন্যায়, নির্ধনগণের নিধির ন্যায়, তীব্র ব্যাধিপীড়িতগণের বিকিৎসকের ন্যায়, ঐ কৃষ্ণ আমাদের কুশল বিধান করিতে আসিতেছেন ॥**১৭**॥

তদ্‌রক্ষকত্বে তৎকারুণ্যমেব কারণম্—

প্রাচীনানাং ভজনমতুলং দুষ্করং শৃণ্বতো মে
নৈরাশ্যেন জ্বলতি হৃদয়ং ভক্তিলেশালসস্য।
বিশ্বদ্রীচীমঘহর তবাকর্ণ্য কারুণ্যবীচী-

মাশাবিন্দূক্ষিতমিদমুপৈত্যন্তরে হন্ত শৈত্যম্ ॥১৮॥

শ্রীরূপপাদানাং

ভগবৎরক্ষকত্বের কারণ তাঁহার করুণা—

হে অঘহর, প্রাচীন মহাত্মাগণের অতুলনীয় সুদুষ্কর সাধন-ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিলেশবিমুখ আমার হৃদয় নৈরাশ্যে দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু তোমার বিশ্বপ্লাবী কারুণ্য-লহরীর কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর আবার আশাবিন্দ-সিক্ত হইয়া সুশীতল বোধ করিতেছে ॥১৮॥

ভগবতঃ শ্রীচৈতন্যরূপস্য পরমৌদার্য্যম্—

হা হন্ত চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
চৈতন্যনাম কলয়ন্ন কদাপি শোচ্যঃ ॥১৯॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের পরম উদারতা—

হায় হায়! আমার এই অত্যন্ত ঊষর চিত্ত-ভূমিতে সুশোভনা ভক্তিকল্পলতিকা কিরূপে অঙ্কুরিতা হইবেন? তবে হৃদয়ে একমাত্র পরম-আশার বিষয় এই জাগিতেছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের নাম গ্রহণ করিয়া কাহাকেও কখনও শোচনীয় হইতে হয় না ॥১৯॥

শ্রীগৌরহরেঃ সর্ব্বোপায়বিহীনেষ্বপি রক্ষকত্বম্—

জ্ঞানাদিবর্ত্মবিরুচিং ব্রজনাথভক্তি-
রীতিং ন বেদ্মি ন চ সদ্গুরবো মিলন্তি।
হা হন্ত হন্ত মম কঃ শরণং বিমূঢ়
গৌরোহরিস্তব ন কর্ণপথং গতোঽস্তি ॥২০॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

সর্ব্বোপায়বিহীনেরও রক্ষক শ্রীগৌরহরি—

জ্ঞানাদি পন্থায় অশ্রদ্ধা উৎপাদনকারী ব্রজভজন-রীতি আমি জানি না।সদ্গুরুগণের সাক্ষাৎকার ত' আমার ঘটিতেছে না। হায়, হায়, আমি কাহার শরণ গ্রহণ করি? ওহে বিমূঢ়-ব্যক্তি! তুমি কি শ্রীগৌরহরির কথা শ্রবণ কর নাই? ২০॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভক্তবচনামৃতান্তর্গতো
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভক্তবচনামৃতম্

গোপ্তৃত্বে-বরণম্

হে কৃষ্ণ! পাহি মাং নাথ কৃপয়াত্মগতং কুরু।
ইত্যেবং প্রার্থনং কৃষ্ণং প্রাপ্তুং স্বামিস্বরূপতঃ ॥১॥
গোপ্তৃত্বে বরণং জ্ঞেয়ং ভক্তৈর্হৃদ্যতরং পরম্।
প্রপত্ত্যেকার্থকত্বেন তদঙ্গিত্বেন তৎ স্মৃতম্ ॥২॥

হে কৃষ্ণ! আমাকে পালন কর, হে নাথ! কৃপা করিয়া আমাকে আত্মসাৎ কর, এই প্রকার এবং কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনাকে ভক্তগণ পরম হৃদয়সুখকর 'গোপতৃত্বে বরণ' বলিয়া জানেন। প্রপত্তির সহিত একার্থবোধক বলিয়া ইহা প্রপত্তির বিভিন্ন অঙ্গের অঙ্গিস্বরূপে গৃহীত হয় ॥১-২॥

শ্রীভগবতো ভক্তভাবেনাশ্রয়-প্রার্থনম্—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৩॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

শ্রীভগবানের ভক্তভাবে আশ্রয় প্রার্থনা—

"ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা কিরয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ চিন্তা কর" ॥৩॥

সর্ব্বসদ্‌গুণবিগ্রহ আত্মপ্রদো হরিরেব গোপ্তৃত্বেন বরণীয়ঃ—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥৪॥

শ্রীমদক্রূরস্য

নিখিলসদ্‌গুণমূর্ত্তি আত্মপ্রদ শ্রীহরিই গোপ্তৃত্বে বরণীয়—

"প্রিয়সত্যবাক্ সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই" ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচরণমেব প্রপন্নানাং সন্তাপহারি-সুধাবর্ষি আতপত্রম্—

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥৫॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রিতজনের সন্তাপহারী ও সুধাবর্ষী ছত্রস্বরূপ—

হে স্বামিন্, এই ধোর সংসারমার্গে ত্রিতাপে সন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে আপনার পাদপদ্মরূj প অমৃতনিঃস্যন্দি আতপত্র ব্যতীত আর কোন আশ্রয় দেখিতেছি না ॥৫॥

ষড়্রিপুতাড়িতস্য শান্তিহীনস্য স্বনাথচরণাশ্রয়মেব অভয়াশোকামৃতপ্রদম্—

চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রোঽলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎ পদাব্জং পরাত্ম-
ন্নভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥৬॥

শ্রীমুচুকুন্দস্য

ষড়্রিপুতাড়িত, শান্তিহীন জীবের নিজপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ই অভয়াশোকামৃতপ্রদ—

হে পরাত্মন্, আমি ইহলোকে সুদীর্ঘকাল পাপপীড়িত, অনুতাপতপ্ত ও তৃষিত ষড়্রিপুর তাড়নায় শান্তিহীন হইয়া, হে শরণদ,

কোনরূপে তোমার অশোক, অভয়, অমৃতস্বরূপ পাদপদ্মে সমুপস্থিত হইয়াছি। হে স্বামিন্, এই আপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করুন ॥৬॥

লব্ধস্বরূপসন্ধানস্য কামাদিসঙ্গজন্যনিজবৈরূপ্যে-ধিক্কারযুক্তস্য শরণাগতস্য শ্রীহরিদাস্যমেব অসচ্চেষ্টাদিতো নিষ্কৃতি কারকত্বেন অনুভূতম্—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥৭॥

কেষাঞ্চিৎ

স্বরূপের সন্ধানপ্রপ্ত, কামাদিসঙ্গজন্য নিজ বিরূপধিক্কারকারী, শরণাগত জনের শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই অসচ্চেষ্টা সমূহের হস্ত হইতে চির নিষ্কৃতি হইয়া থাকে—এই সত্যের উপলব্ধি—

"হে ভগবন্, কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই আমি পালন করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা ও উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! আপাততঃ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর" ॥৭॥

উপলব্ধকৃষ্ণাশ্রয়ৈকমঙ্গলস্য চাশ্রয়প্রাপ্তিবিলম্বনে তদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনায়ামুদ্বেগপ্রকাশঃ—

কৃষ্ণ! ত্বদীয়পদপঙ্কপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণ-সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥৮॥

শ্রীকুলশেখরস্য

শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়েই একমাত্র মঙ্গল—ইহা উপলব্ধিকারীর আশ্রয়-প্রাপ্তির বিলম্বে অনিশ্চিত অবস্থার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ—

হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মপিঞ্জরে আমার মানসরাজহংস অদ্যই প্রবেশ করুক। প্রাণত্যাগকালে বায়ুপিত্ত-কফদ্বারা কণ্ঠরোধ ঘটিলে তোমার স্মরণ কি প্রকারে হইবে? ৮॥

স্বরূপত এব শ্রীকৃষ্ণস্যাভিভাবকত্বপালকত্বদর্শনেন তদাশ্রয়প্রার্থনা—

কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগৎত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমধ্বং সদা
কৃষ্ণেনাখিলশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোঽস্ম্যহং
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্ ॥৯॥

শ্রীকুলশেখরস্য

শ্রীকৃষ্ণই জীবের স্বাভাবিক অভিভাবক ও পালক—এই প্রকার দর্শনে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা—

ত্রিলোকগুরু কৃষ্ণই আমাদিগকে রক্ষা করুন। সর্ব্বদা কৃষ্ণকে নমস্কার কর। কৃষ্ণ নিখিল শত্রুর বিনাশকারী, সেই কৃষ্ণকে সনস্কার করি। এই জগৎ কৃষ্ণ হইতে সমুত্থিত। আমি কৃষ্ণেরই দাস। এই সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণেই অবস্থিত। হে কৃষ্ণ, আমাকে রক্ষা কর ॥৯॥

গোপীজনবল্লভ এব পরমপালকঃ—

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগৎত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥১০॥

শ্রীকুলশেখরস্য

শ্রীগোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণই পালক—

হে গোপাল, হে কৃপাসিন্ধো, হে শ্রীপতে, হে কংসনাশন, হে গজেন্দ্র-করুণাপারীণ (পারগামী), হে মাধব, হে রামানুজ, হে জগৎত্রয়গুরো, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীজনবল্লভ, আমাকে সর্ব্বতোভাবে পালন কর। তুমি বিনা আর কাহাকেও আমি জানি না ॥ ১০॥

নিত্যপার্ষদা অপি সর্ব্বাত্মনা শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ং প্রার্থয়ন্তে—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ
কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং
কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥১১॥

শ্রীনন্দস্য

নিত্য পার্ষদগণেরও সর্ব্বাত্মায় শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় প্রার্থনা—

"নন্দ কহিলেন,—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক, আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক" ॥১১॥

ব্রজলীলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পালকত্বং প্রভাবময়ম্—

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ॥১২॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

ব্রজলীল শ্রীকৃষ্ণের পালকতা পরমপ্রভাবময়—

প্রভাতে দধিমন্থন-শব্দে নিদ্রাত্যাগ করিয়া নিঃশব্দপদে গোপীকা-গণের গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক মুখকমল-মারুতে সত্বর দীপসমূহ নির্ব্বাপিত করিয়া নিজ কবলে নবনীত-নিক্ষেপকারী বালকৃষ্ণ আমাকে পালন করুন ॥১২॥

সর্ব্বথা যোগ্যতাহীনস্যাপি প্রপত্তাবনধিকারো ন—

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥১৩॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য ব্যক্তিও প্রপত্তিতে অনধিকারী নয়—

হে শরণ্য, আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ নহি, আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহি, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিমান্ও নহি; অতএব নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ সমস্ত সাধনসম্পদ্হীন এবং গত্যন্তররহিত। সেই আমি তোমার পাদমূলে শরণ গ্রহণ করি ॥১৩॥

শ্রীভগবতঃ কৃপাবলোকনমেবাশ্রয়দাতৃত্বম্—

অবিবেক-ঘনান্ধদিঙ্মুখে বহুধা সন্ততদুঃখবর্ষিণি।
ভগবন্ ভবদুর্দ্দিনে পথস্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত ॥১৪॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

শ্রীভগবানের কৃপাবলোকনই আশ্রয়দান—

হে ভগবন্, অবিবেকরূপ মেঘসমূহ দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার করিয়া নিরন্তর বহুপ্রকার দুঃখ বর্ষণ করিতেছে। এতাদৃশ সংসার-দুর্যোগে আমি পথভ্রষ্ট। হে অচ্যুত, আমাকে অবলোকন কর ॥১৪॥

জীবস্য ভগবৎপাল্যত্বং স্বরূপত এব সিদ্ধম্—

তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ন চ।
বিধিনির্ম্মিতমেতদন্বয়ং ভগবন্ পালয় মাস্ম জীহয় ॥১৫॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

জীবের ভগবৎপাল্যত্ব স্বরূপতই সিদ্ধ—

হে ভগবন্, যখন তুমি ব্যতীত আমি সনাথ হইতে পারি না ও আমি ব্যতীত তুমিও দয়াপাত্রবান্ হইতে পার না এবং আমাদের এই সম্বন্ধ বিধাতা-নির্ম্মিত, তখন হে ঠাকুর, আমাকে পালন কর, পরিত্যাগ করিও না ॥১৫॥

প্রপন্নস্য বিবিধসেবাসম্বন্ধঃ—

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃ-
ত্ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্তদ্গতিরহং

প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ ॥১৬॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

প্রপন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভগবৎসেবা-সম্বন্ধ—

তুমি জগতের পিতা ও মাতা, তুমি জগতের প্রিয়পুত্র ও প্রিয় সুহৃৎ এবং মিত্র, তুমিই জগতের গুরু ও জগতের গতি। আর আমিও তোমারই, তোমার পাল্য, তোমার পরিজন। তুমিই আমার গতি, তোমারই আমি শরণাগত ও সেই আমি তোমার ভারস্বরূপ ॥১৬

ভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য পতিতপালকত্বম্—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥১৭॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পতিতজনপালকত্ব—

হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসারদুঃখসাগরে পতিত, কামক্রোধাদি-নক্রমকর-কবলিত, দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলিত ও নিরাশ্রয়। আমাকে তোমার পদাবলম্বন প্রদান কর ॥১৭॥

নিরাশস্যাপি আশাপ্রদং গৌরশরণম্—

হা হন্ত হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ
ব্যর্থীভবন্তি মম সাধনকোটয়োঽপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুতভক্তিবীজং
শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥১৮॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণ নিরাশেরও আশাপ্রদ—

হায়, হায়, আমার অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ক্ষেত্রে কোটি কোটি সাধনও ব্যর্থ হইতেছে। তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্চর্য্য ভক্তিবীজের আকর শ্রীগৌরচন্দ্রচরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রপন্নস্য বৈরাগ্যাদিভক্তিপরিকরসিদ্ধিঃ—
বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥১৯॥

শ্রীসার্ব্বভৌমপাদানাং

শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগতের বৈরাগ্যাদি ভক্তিপরিকর-সিদ্ধি—

"বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপধারী একটী সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই" ॥১৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রপত্তিরেব যুগধর্ম্মঃ—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥২০॥

শ্রীজীবপাদানাং

শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রপত্তিই যুগধর্ম্ম—

"অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি" ॥২০॥

শ্রীচৈতন্যাশ্রিতস্য পরমপুমর্থপ্রাপ্তিঃ—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণদাসপাদানাং

শ্রীচৈতন্যাশ্রিতের পরমপুমর্থপ্রাপ্তি—

"যে দয়ালুপুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞান-ব্যাধি হইতে মোচন করতঃ স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুতচেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই" ॥২১॥

শ্রুতিবিমৃগ্য-শ্রীহরিনাম-সংশ্রয়ণমেব পরমমুক্তানাং ভজনম্—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অতি মুক্তকুলৈরুপাস্যমান!
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥২২॥

শ্রীরূপপাদানাং

সমস্ত শ্রুতির লক্ষ্যস্থল শ্রীহরিনামাশ্রয়ই পরম মুক্তগণের ভজন—

"নিখিল বেদের শিরোভাগ—উপনিষদ্‌রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্ষ নারদ শুকাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি" ॥২২॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভক্তবচনামৃতান্তর্গতং
গোপ্তৃত্বে বরণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভক্তবচনামৃতম্

আত্মনিক্ষেপঃ

হরৌ দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সমর্পণম্।
এব নিঃশেষরূপেণ হ্যাত্মনিক্ষেপ উচ্যতে ॥১॥
আত্মার্থচেষ্টাশূন্যত্বং কৃষ্ণার্থৈকপ্রয়াসকম্।
অপি তন্ন্যস্তসাধ্যত্বসাধনত্বঞ্চ তৎফলম্ ॥২॥
এবং নিক্ষিপ্য চাত্মানং স্বনাথচরণাম্বুজাৎ।
নাকর্ষ্টুং শক্নুয়াচ্চাপি সদা তন্ময়তাং ভজেৎ ॥৩॥

শ্রীহরিপাদপদ্মে দেহাদি হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত নিঃশেষরূপে সমর্পণকেই 'আত্মনিক্ষেপ' কহে। স্বনিমিত্ত চেষ্টা-ত্যাগ এ একমাত্র কৃষ্ণের নিমিত্তই চেষ্টাশীলতা; এমন কি নিজ সাধ্য-সাধন পর্য্যন্তও কৃষ্ণের উপরেই নির্ভর করা—ইহার ফল স্বরূপ। এইরূপে নিজ নাথের চরণপদ্মে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে আর ছাড়াইতে পারেন না এবং সর্ব্বদা তন্ময়তাই ভজনা করেন ॥১-৩॥

আত্মনিক্ষেপশ্চাত্মনিবেদনরূপম্—

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যানহঙ্কৃতেঃ।
মনসস্তৎস্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥৪॥

কেষাঞ্চিৎ

আত্মনিক্ষেপ আত্মনিবেদনরূপ—

"শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁহারই প্রীতিবাঞ্ছায় যিনি দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি তদিতর বিষয়ে মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, সেই কৃষ্ণগত-চিত্ত জনের মনে যে ভগবৎস্বরূপতা (অর্থাৎ ভগবৎ সুখতাৎপর্য্যে আত্মসুখ-চেষ্টারাহিত্য), তাহাই 'আত্ম-নিবেদন' বলিয়া অভিহিত হয়" ॥৪॥

তত্র চেশ্বরাতিসামর্থ্যবিশ্বাসত্বম্—

ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ ॥৫॥

শ্রীব্যাসপাদানাং

সেখানে ঈশ্বরের অতিসামর্থ্যে বিশ্বাস—

ঈশ্বরের সামর্থ্যে তাঁহার অলভ্য কিছুই নাই। যিনি তাঁহাতে সমস্ত নির্ভর করিয়া নিজ চেষ্টারহিত হন, তিনি তাঁহারই কার্য্য সম্পাদন করেন ॥৫॥

তদ্‌যন্ত্রমেবাত্মানমনুভবতি—

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥৬॥

শ্রীকুলশেখরস্য

নিক্ষিপ্তাত্মা আপনাকে ভগবদ্‌যন্ত্রমাত্র অনুভবকারী—

হে মধুসূদন! আমি যাহা করিয়াছি, যাহা করিব, সেই সব আমার নহে। উহা তোমার কৃত, তুমিই উহার ফলভোগী ॥৬॥

হৃদি তন্নিযুক্তত্বানুভবান্ন মিথ্যাচারঃ—

কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৭॥

গৌতমীয়তন্ত্রে

হৃদয়ে তৎপ্রেরণা অনুভূত হওয়ায় মিথ্যাচারের অবকাশাভাব—কোন দেবতা দ্বারা যেরূপ নিযুক্ত হইতেছি, সেইরূপ করিতেছি ॥৭॥

গোবিন্দং বিনা তত্র সর্ব্বাত্মনা নান্যভাবঃ—

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনম্।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন ॥৮॥

শ্রীব্যাসপাদানাং

সেখানে গোবিন্দ ব্যতীত কায়মনোবাক্যে অন্যভাব নাই—

পরমানন্দ, মুকুন্দ, মধুসূদন, গোবিন্দা ব্যতীত আমি অন্য কাহাকেও জানি না, ভজনা করি না বা স্মরণও করি না ॥৮॥

সর্ব্বত্রৈবাভীষ্টদেব-দর্শনম্—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো, যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৯॥

কেষাঞ্চিৎ

সর্ব্বত্রই অভীষ্টদেবের দর্শন—

"এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ,—এবম্বিধ সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম" ॥৯॥

অন্যাভিসন্ধিবর্জ্জিতা স্থায়িরতিরেব স্যাৎ—

নাথে ধাতরি ভোগিভোগশয়নে নারায়ণে মাধবে
দেবে দেবকীনন্দনে সুরবরে চক্রায়ুধে শার্ঙ্গিণি।
লীলাশেষ-জগৎ-প্রপঞ্চ-জঠরে বিশ্বেশ্বরে শ্রীধরে
গোবিন্দে কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং বর্ত্তনৈঃ ॥১০॥

শ্রীকুলশেখরস্য

সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধিবর্জ্জিত স্থায়ী রতির উৎপত্তি—

যিনি তোমার নাথ, যিনি বিধাতা, অনন্তশয়ন, নারায়ণ, মাধব, দেবতা, দেবকীনন্দন, সুরশ্রেষ্ঠ, চক্রপাণি, শার্ঙ্গী, বিশ্বোদর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দ প্রভৃতি নামলীলাময়, তাঁহাতেই তোমার অচলা মতি অর্পণ কর। অন্য লাভে প্রয়োজন কি? **১০**॥

পরমাত্মনি স্বাত্মার্পণমেব সর্ব্বথা বেদতাৎপর্য্যম্—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষাত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥**১১**॥

শ্রীপ্রহ্লাদস্য

আত্মনিবেদনই সর্ব্বথা বেদতাৎপর্য্য—

"ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম, এই তিনটি ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা, এই সমস্তই ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদের প্রতিপাদ্য; সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি; পক্ষান্তরে পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি" ॥**১১**॥

আত্মনিক্ষেপ-পদ্ধতিঃ—

অপরাধ-সহস্র-ভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥১২॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

আত্মনিবেদনের প্রণালী—

হে হরে, সহস্র অপরাধকারী ঘোর ভবসাগর-মধ্যে পতিত গত্যন্তর-শূন্য এই শরণাগত জনকে কেবল করুণাপর হইয়া আত্মসাৎ কর ॥১২॥

অত্র কেচিদ্দেহার্পণমেবাত্মার্পণমিতি মন্যন্তে—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ ॥১৩॥

কেষাঞ্চিৎ

এখানে কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করিয়া থাকেন—

বিক্রীত পশু সম্বন্ধে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করা হয় না, তদ্রূপ শ্রীহরিপাদপদ্মে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতে বিরত হইবে ॥১৩॥

গুণাতীত শুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব সমর্পিতত্বোপলব্ধিঃ—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদহং তব পাদপদ্ময়ো- রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥১৪॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

গুণাতীত শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের ভগবন্নিবেদন-যোগ্যতার অনুভব—

“দেহাদি বিষয়ে আমার যে কোন আখ্যাই হউক না কেন, অথবা গুণবিচারে আমার যে কোন পরিচয়ই হউক না কেন, হে ভগবন্, আমি অদ্যই আমার এই অহংবুদ্ধি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম” ॥১৪॥

আত্মার্পণস্য দৃষ্টান্তঃ—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্মৃগপতের্ব্বলিমম্বুজাক্ষ ॥১৫॥

শ্রীরুক্মিণীদেব্যাঃ

আত্মার্পণের দৃষ্টান্ত—

“হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি; অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। সিংহের আহার্য্য শৃগালের গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্য আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া সত্বর স্পর্শ না করে” ॥১৫॥

তত্র শুদ্ধাহঙ্কারস্য পরিচয়সমৃদ্ধেরভিব্যক্তিঃ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণমৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥১৬॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

এ বিষয়ে বিশুদ্ধ অহঙ্কারের পরিচয় সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ—

"আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শুদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই" ॥১৬॥

ঔপাধিকধর্ম্মসম্বন্ধচ্ছেদশ্চ—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥১৭॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং

ঔপাধিক ধর্ম্মসম্বন্ধের ছেদন—

"হে সন্ধ্যা-বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ, হে পিতৃগণ, আমি তর্পণবিধিপালনে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা কর। যে কোন স্থানে উপবেশন করিয়া আমি যদুকুলভূষণ কংসারিকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ হরণ করিব, ইহাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। অন্যে আর আমার প্রয়োজন কি?" **১৭**॥

অলৌকিকভাবোদয়ে লৌকিকবিচারতুচ্ছত্বম্—

মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকা
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধিয়ং মুক্তাদরাঃ সোদরাঃ।
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদাম্ভিকং
মোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাম্ ॥**১৮**॥

মাধবস্য

অলৌকিক কৃষ্ণরতির উদয়ে লোকমত তুচ্ছীকৃত—

নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ আমাকে মোহগ্রস্ত বলিতে হয় বলুন। বৈদিকগণ আমাকে বারম্বার ভ্রন্ত বলিতে থাকুন; বন্ধুগণ আমাকে মন্দ বলেন বলুন, সহোদরগণ আদর ত্যাগ করিয়া আমাকে জড়বুদ্ধি বলিতে থাকুন; ধনবানগণ আমাকে উন্মাদ বলুন, আর বিবেকচতুর জনগণ প্রচুর পরিমাণে আমাকে মহাদাম্ভিক আখ্যা প্রদান করুন, তথাপি আমার মন শ্রীগোবিন্দচরণস্পৃহা কিঞ্চিন্মাত্রও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥**১৮**॥

হরিরসপানমত্তানাং জনমতবিচারে নাবকাশঃ—

পরিবদতু জনো যথা তথায়ং
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরি-রস-মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ ॥১৯॥

শ্রীসার্ব্বভৌমপাদানাং

হরিসেবানন্দমগ্নের লোকমত-বিচারের অনবকাশ—

মুখর লোক যেখানে সেখানে নিন্দা করিতে থাকুক, কিন্তু তাহা আমরা বিচার করিব না। হরিরসমদিরা-পানে পরম উন্মত্ত হইয়া আমরা নৃত্য করিব, ভূমিতে লুণ্ঠিত ও মূর্চ্ছিত হইব ॥১৯॥

বহুমানিতাদ্বৈতানন্দসিংহাসনাৎ ব্রজরসঘনমূর্ত্তেশ্চরণে লুণ্ঠনরূপমাত্মনিক্ষেপণম্—

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥২০॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য

বহুমানিত অদ্বৈতানন্দ-সিংহাসন হইতে ব্রজরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পদরজে লুণ্ঠনরূপ আত্মনিক্ষেপ—

"অদ্বৈতমার্গের পথিকগণ দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট শঠ কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি" ॥২০॥

অনুগ্রহনিগ্রহাভেদেন সেব্যানুরাগ এব আত্মনিক্ষেপঃ—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥২১॥

শ্রীরূপপাদানাং

নিগ্রহানুগ্রহাভেদে সেব্যানুরাগই আত্মনিক্ষেপ—

হে দীনবন্ধো, আমার প্রতি দণ্ডই বিধান কর বা দয়াই কর, এ সংসারে তোমা ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই। বজ্রপতনই হউক বা প্রচুর নবাম্বুধারা-বর্ষণই হউক, চাতক সর্ব্বদা মেঘেরই স্তুতি গান করিয়া থাকে ॥২১॥

ব্রজরসলম্পটস্য স্বৈরাচারেষ্বাত্মনিক্ষেপস্যৈব পরমোৎকর্ষঃ—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥২২॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

ব্রজরসলম্পট শ্রীকৃষ্ণের স্বৈরাচারে আত্মনিক্ষেপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট— "এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন; যিনি লম্পটপুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ ন'ন, আমারই প্রাণনাথ" ॥২২॥

মহৌদার্য্যলীলাময়শ্রীচৈতন্যচরণাত্মনিক্ষেপস্য পরমত্বম্—

পাত্রাপাত্রাবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষতে
দেয়াদেয়-বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥২৩॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

মহৌদার্য্যলীলাময় শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মনিক্ষেপের পরমতা—

যে প্রভু পাত্রাপাত্রের বিচার করেন না, স্ব-পর-ভেদ দর্শন করেন না, দেয় বা অদেয় বিচার করেন না, কালাকাল প্রতীক্ষা করেন না, শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা দুর্ল্লভ ভক্তিরস যিনি সদ্য সদ্য দান করেন—সেই ভগবান্ গৌরহরিই আমার একমাত্র গতি ॥২৩॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভক্তবচনামৃতান্তর্গত
আত্মনিক্ষেপো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভক্তবচনামৃতম্
কার্পণ্যম্

ভগবন্ রক্ষ রক্ষৈবমার্ত্তভাবেন সর্ব্বতঃ।
অসমোর্দ্ধদয়াসিন্ধোর্হরেঃ কারুণ্যবৈভবম্ ॥১॥
স্মরতাংশ্চ বিশেষেণ নিজাতিশোচ্যনীতাম্।
ভক্তানামার্ত্তিভাবস্তু কার্পণ্যং কথ্যতে বুধৈঃ ॥২॥

হে ভগবন্ রক্ষ কর, রক্ষ রক—এই প্রকার আর্ত্তভাবে অসমোর্দ্ধ করুণাসাগর শ্রীহরির করুণাপ্রভাব সর্ব্বপ্রকারে স্মরণকারী এবং বিশেষ করিয়া নিজের অতি শোচনীয় হীনতা-স্মরণকারী ভক্তগণের কাতরভাবকে পণ্ডিতগণ 'কার্পণ্য' বলিয়া থাকেন ॥১-২॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-স্বরূপস্য পরমপাবনত্বং, জীবস্য দুর্দ্দৈবঞ্চ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্বরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥৩॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

ভগবন্নাম পরম পবিত্রকারী, কিন্তু জীবের দুর্দ্দৈব-রূপ বাধা—

“হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্যই তোমার ‘কৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দাদি’ বহুবিধ নাম বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো! জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ; তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না” ॥৩॥

উদ্বুদ্ধ-স্বরূপে স্বভাব-কার্পণ্যম্—

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥৪॥

কস্যচিৎ

আত্মার জাগরণে স্বাভাবিক দৈন্য—

হে হরে, তোমার তুল্য পরম করুণাময় আর কেহ নাই এবং আমার অপেক্ষা পরম শোচনীয়দশাগ্রস্তও আর কেহ নাই। হে যদুপতে, এই বিচার করিয়া এই পামরের প্রতি যাহা উচিত হয়, বিধান কর ॥ ৪॥

মায়াবশজীবস্য মায়াধীশকৃপৈকগতিত্বম্—

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥৫॥

শ্রীপ্রহ্লাদস্য

মায়াবশ জীবের মায়াধীশ-কৃপাই একমাত্র গতি—

"দুরিত-দূষিত-মন অসাধু মানস।
কাম-হর্ষ-শোক-ভয়-এষণার বশ।
তব কথারতি কিসে হইবে আমার।
কিসে কৃষ্ণ তব লীলা করিব বিচার" ॥৫॥

কৃষ্ণোন্মুখ চিত্তে বদ্ধভাবস্য দুর্ব্বিলাস-পরিচয়ঃ—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥৬॥

শ্রীপ্রহ্লাদস্য

কৃষ্ণোন্মুখ চিত্তে বদ্ধভাবের দুর্ব্বিলাস-পরিচয়—

"জিহ্বা টানে রস প্রতি উপস্থ কদর্থে।

উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে ॥
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায় ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে বহুপত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা ॥
এমত অবস্থা মোর শ্রীনন্দনন্দন।
কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ” ॥৬॥

পরুষোত্তমসেবা-প্রার্থিনো ভক্তস্য নিজ-লজ্জাকরাযোগ্যতা-নিবেদনম্—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পরুষোত্তম ॥৭॥

কস্যচিৎ

শ্রীপুরুষোত্তম-সেবাপ্রার্থী ভক্তের নিজ-লজ্জাকর অযোগ্যতা-নিবেদন—

“হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎ পরিহারে চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে” ॥৭॥

মঙ্গলময়ভগবন্নামাভাসে পাপিনামাত্মধিক্কারঃ—

ক্ক চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক্ক চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নাম মঙ্গলম্ ॥৮॥

অজামিলস্য

ভগবানের মঙ্গলময় নামাভাসে পাপিগণের আত্মধিক্কার—

"কোথায় আমি—কঞ্চুক, পাপী, ব্রাহ্মণত্বনাশক, নির্ল্লজ্জ; আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের 'নারায়ণ' নাম" ॥৮॥

শ্রীভগবৎকৃপোদয়ে ব্রহ্মবন্ধূনাং দারিদ্র্যমপি ন বাধকম্—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥৯॥

শ্রীসুদাম্নঃ

শ্রীভগবৎকৃপা বিপ্রাধমেরও অযোগ্যতানিরপেক্ষ—

"কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ? অযোগ্য ব্রাহ্মণসন্তান জানিয়াও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়" ॥৯॥

বিধাতুরপি হরিসম্বন্ধি-পশ্বাদিজন্ম-প্রার্থনা—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগোভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥১০॥

শ্রীব্রহ্মণঃ

স্বয়ং বিধাতার হরিসেবানুকূল পশুপক্ষীজন্ম প্রার্থনা—

"এই ব্রহ্ম জন্মেই বা অন্য কোন ভবে।
পশুপক্ষী হয়ে জন্মি তোমার বিভবে ॥

এইমাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে।
থাকি তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে” ॥১০॥

অনন্যশরণেষু মৃগেষ্বপি ভগবৎকৃপা—

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥১১॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য

অনন্যশরণ পশুতেও ভগবানের কৃপা—

“হে অখিলবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ! রামরূপে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের সুরম্য কিরীটাগ্রভাগ দ্বারা আপনার পাদপীঠ বিলুণ্ঠিত হইলেও আপনি তৎ কালে বানরগণের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুরতাং সেই আপনি যে নন্দ মহারাজ, গোপী, বলি প্রভৃতি একান্তাশ্রিত দাসগণের অধীনতা প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে” ॥১১॥

তৎকৃপোপলব্ধমাহাত্ম্যস্য তৎকৈঙ্কর্য্যপ্রার্থনাপি ঔদ্ধত্যবদেব প্রতীয়তে—

ধিগশুচিমবিনীতং নির্দ্দয়ং মামলজ্জং
পরমপুরুষ যোঽহং যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ।
বিধি-শিব-সনকাদ্যৈর্ধ্যাতুমত্যন্তদূরং

তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ ॥১২॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

ভগবৎকৃপায় তন্মাহাত্ম্য-উপলব্ধিতে তৎকৈঙ্কর্য্য-প্রার্থনাও ঔদ্ধত্যবৎ অনুভূত—

অশুচি, অবিনীত, নিষ্ঠুর ও নির্ল্লজ্জ আমাকে ধিক্; যেহেতু স্বেচ্ছাচারী হইয়া, হে পরম পুরুষ, বিধি-শিব-সনকাদি যোগীন্দ্র শ্রেষ্ঠগণেরও ধারণার সুদূরাতীত তোমার কৈঙ্কর্য্য কামনা করিতেছি ॥ ১২॥

উপলব্ধ-স্বদোষ-সহস্রস্যাপি তচ্চরণ-পরিচর্য্যালোভোঽপ্যবার্য্যমাণঃ—

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্ম্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ ॥১৩॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

নিজের সহস্র দোষ থাকিলেও ভক্ত ভগবৎপরিচর্য্যার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না—

হে ভগবন্, মর্য্যাদাজ্ঞানহীন, ক্ষুদ্র, চঞ্চল, অসূয়াপর, অকৃতজ্ঞ, দুরভিমান, কামপরবশ, প্রবঞ্চক, ক্রূর ও পাপাত্মা আমি কিরূপে এই

অপার দুঃখ-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মের পরিচর্য্যা লাভ করিব ॥১৩॥

প্রপন্নস্য প্রপত্তিসামান্যকৃপায়ামপি নিজাযোগ্যতা-প্রতীতিঃ—

ননু প্রযত্নঃ সকৃদেব নাথ
তবাহমস্মীতি চ যাচমানঃ।
তবানুকম্প্যঃ স্মরতঃ প্রতিজ্ঞাং
মদেকবর্জ্জং কিমিদং ব্রতন্তে ॥১৪॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

শরণাগত-মাত্রের প্রতি স্বাভাবিকী ভগবৎকৃপা হইলেও শরণাগতের নিজেকে অযোগ্যবুদ্ধি—

হে নাথ, যে ব্যক্তি তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া "আমি তোমারই" বলিয়া একমাত্র শরণাগত হয়, সেও তোমার কৃপাপাত্র। কেবলমাত্র আমাকেই বর্জ্জন করিয়া কি তোমার এই প্রতিজ্ঞা? ১৪॥

সুস্পষ্টদৈন্যেনাত্মবিজ্ঞপ্তিঃ—

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥১৫॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

সুস্পষ্ট দৈন্যের সহিত আত্মবিজ্ঞপ্তি—

হে মুকুন্দ, ইহলোকে এমন নিন্দিত কার্য্য নাই, যাহা আমি সহস্র সহস্রবার না করিয়াছি। সেই আমি এখন পরিণাম-সময়ে গত্যন্তরহীন হইয়া তোমার সম্মুখে ক্রন্দন করিতেছি ॥১৫॥

অসীমকৃপস্য কৃপায়াঃ শেষসীমান্তর্গতমাত্মানমনুভবতি—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥১৬॥

শ্রীযামুনাচার্য্যস্য

অসীমকৃপাময় ভগবানের কৃপার শেষসীমার মধ্যে আপনাকে অনুভব—

হে ভগবন্, অগাধ, অনন্ত সংসার-সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন আমি চিরকালের নিমিত্ত কূল-ভূমিস্বরূপে তোমারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমিও এতদিনে তোমার দয়াযোগ্য সর্ব্বোত্তম পাত্র লাভ করিয়াছ ॥১৬॥

ভগবদ্ভক্তস্য স্বস্মিন্ দীনত্ববুদ্ধিরেব স্বাভাবিকী, ন তু ভক্তত্ববুদ্ধিঃ—

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্ যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে ॥১৭॥

জগন্নাথস্য

ভগবদ্ভক্তের আপনাকে দীনবুদ্ধিই স্বাভাবিক, ভক্তিবুদ্ধি স্বাভাবিক নহে—

হে যাদবেন্দ্র! তোমার 'দীনবন্ধু' নাম স্মরণ করিয়া পতিত আমি উৎসাহিত হই। কিন্তু তুমি 'ভক্তবৎসল' শ্রবণ করিয়া সম্প্রতি আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে ॥১৭॥

শিববিরিঞ্চ্যাদি-দেবসেব্যে স্বসম্বন্ধলেশাসম্ভাবনয়া নৈরাশ্যম্—

স্তাবকাস্তব চতুর্ম্মুখাদয়ো
ভাবকা হি ভগবন্ ভবাদয়ঃ।
সেবকাঃ শতমখাদয়ঃ সুরা
বাসুদেব যদি কে তদা বয়ম্ ॥১৮॥

ধনঞ্জয়স্য

শিববিরিঞ্চ্যাদি-দেবসেব্য ভগবানে নিজ সম্বন্ধলেশের অসম্ভাবনায় নৈরাশ্যবোধ—

হে ভগবন্, যদি চতুরানন-প্রমুখ তোমার স্তবকারী হইলেন, পঞ্চানন-প্রমুখ দেবগণ তোমার ধ্যানকারী হইলেন, শতক্রতু প্রভৃতি দেবগণ তোমার আজ্ঞাকারী হইলেন, তবে হে বাসুদেব, আমরা তোমার কে? ১৮॥

গৌরাবতারস্যাত্যুৎকৃষ্টফলদত্বমত্যৌদার্য্যত্বঞ্চ বিলোক্য তত্রাতিলোভত্বাদাত্মন্যতিবঞ্চিতত্ববোধঃ—

বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।

বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥১৯॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

শ্রীগৌরাবতারের অত্যুৎকৃষ্ট ফলদাতৃত্ব ও ঔদার্য্য দর্শনে তৎপ্রতি অতিলোভবশতঃ নিজেকে অতিবঞ্চিত বোধ—

আমি বঞ্চিত হইলাম, বঞ্চিত হইলাম, নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হইলাম। সমগ্র বিশ্ব শ্রীগৌরপ্রেমে মগ্ন হইল, হায় আমার ভাগ্যে স্পর্শমাত্রও ঘটিল না ॥১৯॥

শ্রীগৌরসেবারসগৃধ্নজনস্য তদপ্রাপ্ত্যাশঙ্কয়া খেদোক্তিঃ

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥২০॥

শ্রীপ্রতাপরুদ্রস্য

শ্রীগৌরসেবালোলুপজনের তাহা অপ্রাপ্তির আশঙ্কায় খেদোক্তি—

"অদর্শনীয় নীচজাতিগণকেও দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি (শ্রীচৈতন্যদেব) অবতীর্ণ হইয়াছেন?" ২০॥

প্রেমময়-স্ব-নাথাতিবদান্যতোপলব্ধেস্তন্নিত্য-পার্ষদস্য দৈন্যোক্তিঃ

ভবাব্ধিং দুস্তরং যস্য
দয়য়া সুখমুত্তরেৎ।
ভারাক্রান্তঃ খরোঽপ্যেষ
তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥২১॥

শ্রীসনাতনপাদানাং

প্রেমময় নিজনাথের অতিবদান্যতা উপলব্ধিহেতু তৎপার্ষদের দৈন্যোক্তি —

যাঁহার দয়ায় দুস্তর ভব-সমুদ্র সুখে উত্তীর্ণ হয়, এই ভারাক্রান্ত খরও সেই শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিতেছে ॥২১॥

মহাপ্রেমপীযূষবিন্দুপ্রার্থিনঃ স্বদৈন্যানুভূতিঃ—

প্রসারিত-মহাপরেম-পীযূষ-রসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥২২॥

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদানাং

মহাপ্রেমামৃতবিন্দুপ্রার্থীর নিজ দৈন্যানুভূতি—

অনন্ত-প্রসারিত মহাপ্রেমরসামৃতসিন্ধু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবেও যে ব্যক্তি দরিদ্র রহিল, সে বাস্তবিক দরিদ্র ॥২২॥

বিপ্রলম্ভরসাশ্রিতস্য পরমসিদ্ধস্যাপি বিরহদুঃখে হৃদয়োদ্ঘাটনম্—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥২৩॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং

বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত পরমসিদ্ধেরও বিরহদুঃখে হৃদয়োদ্ঘাটন—

"ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?" ২৩॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহে অসহায়বৎ স্বনাথকরুণাকর্ষণম্—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥২৪॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য

শ্রীকৃষ্ণবিরহে অসহায়ভাবে প্রাণনাথের কৃপা আকর্ষণ—

"হে হরি, হে অনাথবন্ধো! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রি সকল আমি কিরূপে যাপন করিব?" ২৪॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনবিরহে তজ্জীবিতেশ্বর্য্যাঃ স্বয়ংরূপায়া অপি দাসীবৎ কার্পণ্যম্—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥২৫॥

শ্রীরাধিকায়াঃ

ব্রজেন্দ্রনন্দনবিরহে তজ্জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধিকারও দাসীবৎ দৈন্যোক্তি—

"হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! তুমি কোথায়? আমি তোমার অতি দীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থা কর" ॥২৫॥

বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণবল্লভানামপি গৃহাসক্তবদ্দৈন্যোক্তিঃ—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥২৬॥

শ্রীগোপিকানাং

শ্রীকৃষ্ণবল্লভা গোপীগণেরও বিরহে গৃহাসক্তবৎ দৈন্যোক্তি—

"গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ, সংসারকূপে পতিতজনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, গৃহসেবী আমাদিগের মনে তাহা উদিত হউন" ॥২৬॥

বিরহকাতরো ভক্ত আত্মনমত্যসহায়ং মন্যতে—

গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্ম্মুখম্ ॥২৭॥

শঙ্করস্য

বিরহকাতর ভক্তের নিজকে অতি অসহায় জ্ঞান—

"এক প্রহর গেল, দুই প্রহর গেল, তিন প্রহরও গেল, দিনও গেল, হায় হায় আমি কি করিব? শ্রীহরিমুখচন্দ্রের দর্শন পাইলাম না" ॥২৭॥

গোবিন্দবিরহে সর্ব্বশূন্যতয়া অত্যনাথবদ্-দীর্ঘদুঃখবোধরূপ-প্রেমচেষ্টা—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥২৮॥

শ্রীশ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

শ্রীকৃষ্ণবিরহে সমস্ত শূন্যবোধহেতু অতি অনাথের ন্যায় দীর্ঘদুঃখবোধরূপ প্রেমচেষ্টা লক্ষিত—

"হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার নিমেষ সকল যুগবৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে" ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণৈকবল্লভায়াস্তদ্বিরহে অনুভূতাখিলপ্রাণচেষ্টা-ব্যর্থতায়া দেহ-যাত্রানির্ব্বাহস্যাপি লজ্জাকরশোচ্যব্যবহারবৎ প্রতীতিঃ—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥২৯॥

কেষাঞ্চিৎ

কৃষ্ণৈকবল্লভার কৃষ্ণবিরহে অখিল প্রাণচেষ্টা ব্যর্থ অনুভূত হওয়ায় নিজ দেহযাত্রাও লজ্জাকর শোচ্য বলিয়া বোধ—

"হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সেবন না করিয়া আমার অখিল ইন্দ্রিয় সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেই সকল পাষাণ ও শুষ্ক কাষ্ঠভার সদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্ল্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইব?" ২৯॥

অতিবিপ্রলম্ভে জীবিতপ্রণয়িন্যা রোদনমপি নিজদম্ভমাত্রত্বেন প্রতীয়তে—

যাস্যামীতি সমুদ্যতস্য বচনং বিশ্রব্ধমাকর্ণিতং
গচ্ছন্ দূরমুপেক্ষিতো মুহুরসৌ ব্যাবৃত্য পশ্যন্নপি।
তচ্ছূন্যে পুনরাগতাস্মি ভবনে প্রাণাস্ত এব স্থিতাঃ
সখ্যঃ পশ্যত জীবিতপ্রণয়িনী দম্ভাদহং রোদিমি ॥৩০॥

রুদ্রস্য

অতি বিরহে জীবিত প্রণয়িনীর রোদনেও নিজের দম্ভমাত্র প্রতীতি—

"যাইতেছি" বলিয়া গমনোদ্যত তাঁহার বাক্য বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে শ্রবণ করিলাম, যাইতে যাইতে দূর হইতে পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরাইয়া অবলোকন করিলেও উহা উপেক্ষা করিলাম, কৃষ্ণশূন্য গৃহে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি এবং আমার প্রাণ এখনও রহিয়াছে; হে সখীগণ! তোমরা দেখ, তাঁহার "প্রাণ-প্রণয়িনী" বলিয়া দম্ভপূর্ব্বক আমি কেমন রোদন করিতেছি ॥৩০॥

লব্ধশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-পরাকাষ্ঠস্য প্রতিক্ষণ-বর্দ্ধমান-তদাস্বাদন-লোলুপতয়া তদপ্রাপ্তিবৎ প্রতীতিঃ; তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেম্ণস্তু সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্যকর-পরমসুদুর্ল্লভপুমর্থত্বঞ্চ সূচিতম্—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥৩১॥

শ্রীশ্রীভবগতশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের চরমাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধমান প্রেমাস্বাদন-লোভহেতু প্রেমের অপ্রাপ্তিবৎ প্রতীতি। এখানে কৃষ্ণ-প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যপ্রদত্ব ও পরম সুদুর্ল্লভ পুরুষার্থত্ব সূচিত—

"হে সখি, কৃষ্ণ আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার

জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা” ॥৩১॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভক্তবচনামৃতান্তর্গতং

কর্পণ্যং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশ্রীভগবদ্বচনামৃতম্

শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপ্রপন্নানাং কৃষ্ণপ্রেমৈককাঙ্ক্ষিণাম্।
সর্ব্বার্ত্ত্যজ্ঞানহৃৎসর্ব্বাভীষ্টসেবাসুখপ্রদম্ ॥১॥
প্রাণসঞ্জীবনং সাক্ষাদ্ভগবদ্বচনামৃতম্।
শ্রীভাগবতগীতাদি-শাস্ত্রাচ্ছংগৃহ্যতেঽত্র হি ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপন্নগণের ও একমাত্র কৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছাকারিগণের সমস্ত আর্ত্তি ও অজ্ঞান-হরণকারী এবং সমগ্র অভীষ্ট সেবাসুখপ্রদানকারী ভক্তপ্রাণসঞ্জীবক সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্যামৃত শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে এখানে সংগৃহীত হইয়াছে ॥১-২॥

শ্রীভগবতঃ প্রপন্ন-ক্লেশহারিত্বম্—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥৩॥

শ্রীনারসিংহে

শ্রীভগবান্ প্রপন্ন ব্যক্তির কষ্ট বিদূরিত করেন—

"হে দেবদেব জনার্দ্দন, হে শরণ! তোমাতে প্রপন্ন হইলাম" এই বলিয়া যে ব্যাক্তি শরণ গ্রহণ করে, তাহাকে আমি ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি ॥৩॥

তস্য সকৃদেব প্রপন্নায় সদাভয়দাতৃত্বম্—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥৪॥

শ্রীরামায়ণে

একবারমাত্র প্রপন্ন হইলে তিনি সর্ব্বকালের জন্য অভয়দানকারী—

"আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও 'তোমার আমি' এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি" ॥৪॥

স চ সাধূনাং পরিত্রাণকর্ত্তা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৫॥

শ্রীগীতায়াম্

তিনি সাদুগণের পরিত্রাণকারী—

"সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশিত হই" ॥৫॥

তস্য প্রার্থনানুরূপ-ফলদাতৃত্বং—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥৬॥

তত্রৈব

প্রার্থনানুরূপ ফলদানকারী—

"হে পার্থ, যিনি আমাকে যে ভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেই ভাবে প্রাপ্য হই; সকল মানবই আমার বর্ত্ম অর্থাৎ মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী" ॥৬॥

বহুদেবযাজিনাং শ্রীকৃষ্ণেতরদেবতা-প্রপত্তির্ভোগাভিসন্ধিমূলৈব—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥৭॥

তত্রৈব

বহুদেবতাযাজিগণের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার প্রপত্তি কেবল ভোগাভিসন্ধিমূলা—

তৎ তদ্‌বাসনা দ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব-ভাবের বশীভূত হইয়া তৎ তন্নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য দেবতাগণের ভজনা করে ॥ ৭॥

তৎসর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্বাজ্ঞানমেব কর্ম্মিণাং বহুদেবযজনে কারণম্—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥৮॥

তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্বের জ্ঞানাভাবই কর্ম্মিগণের বহুদেবতা যাজনের কারণ—

"আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকে 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়; তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিকী উপাসনা বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার বিভূতি বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে" ॥৮॥

তত্র দুর্ম্মতিদুষ্কৃতিমূঢ়তারূপো মায়াপ্রভাব এব কারণম্—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৯॥

তত্রৈব

সেখানে দুর্ব্বুদ্ধি, দুষ্কৃতি ও মূঢ়তারূপ মায়ার প্রভাব মাত্র—

দুষ্কৃতিপরায়ণ মূর্খ নরাধমগণ মায়ামুগ্ধ হইয়া আসুরবৃত্তির আশ্রয়ে আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে না ॥৯॥

দ্বন্দ্বাতীতঃ সুকৃতিমানেব শ্রীকৃষ্ণভজনাধিকারী—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১০॥

তত্রৈব

জড় সুখদুঃখ-অগ্রাহ্যকারী সুকৃতিমান্ ব্যক্তি কৃষ্ণ-ভজনাধিকারী—

যে সমস্ত সুকৃতিমান্ জনের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সুখদুঃখের মোহমুক্ত হইয়া স্থিরবিত্তে আমার ভজনা করেন ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রপত্তিরেব মায়াতরণোপায়ো নান্যঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১১॥

তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণপ্রপত্তিই মায়াতরণোপায়—

"এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়; আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন" ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রপত্তিরেব শুদ্ধজ্ঞান-ফলমিত্যনুভবিতুর্মহাত্মনঃ সুদুর্ল্লভত্বম্—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১২॥

তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণপদপ্রপত্তিই জ্ঞানের ফল,—ইহা অনুভবকারী মহাত্মা সুদুর্ল্লভ—

"জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গপ্রভাবে আমার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত, অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্ল্লভ" ॥১২॥

লব্ধচিৎস্বরূপস্যৈব শ্রীকৃষ্ণে পরা ভক্তিঃ, অতঃ সা নির্গুণা এব—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা
ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু
মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥১৩॥

তত্রৈব

চিৎস্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই শ্রীকৃষ্ণপদে পরা ভক্তি হয়, সুতরাং তাহা নির্গুণ —

"অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, শোক ও বাঞ্ছারহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়" ॥১৩॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এব জ্ঞানিগণমৃগ্য-তুরীয়-ব্রহ্মণো মূলাশ্রয়ঃ—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥১৪॥

তত্রৈব

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিগণমৃগ্য তুরীয় ব্রহ্মের মূল আশ্রয়—

"বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্ব আমিই জ্ঞানীদিগের চরম গতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস, সমুদয়ই এই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে" ॥১৪॥

ঔপনিষৎপুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব যোগিজনমৃগ্যং নিখিল-চিদচিন্নিয়ন্তৃত্বম্—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

তত্রৈব

ঔপনিষৎ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমষ্টি ব্যষ্টিগত সমস্ত চিদচিৎ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপার সম্পাদিত হয়,—যাহা যোগিগণের অনুসন্ধেয়—

"আমিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বর-রূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান এবং স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মমাত্র নই; কিন্তু জীবহৃদয়স্থিত কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নই; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গল-বিধাতৃস্বরূপ জীবের উপদেষ্টা আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ" ॥১৫॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমেব গন্তব্যং, তচ্চ জ্ঞানিনামনাবৃত্তিকারকং যোগিনামাদিচৈতন্যস্বরূপং কর্ম্মণাঞ্চ কর্ম্মফল-বিধায়কম্—

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥১৬॥

তত্রৈব

বিষ্ণুর পরম পদই গন্তব্যস্থান, যাহা জ্ঞানিগণের অনাবৃত্তিকারক, যোগিগণের পরম পুরুষ এবং কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল বিধানকারী—

অনন্তর বিষ্ণুর সেই পরমপদ অন্বেষণীয়; সেখানে গমন করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। যাঁহা হইতে অনাদি সংসার বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করি ॥১৬॥

অবিদ্যানির্ম্মুক্তাঃ সম্পূর্ণজ্ঞা এব লীলাপুরুষোত্তমং শ্রীকৃষ্ণমেব নিখিলভাবৈর্ভজন্তে—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৭॥

তত্রৈব

অবিদ্যামুক্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি-নিখিল-রসে ভজনকারী—

হে ভারত, যে ব্যক্তি মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া আমাকে এইরূপ পরুষোত্তমরূপে জনেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতোভাবে আমার সেবা করিয়া থাকেন ॥১৭॥

কর্ম্মজ্ঞানধ্যানযোগিনামপি (তত্তদ্ভাবং ত্যক্ত্বা) যে মচ্চিচ্ছক্তিগত-শ্রদ্ধামাশ্রিত্য ভজন্তে ত এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠাঃ—

যোগিনামপি সর্ব্বোষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥১৮॥

তত্রৈব

কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী প্রভৃতির মধ্যে যাঁহারা (সেই সেই ভাব ত্যাগ করিয়া) আমার স্বরূপশক্তিগত শ্রদ্ধাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমার ভজন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

সর্ব্বপ্রকার যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গতবিত্তে আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে আমার সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী ॥১৮॥

নিরবচ্ছিন্নপ্রেমভক্তিযাজিনো মৎপার্ষদা এব পরমশ্রেষ্ঠাঃ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥১৯॥

তত্রৈব

নিরবচ্ছিন্ন প্রেমভক্তি সহকারে সেবনকারী আমার পার্ষদগণই পরমশ্রেষ্ঠ —

"নির্গুণ-শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যিনি আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্তই সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" ॥১৯॥

শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ংরূপত্বং সর্ব্বাংশিত্বং সর্ব্বাশ্রয়ত্বং চিদ্বিলাসময়ত্বঞ্চ—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥২০॥

তত্রৈব

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয় ও চিদ্বিলাসী—

"হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ বিষ্ণুরূপী আমাতে প্রোতরূপে অবস্থান করে" ॥২০॥

স্বয়ংরূপস্য স্বরূপশক্তিপ্রবর্ত্তনামাশ্রিত্য রাজভজনমেব পরমপাণ্ডিত্যম্—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥২১॥

তত্রৈব

স্বয়ংরূপের স্বরূপশক্তির প্রবর্ত্তনা অবলম্বন করিয়া রাগভজনই (রাধাদাস্যাদিই) শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা—

"অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি স্থান বলিয়া আমাকে জানিও;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ-ভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত।" (ভাব ভজনে প্রবৃত্তজন যে কালে নিখিল ভজনপ্রবাহেরও মূল উৎসরূপে স্বয়ংরূপকে দর্শন করেন, তখন মধুর রসে পূর্ণ-ভজন-প্রবর্ত্তনারূপ স্বরূপশক্তির বা মহাভাব-স্বরূপার আনুগত্যের আবশ্যকতায় শ্রীরাধাদাস্য লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভজনপ্রবর্ত্তনাও শ্রীকৃষ্ণশক্তি—এইরূপ নিত্য

বিচার বা ভাবের আশ্রয়ে ভজনই গৌড়ীয়ের গুরুদাস্য বা মধুর রসে শ্রীরাধাদাস্য) ॥২১॥

মদর্পিতপ্রাণা মদাশ্রিতাঃ পরস্পরং সাহায্যেন মদালাপন-প্রসাদ-রমণাদিসুখং নিত্যমেব লভন্তে—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥২২॥

তত্রৈব

আমাতে সমর্পিতপ্রাণ, আমার আশ্রিত সেবকসেবিকাগণ পরস্পর সাহচর্য্যে যথাযথভাবে মৎসম্বন্ধীয় আলাপ, প্রদাস ও রমণাদি সুখ লাভ করিয়া থাকের—

"এতাদৃশ অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ :—তাঁহারা বিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করতঃ পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গ ব্রজরসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণসুখ লাভ করিয়া থাকেন" ॥২২॥

***ভাবসেবৈব ভগবদ্বশীকরণে সমর্থা—**

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৩॥

তত্রৈব

ভাবসেবাই ভগবদ্বশীকরণে সমর্থা—

"প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যাহা যাহা দেন, তাহাই আমি অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক স্বীকার করি" ॥২৩॥

কৃষ্ণৈকভজনশীলস্য তৎপ্রভাবেন বিধূয়মানান্যভদ্রাণি দুরাচার-বদ্দৃষ্টান্যপি দুরভিসন্ধিমূলকবন্ন গর্হণীয়ান্যপি চ স্বরূপতস্তদেক-ভজনস্য পরমাদ্ভুতমাহাত্ম্যাৎ সঃ সাধুরেব—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥২৪॥

তত্রৈব

অনন্যভাবে কৃষ্ণভজনকারীর ভজনপ্রভাবে বিধূয়মান অভদ্রসমূহ দুরাচারবৎ দৃষ্ট হইলেও উহা দুরভিসন্ধিজাতের ন্যায় গর্হণীয় নহে; পরন্তু তাঁহার অনন্যভজনের স্বাভাবিক পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্যহেতু তিনি সাধুই—

"যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে; যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর" ॥২৪॥

শোধনপ্রক্রিয়াজাত-মলনিঃসারণস্য, মলিনবস্তুনঃ স্বাভাবিক-মল-বিচ্ছুরণের সহ ন কদাপ্যেকত্বম্; তাদৃগ্ ভক্তঃ ক্ষিপ্রং শুধ্যতি, ন কদাপি নশ্যতীতি পরমাশ্বাসপ্রদত্বম্—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥২৫॥

তত্রৈব

শোধনপ্রক্রিয়াজাত-মলনিঃসারণ এবং মলিন বস্তুর স্বাভাবিক-মলবিচ্ছুরণ—ইহারা কখনও এক নহে। তাদৃশ ভক্ত শীঘ্র শুদ্ধ হয়, কখনও নষ্ট হয় না, ইহা পরমাশ্বাসপ্রদ—

"হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। তাঁহার অধর্ম্মাদি প্রথম অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনা বশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই ভজনপ্রাতিকূল্যবাধক অনুতাপরূপ হরিস্মৃতি দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্য-ধর্ম্মরূপ স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিজনিত পাপ-পুণ্য-বন্ধন হইতে পরমা শান্তি লাভ করিবেন" ॥২৫॥

ঘনীভূতবিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিমাশ্রিত্য তামসপ্রকৃতয়োঽপি পরমাং গতিং লভন্তে —

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥২৬॥

তত্রৈব

ঘনীভূত বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে তামস প্রকৃতি জীবগণও পরমগতি লাভ করে—

“হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য-ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতিবন্ধক নাই” ॥২৬॥

বদ্ধজীবানাং প্রকৃতিযন্ত্রিতত্বং ঈশ্বরস্যোভয়নিয়ামকত্বঞ্চ—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥২৭॥

তত্রৈব

বদ্ধজীবসমূহ প্রকৃতির অধীন, কিন্তু ঈশ্বর উভয়েরই নিয়ামক—

“সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগরে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণা-দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে” ॥২৭॥

শুদ্ধজীবানামণুচৈতন্যস্বরূপত্বাৎ সসীমস্বতন্ত্রতায়াঃ সদ্ব্যবহারেণ পরেশাশ্রয়ে পরাশান্তিঃ—

তমেব শরণং গচ্ছ
সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং
স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥২৮॥

তত্রৈব

শুদ্ধজীবগণ অণুচৈতন্য-স্বরূপহেতু সসীম স্বতন্ত্রতাপ্রাপ্ত, ঐ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার দ্বারা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরাশান্তি লাভ করে —

"হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে" ॥২৮॥

ভক্তবান্ধবস্য ভগবতঃ পরমমর্ম্মোপদেশঃ—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥২৯॥

তত্রৈব

ভক্তবান্ধব শ্রীভগবানের পরম মর্ম্মোপদেশ—

"গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বরজ্ঞান' তোমাকে বলিলাম; এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই

গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদয় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি” ॥২৯॥

পরমমাধুর্য্যমূর্ত্তেঃ কামদেবস্য কাম-সেবানুশীলনমেব নিশ্চিতং সর্ব্বোত্তমফলপ্রাপ্তিঃ—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৩০॥

তত্রৈব

পরমমাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীকামদেবের প্রেম-ভজনই (অপ্রাকৃত কামময়) নিশ্চিত সর্ব্বোত্তম ফলপ্রাপ্তি—

“ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর; আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি” ॥৩০॥

নিখিলধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপরিত্যাগেনাদ্বয়জ্ঞানস্বরূপস্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনৈকবিগ্রহস্য পাদপদ্মশরণাদেব সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক সর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তিঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৩১॥

তত্রৈব

সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ দ্বারাই সর্ব্বাপচ্ছান্তি ও সর্ব্ব-সম্পৎপ্রাপ্তি হয়—

"ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না" ॥৩১॥

শ্রীহরেরেব সর্ব্বসদসজ্জগৎকারণত্বম্—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীহরিই সদসৎ নিখিল জগতের কারণস্বরূপ—

"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথক্-রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব" ॥৩২॥

নিখিল-সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক-বেদজ্ঞানং তস্মাদেব—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥৩৩॥

তত্রৈব

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক সমস্ত বেদ-জ্ঞান তাঁহা হইতেই আগত—

"বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর" ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণাত্মকধর্ম্মময়মেব বেদজ্ঞানং তস্মাদ্ব্রহ্মণাধিগতম্—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥৩৪॥

তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণাত্মক ধর্ম্মজ্ঞানই তাঁহা হইতে ব্রহ্মা পাইলেন—

"বেদবাণীতে মদীয় স্বরূপভূত যে ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালধর্ম্মে প্রলয়-সময়ে অন্তর্হিত হইলে সৃষ্টির আদিতে আমি ব্রহ্মাকে উহা উপদেশ করিয়াছিলাম" ॥৩৪॥

পরমানন্দস্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণাপ্তিরেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সুখপ্রাপ্তিঃ—

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥৩৫॥

তত্রৈব

পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখলাভ—

"হে সভ্য, যিনি আমাতে সমর্পিতাত্ম হইয়া অপর সমস্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে পরমানন্দস্বরূপ আমি যে সুখ প্রদান করি, বিষয়িগণ তাহা কোথায় পাইবে?" ৩৫॥

কর্ম্মযোগাদিলভ্যং ফলং বাঞ্ছতি চেৎ প্রাপ্নোত্যেব কৃষ্ণভক্তঃ—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥৩৬॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥৩৭॥

তত্রৈব

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিলভ্য বিষয় আকাঙ্ক্ষা করিলে ভক্ত সমস্তই প্রাপ্ত হন—

"কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃ-সাধনসমূহ দ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি, বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন" ॥৩৬-৩৭॥

ঐকান্তিকা দীয়মানমপি কৈবল্যাদিকং ন বাঞ্ছন্তি—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥৩৮॥

তত্রৈব

ঐকান্তিক ভক্তগণ দীয়মান কৈবল্যাদিও ইচ্ছা করেন না—

ধীর ও সাধুপ্রকৃতি আমার ঐকান্তিক ভক্তগণ, আমি দিতে চাহিলেও, আত্যন্তিক কিছুই গ্রহণ করেন না ॥৩৮॥

কৈবল্যাচ্ছ্রেয়ঃ সালোক্যাদিকমপি নেচ্ছন্তি—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥৩৯॥

তত্রৈব

কৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ সালোক্যাদিও ইচ্ছা করেন না—

“আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্ত যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন মায়িক ভোগ ও সাযুজ্য মুক্তি,—যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বরে নষ্ট হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন? সাযুজ্য-মুক্তি দ্বারা জীবের সত্তা কাল-কবলে পতিত হয়। অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য-মুকতি ইহাদের স্থায়িত্ব নাই” ॥৩৯॥

প্রবলা ভক্তিরেব ভগবদ্বশীকরণসমর্থা, ন হি যোগজ্ঞানাদয়ঃ—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৪০॥

তত্রৈব

প্রবলা ভক্তিই ভগবান্‌কে বশীকরণে সমর্থ, যোগ-জ্ঞানাদি নহে—

“হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্ব-শাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না” ॥৪০॥

কৃষ্ণভক্তিঃ শ্বপাকানপি জন্মদোষাৎ পুনাতি—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥৪১॥

তত্রৈব

কৃষ্ণভক্তি চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে—

"সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্যশ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠ-চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে" ॥৪১॥

প্রবলা ভক্তিরজিতেন্দ্রিয়ানপি বিষয়ভোগাদুদ্ধরতি—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥৪২॥

তত্রৈব

প্রবলাভক্তি অজিতেন্দ্রিয়গণকেও বিষয়ভোগ হইতে উদ্ধার করেন—

"ভক্ত্যাশ্রিত ব্যক্তির পূর্ব্বাভ্যস্ত অজিতেন্দ্রিয় মন কিছুদিন বিষয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। ভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তি-প্রাগল্‌ভ্য যত বৃদ্ধি হয়, ততই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিপ্রবলতাক্রমে বিষয়ে অভিভূত হন না। ভবে যে কেহ কেহ পতিত হয়, সে কেবল কপটতার ফল" ॥৪২॥

লব্ধ-শুদ্ধভক্তি-বীজস্য নির্ব্বিণ্ণস্যানুভূতদুঃখাত্মককাম-স্বরূপস্যাপি তৎ-ত্যাগাসামর্থ্যগর্হণশীলস্য তত্র নিষ্কপট-নিষ্ঠাপূর্ব্বক-যাজিত-ভক্ত্যঙ্গস্য ভক্তস্য শনৈর্ভগবান্ হৃদয়োদিতঃ সন্ নিখিলা-বিদ্যাতৎ কার্য্যাণি চ বিধ্বংসয়ন্নিরবচ্ছিন্ন-নিজ-চিন্ময়-বিলাস-ধামৈবাবিষ্করোতি—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥৪৩॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥৪৪॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥৪৫॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥৪৬॥

তত্রৈব

শুদ্ধভক্তিবীজপ্রাপ্ত, নির্ব্বিণ্ণ, কামসমূহের দুঃখময়স্বরূপ অনুভব করিয়াও উহা পরিত্যাগে নিজ অসামর্থ্যের নিন্দন করিতে করিতে নিষ্কপট নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনকারী ভক্তের হৃদয়ে উদিত হইয়া ভগবান্ তাঁহার সমুদায় অবিদ্যা ও তাঁহার ফলসমূহ ধ্বংস করিয়া নিজ চিদ্‌বিলাস-স্বরূপ প্রকাশ করেন—

"আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিসকল কর্ম্মফল-নির্ব্বিণ্ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কাম পরিত্যাগে অশক্ত, তথাপি কামকে চরমে দুঃখাত্মক জানিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিবেন" ॥৪৩॥

"শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে ভজন করিতে থাকিবেন। দুঃখই ইহার উদর্ক অর্থাৎ চরম ফল,—এরূপ জানিয়া সেই

কামকে নিন্দ করিতে করিতে স্বীকার করিবেন, এই কার্য্য নিষ্কপট হইলে আমি কৃপা করি” ॥৪৪॥

“পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদিজাত কামসকলকে সমূলে নাশ করি” ॥৪৫॥

“তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্টি হইলে সমুদয় কর্ম্মক্ষয় হয়” ॥৪৬॥

জ্ঞানবৈরাগ্যাদীনাং কদাচিৎ শুদ্ধভক্তিবাধকত্বমতো ন ভক্ত্যঙ্গত্বম্—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য
যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৪৭॥

তত্রৈব

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি কখন কখন শুদ্ধভক্তির বাধাকারী, সুতরাং ভক্তির অঙ্গ নহে—

সাধনভক্তদিগের জ্ঞান-বৈরাগ্য-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, আমাকে আত্মভাবে আমার ভক্তিযুক্ত যোগী-ব্যক্তি ভজন করেন। তাহাতে জ্ঞান বা বৈরাগ্যচেষ্টা দ্বারা প্রায় শ্রেয়ঃ হয় না ॥৪৭॥

শ্রদ্ধায়া এব কেবলভক্ত্যধিকারদাতৃত্বং ন জাত্যাদেঃ—

কেবলেন হি ভাবেন
গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ
সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥৪৮॥

তত্রৈব

শ্রদ্ধাই কেবলা ভক্তিতে অধিকার দেন, জাতি প্রভৃতি নহে—

"হে উদ্ধব! কেবল ভাবের দ্বারাই গোপীগণ, গাভীগণ, নগ-মৃগগণ ও মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ সিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই আমাকে লাভ করিয়াছে। (এখানে সাধনসিদ্ধা গোপী প্রভৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে)" ॥৪৮॥

শাস্ত্রবিহিতস্বধর্ম্মত্যাগেনাপি ভগবদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যম্—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥৪৯॥

তত্রৈব

শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াও হরিভজনই কর্ত্তব্য—

"ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচার পূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সাধু)" ॥৪৯॥

সর্ব্বজীবাবতারাণামপ্যাত্মস্বরূপঃ স্বয়ংরূপো ব্রজকিশোর এব সকলস্বরূপবৃত্তি-রস-সমাহার-মধুরভাবেন শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত-পতিদেবতাদিনিষ্ঠাপরিত্যাগেনৈব তৎক্রীড়া-পুত্তলিকৈরিব জীবৈঃ কাম-রূপানুগত্যেন ভজনীয়ঃ। নিখিল-ক্লেশদুষ্টাসুরসমাজপতিপুৎত্রাদি-ভয়াৎ স রক্ষিষ্যত্যেব—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য
চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ
শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥৫০॥
মামেকমেব শরণ-
মাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন
ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥৫১॥

তত্রৈব

সমস্ত জীব ও অবতারগণেরও আত্মস্বরূপ স্বয়ংরূপ ব্রজ-কিশোরেরই বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত পতি ও দেবতাদির প্রতি নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াই

আত্মবৃত্তিরূপ রসসমূহের সমাহারস্বরূপ মধুররসে কামরূপানুগত হইয়া তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় ভজন করিতে হইবে। সমস্ত ক্লেশ, অসুর, সমাজ ও পতিপুৎত্রাদিভয় হইতে তিনি নিশ্চিত রক্ষা করেন—

"হে উদ্ধব! তুমি বেদের প্রেরণা-বাক্য ও স্মৃতির প্রতি-প্রেরণা পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদেহিগণের আত্মা-স্বরূপ আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনন্য-শরণাপত্তি কর। সর্ব্বতোভাবে তাহা করিতে পারিলে আমাতে অবস্থিত হইয়া অকুতোভয় হইবে ॥৫০-৫১॥

জীবানাং ত্যক্তভুক্তিমুক্তিদেবতান্তরাপ্তিস্পৃহানাং গৃহীত-শ্রীকৃষ্ণানুগত্যময়জীবনানামেব নিত্যস্বরূপসিদ্ধিস্তদন্তরঙ্গ-শ্রীরূপানুগভজন-পরিকরত্বঞ্চ সম্পদ্যতে—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
মমাত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৫২॥

তত্রৈব

ভুক্তি, মুক্তি ও দেবতান্তর-প্রাপ্তিস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাবরণকারী জীবসমূহেরই নিত্যস্বরূপ লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শ্রীরূপানুগ কৈঙ্কর্য্যসিদ্ধি—

“মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রসভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হন” ॥৫২॥

স্ব-প্রিয়পরিকরেণ বিনা শ্রীভগবতোঽপ্যাত্মসত্তায়ামপ্যনভিলাষঃ—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥৫৩॥

তত্রৈব

ভগবান্ও নিজপ্রিয়পরিকরশূন্য জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন না—

“হে ব্রাহ্মণবর! যাঁহাদেব আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না” ॥৫৩॥

অনন্যভজনমেব শ্রীভগবতো ভক্তানাঞ্চ পরস্পরং ত্যাগাসহনে কারণম্ —

যে দারাগারপুৎত্রাপ্ত-
প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ
কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥৫৪॥

তত্রৈব

অনন্যভজনই শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তগণের পরস্পর ত্যাগ-অসহনের কারণ—

যাহারা গৃহ, পুৎত্র, কলত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ কিরূপে হইবে? ৫৪॥

মধুর-রসস্যৈব শ্রীহরিবশীকরণে মুখ্যত্বং তত্রাধিষ্ঠিতস্য দর্শনমেব সম্পূর্ণ-দর্শনম্—

মযি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ
সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা
সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥৫৫॥

তত্রৈব

মধুর রসই শ্রীহরিবশীকরণে মুখ্য ও তদাশ্রিতের দর্শনই সম্পূর্ণ দর্শন —

সুশীলা ভার্য্যা যেরূপ সৎ পতিকে বশীভূত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাতে সমাসক্তচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন ॥৫৫॥

শ্রীলীলাপুরুষোত্তমস্য স্বেচ্ছাকৃত-স্বাশ্রয়-বিগ্রহগণানুগত্যময়-নিজ-নিত্য-ব্রজ-বাস্তব-মূল-পরিচয়- প্রকাশে প্রীতিতত্ত্বস্যৈব মৌলিকত্বাৎ, ন্যায়াদ্যস্য তদাশ্রিতত্বং তদধীনত্বঞ্চ, দ্বিজস্য হরিভক্তবশ্যত্বঞ্চ প্রকাশিতম্—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥৫৬॥

তত্রৈব

লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বেচ্ছাকৃত নিজ আশ্রয়-বিগ্রহগণের আনুগত্যময় নিজ নিত্য বাস্তব মূল পরিচয়ের প্রকাশে প্রীতিতত্ত্বেরই মৌলিকত্ব-হেতু ন্যায়াদির তদাশ্রিত-স্বরূপ-হেতু প্রেমাধীনত্ব ও দ্বিজের হরিভক্তবশ্যতা প্রকাশিত হইল—

হে দ্বিজ! আমি ভক্তাধীন, অতএব অস্বতন্ত্রের ন্যায়, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে; ভক্তের কথা কি, ভক্তের অনুগত জনও আমার প্রিয় ॥৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্নেষু ত্যক্তাখিলস্বজনস্বধর্ম্মেষু তৎপাদৈক-রতেষু তদ্বিরহকাতরেষু শ্রীভগবতো নিজ-নাম-প্রেম-পরিকর-বিগ্রহ-লীলারসপ্রদানেন পরমাত্মীয়বৎ পরিপালন-প্রতিশ্রুতিরূপা পরমাশ্বাসবাণী—

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং
প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ।

যে ভ্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ
মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥৫৭॥

তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণপদে প্রপন্ন, তাঁহার জন্য সমস্ত স্বজন ও স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগকারী, তাঁহার সেবানিরত বিরহকাতর ভক্তগণের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের নিজ নাম, প্রেম, পরিকর, দেহ, লীলারস প্রদানের দ্বারা পরমাত্মীয়ের ন্যায় প্রতিপালন-প্রতিশ্রুতিরূপ পরম আশ্বাসবাণী—

প্রপন্নজনের আর্ত্তিহরণকারী ভগবান্ শ্রীহরি সেই প্রিয়তমকে (দূতরূপী উদ্ধবকে) কহিলেন—

"যাঁহারা আমার জন্য ধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে পালন করিয়া থাকি" ॥৫৭॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে শ্রীভগবদ্বচনামৃতং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

দশমোঽধ্যায়ঃ

অবশেষামৃতম্

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥১॥

ভাঃ ১২।১২।৪৮

"ভগবান্ শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন বা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে তিনি মানবগণের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া, সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার-রাশি এবং প্রবল বায়ু মেঘরাশি বিনষ্ট করে, সেইরূপ যাবতীয় দুঃখ দূরীকৃত করিয়া থাকেন" ॥১॥

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং

তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥২॥

ভাঃ ১২।১২।৪৯

“যাহাতে অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না, তাদৃশ অসৎকথাপূর্ণ মিথ্যাবচনরাশি অসৎ। যাহাতে ভগবদ্গুণরাশির অভ্যুদয় হয়, তাদৃশ বাক্যই সত্য, তাহাই মঙ্গলপ্রদ এবং তাহাই পুণ্যজনক জানিতে হইবে” ॥২॥

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥৩॥

ভাঃ ১২।১২।৫০

“যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির যশঃ অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হন, তাহাই নব নবায়মানরূপে রুচিপ্রদ, রম্য, চিত্তমহোৎসবজনক ও শোকসমুদ্রবিনাশক হইয়া থাকে” ॥৩॥

ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥৪॥

ভাঃ ১২।১২।৫১

“যে বাক্য বিচিত্র পদকদম্ব-সমন্বিত হইয়াও কদাচিৎ শ্রীহরির জগৎপবিত্র যশঃ বর্ণন করে না, তাদৃশ বাক্য কাকতুল্য অসারগ্রাহী মানবগণেরই রতিজনক, পরন্তু জ্ঞানিগণসেবিত নহে। যেগেতু বিমলচিত্ত সাধুগণ ভগবদ্-গীতিযুক্ত বাক্যেই রতিযুক্ত হইয়া থাকেন” ॥ ৪॥

যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥৫॥

ভাঃ ১২।১২।৫৪

“বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শাস্ত্রশ্রবণাদিবিষয়ক পরিশ্রম কেবলমাত্র যশঃ ও ঐশ্বর্য্যেরই কারণস্বরূপ, পরন্তু গুণানুবাদ শ্রবণাদর প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্মযুগলের অবিস্মরণ-রূপ মহাফল লাভ হইয়া থাকে” ॥৫॥

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং

সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৬॥

ভাঃ ৩।১৫।৪৩

"সেই অরবিন্দনেত্র ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু (চতুঃসনের) নাসিকারন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিল" ॥৬॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৭॥

ভাঃ ১।৭।১০

আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এইরূপ বাসনাগ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেননা, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে ॥৭॥

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥৮॥

ভাঃ ২।৮।৪

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ চরিত্র-শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে অচিরকাল-মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥৮॥

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥৯॥
ভাঃ ১।১।৩

"এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল শুকদেবের মুখামৃত-দ্রবসংযুক্ত। হে রসিকসকল, এই রসস্বরূপ ফলকে সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুকসকল, রসতত্ত্বে পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্ন ভাব যাবৎ না হয়, তাবৎ এই জগতে (অপ্রাকৃত ভাবুকরূপে) ভাগবতের আস্বাদন কর। নিমগ্ন হইলেও এই পরম রস আবার নিত্যই পান করিতে থাকিবে" ॥৯॥

উপক্রমামৃতঞ্চৈব শ্রীশাস্ত্রবচনামৃতম্।
ভক্তবাক্যামৃতঞ্চ শ্রীভগবদ্বচনামৃতম্ ॥১০॥
অবশেষামৃতঞ্চেতি পঞ্চামৃতং মহাফলম্।
ভক্তপ্রাণপ্রদং হৃদ্যং গ্রন্থেঽস্মিন্ পরিবেশিতম্ ॥১১॥

এই গ্রন্থে উপক্রমামৃত, শ্রীশাস্ত্রবচনামৃত, শ্রীভক্তবচনামৃত, শ্রীভগবদ্বচনামৃত এবং অবশেষামৃত নামক ভক্তগণের প্রাণপ্রদ ও হৃদয়রঞ্জন মহাফল পঞ্চামৃত পরিবেশিত হইল ॥১০-১১॥

শ্রীচৈতন্যহরেঃ স্বধামবিজয়াচ্চাতুঃশতাব্দান্তরে

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদনন্দনমতঃ কারুণ্যশক্তির্হরেঃ।
শ্রীমদ্গৌরকিশোরকান্বয়গতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনৈঃ
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতিবিদিতশ্চাপ্লাবয়দ্ভূতলম্ ॥১২॥

শ্রীচৈতন্য-হরির স্বধামবিজয়ের চারি শতাব্দের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনন্দবিধায়করূপে মানিত ও শ্রীল গৌরকিশোর বাবাকী মহারাজের শ্রৌতান্বয়গত শ্রীকৃষ্ণের করুণাশক্তির অবতার 'শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে বিশ্ববিখ্যাত কোন মহাজন বিপুল শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা এই পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥১২॥

সৌভাগ্যাতিশয়াৎ সুদুর্ল্লভমপি হ্যস্যানুকম্পামৃতং
লব্ধোদারমতেস্তদীয়করুণাদেশঞ্চ সঙ্কীর্ত্তনৈঃ।
সৎসঙ্গৈর্লভতাং পুমর্থপরমং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত-
মিত্যেষ ত্বনুশীলনোদ্যম ইহেত্যাগশ্চ মে ক্ষম্যতাম্ ॥১৩॥

অতিশয় সৌভাগ্যহেতু সুদুর্ল্লভ হইলেও উদারমতি এই মহাপুরুষের অনুকম্পামৃত লাভ করিয়া এবং "সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা পরম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করুন" এইরূপ কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এখানে এই অনুশীলনচেষ্টা; ইহাতে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥১৩॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবৎপদাম্বুজমধুস্বাদোৎসবৈঃ ষট্পদৈ-
র্নিক্ষিপ্তা মধুবিন্দবশ্চ পরিতো ভ্রষ্টা মুখাদ্গুঞ্জিতৈঃ।
যত্নৈঃ কিঞ্চিদিহাহৃতং নিজপরশ্রেয়োঽর্থিনা তন্ময়া
ভূয়োভূয় ইতো রজাংসি পদসংলগ্নানি তেষাং ভজে ॥১৪॥

শ্রীশ্রীভগবৎপাদপদ্মের মধুপানোৎসবে মত্ত ভৃঙ্গগণের (হরিগুণ-গান-রূপ) গুঞ্জনের সহিত মুখচ্যুত মধুবিন্দুসমূহ চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। উহার কিঞ্চিৎ বহু যত্নে নিজ পরম মঙ্গলের নিমিত্ত এস্থানে সংগৃহীত হইল। আমি এস্থান হইতে ঐ মহাত্মাগণের চরণসংলগ্নরেণুসমূহ পুনঃ পুনঃ ভজনা করি ॥১৪॥

গ্রন্থার্থং জড়ধীহৃদি ত্বিহ মহোৎসাহাদিসঞ্চারণৈ-
র্যৈষাঞ্চাত্র সতাং সতীর্থসুহৃদাং সংশোধনাদ্যৈশ্চ বা।
যেষাঞ্চাপ্যধমে কৃপা ময়ি শুভা পাঠাদিভির্বান্যথা
সর্ব্বেষামহমত্র পাদকমলং বন্দে পুনর্বৈ পুনঃ ॥১৫॥

এই গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্যে আমার যে-সমস্ত সতীর্থ সুহৃদ্বৃন্দ ও সজ্জনগণ জড়মতি আমার এই হৃদয়ে উৎসাহ-সঞ্চারাদি দ্বারা বা এই গ্রন্থের সংশোধনাদি দ্বারা অথবা ইহার অধ্যয়নাদি দ্বারা বা অন্য যে

কোন প্রকারে তাঁহাদের মঙ্গলময় কৃপা এই অধম জনে বিস্তার করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের সকলের শ্রীপাদপদ্ম আমি এই স্থানে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি ॥১৫॥

গৌরাব্দে জলধীষুবেদবিমিতে ভাদ্রে সিতা সপ্তমী
তত্র শ্রীললিতাশুভোদয়দিনে শ্রীমন্নবদ্বীপকে।
গঙ্গাতীরমনোরমে নবমঠে চৈতন্যসারস্বতে
সদ্ভিঃ শ্রীগুরুগৌরপাদশরণাদ্গ্রন্থঃ সমাপ্তিং গতঃ ॥১৬॥

চারিশত সপ্তপঞ্চাশৎ (৮৫৭) গৌরাব্দে ভাদ্র মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীললিতাদেবীর শুভপ্রকট বাসরে শ্রীধাম নবদ্বীপে গঙ্গাতটে শ্রীচৈতন্যসারস্বত নামক মনোরম নূতন মঠে সৎসঙ্গে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মস্মরণে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ॥১৬॥

ইতি শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে অবশেষামৃতং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ
শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু

গ্রন্থকারের রচিত কতিপয় স্তব-রত্ন

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্ ।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্ ।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং

বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্ ।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্ ।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্ ।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্ ।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৭॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং

ধরণীভরহারক-গৌরজনম্ ।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকের বঙ্গানুবাদ

কোটি কোটি সুজনকর্ত্তৃক আরাধিত শ্রীপাদপদ্মযুগ, (কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ) যুগধর্ম্মসংস্থাপক, (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) পাত্ররাজ, (নিখিল জীবের) ভয়হরণকারিগণের মনোঽভীষ্টপ্রদাতা সর্ব্বপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১॥

ভজনসমৃদ্ধ সুজনগণের অধিপতি, পতিতজনের প্রতি অধিক করুণাময় ও তাঁহাদের একমাত্র গতি এবং কঞ্চকগণের বঞ্চনাকারী গতিবিশিষ্ট অচিন্ত্যচরণে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২॥

অতি কোমল সুবর্ণবর্ণ দীর্ঘতনুকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার তনু কর্ত্তৃক স্বর্ণময় মৃণালের মত্ততা নিন্দিত হইতেছে । কোটি কোটি মদন কর্ত্তৃক বন্দিত নখচন্দ্রসমূহ যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভা বিস্তার করিতেছে, আমার প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৩॥

তারকরঞ্জন চন্দ্রের ন্যায় যিনি নিজ সেবকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন, ভক্তিদ্বেষিগণ যাঁহার হুঙ্কারে বিদ্রাবিত হয় এবং নিরীহ জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম বরণ করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৪॥

যিনি শ্রীগৌরধামের বিপুল বৈভবশোভা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবদান্যতার কথা যিনি নিখিল ভুবনে বিঘোষিত করিয়াছেন এবং নিজ কৃপাভাজন জনের হৃদয়ে যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৫॥

যিনি গৌরাশ্রিত জনগণের নিত্য আশ্রয়স্থল ও গজদ্‌গুরু, যিনি নিজ গুরু শ্রীগৌরকিশোরের সেবাপরায়ণ এবং যিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধমাত্রে পরমাদরবিশিষ্ট, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৬॥

যিনি শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাথের কীর্ত্তিকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাঁহাকে পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্নতনু বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি শ্রীল

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৭॥

জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি মূর্ত্তিমান্ হরিকীর্ত্তন-স্বরূপে প্রকাশিত, ধরণীর অপরাধভার-বিদূরণকারী শ্রীগৌরপার্ষদ এবং জীবের প্রতি জনকাপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যের সুকোমল আকরকে আমি প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৮॥

শরণাগত কিঙ্করগণের (অভীষ্টপ্রদানে) যিনি কল্পতরুসদৃশ, কৃষ্ণকেও ধিক্কারকারী যাঁহার বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা এবং বরদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও যাঁহার দিব্য শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৯॥

পরমহংসকুলতিলক, পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তিক যিনি অধিপতি, পতিতকুলের উদ্ধার নিমিও যিনি যতিবেশ (ভিক্ষুবেশ) ধারণকারী এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা

করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১০॥

যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরম প্রিয় অনুচর, যাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্যের অভিমান করিতেছি, সেই অদ্ভুত পারনীশক্তিসম্পন্ন শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ১১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্

(শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে রচিত, তৎকর্ত্তৃক পঠিত এবং সুপ্রশংসিত হইয়াছিল; ইহাতে তিনি উত্তরকালে সম্প্রদায়সেবার শুভেচ্ছা ও আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন।)

হা হা ভক্তিবিনোদঠক্কুর! গুরো! দ্বাবিংশতিস্তে সমা
দীর্ঘাদ্দুঃখভরাদশেষবিরহাদ্দুঃস্থীকৃতা ভূরিয়ম্।
জীবানাং বহুজন্মপুণ্যনিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে
আবির্ভাবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্ ॥১॥

দীনোঽহং চিরদুষ্কৃতির্নহি ভবৎপাদাব্জধূলিকণা-
স্নানানন্দনিধিং প্রপন্নশুভদং লব্ধুং সমর্থোঽভবম্।
কিন্ত্বৌদার্য্যগুণাত্তবাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্
শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমন্বগ্রহীৎ ॥২॥

হে দেব! স্তবনে তবাখিলগুণানাং তে বিরিঞ্চাদয়ো
দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্ত্যাধমাঃ কুর্ম্মহে।
এতন্নো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যুচ্যতাং
শাস্ত্রেম্বেব 'ন পারয়েঽহ'মিতি যদ্গীতং মুকুন্দেন তৎ ॥৩॥

ধর্ম্মশ্চর্ম্মগতোঽজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকো
জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপসা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ।
দানে দাম্ভিকতাঽনুরাগভজনে দুষ্টাপচারো যদা
বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্ প্রেষিতঃ ॥৪॥

বিশ্বেঽস্মিন্ কিরণৈর্যথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়ন্নোষধীর্-
নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজসুধাং বিস্তারয়ন্ রাজতে।
সচ্ছাস্ত্রাণি চ তোষয়ন্ বুধগণং সম্মোদয়ংস্তে তথা
নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হ্লাদো বহুঃ সাত্বতাম্ ॥৫॥

লোকানাং হিতকাম্যয়া ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্ত্বয়া
গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানাবিধৈর্দর্শিতঃ।
আচার্য্যৈঃ কৃতপূর্ব্বমেব কিল তদ্রামানুজাদ্যৈর্বুধৈঃ
প্রেমাম্ভোনিধিবিগ্রহস্য ভবতো মাহাত্ম্যসীমা ন তৎ ॥৬॥

যদ্ধাম্নঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মেতি সংজ্ঞায়তে
যস্যাংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্যোগেশ্বরৈর্মৃগ্যতে।
বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভৃঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্
তস্যাংশী ভগবান্ স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্ তৎপ্রদঃ ॥৭॥

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে
চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃতা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ।
বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্ম্মাধুর্য্যসেবাসুখং
নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাপ্রদঃ ॥৮॥

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ॥৯॥

ক্বাহং মন্দমতিস্ত্বতীবপতিতঃ ক্ব ত্বং জগৎপাবনঃ
ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নূনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্।
যাচেঽহং করুণানিধে! বরমিমং পাদাব্জমূলে ভবৎ-
সর্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণে গণ্যতাম্ ॥১০॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্ অনুবাদ

হা হা! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর! হে পরমগুরো! এই দ্বারিংশবর্ষকাল দীর্ঘদুঃখময় আপন অপরিসীম বিরহে এই পৃথিবী দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে।

জীবগণের বহুজন্ম-সুকৃতিপুঞ্জদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরশক্তি আপনি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১॥

আমি দীন ও অতি দুষ্কৃতি, তজ্জন্যই আর পাদপদ্মধূলীকণায় স্নানানন্দরূপ প্রপন্নমঙ্গলপ্রদ নিধিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু আপনার উদারতাগুণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি স্বয়ং মহাযশা আপন হইতে প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বকে অনুগ্রহ দান করিলেন (অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় আমি তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম) ॥ ২॥

হে দেব! আপনার নিখিল গুণরাশির (সুষ্ঠভাবে) স্তব করিতে যখন সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও ব্যর্থমনোরথ হন, তখন অধম মনুষ্যমাত্র আমাদের কা কথা। এই উক্তিকে পণ্ডিতগণ কখনও অতিশয়ালঙ্কার বলিবেন হা। কারণ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই (তোমাদের ভক্তির প্রতিদান দিতে) "আমি পারি না" বলিয়া শাস্ত্রসমূহে সেই প্রসিদ্ধ গান গাহিয়াছেন ॥৩॥

যে সময়ে ধর্ম্ম চর্ম্মবিচারময়, অজ্ঞতাই সাধুতা এবং যোগ ভোগাভিসন্ধিমূলক—যখন জ্ঞানানুশীলনে শূন্যমাত্র গতি এবং জপ ও তপস্যায় যশঃ ও পরহিংসাই অন্বেষণের বিষয়—যখন দানে দাম্ভিকতার

অনুশীলন এবং অনুরাগভক্তির নামে ঘোরতর পাপাচার প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিমান্ জনগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতাকর্ত্তৃক আপনি প্রেরিত হইলেন ॥৪॥

এই বিশ্বে হিমকর চন্দ্র যেরূপ কিরণ সমূহ দ্বারা ওষধি সকলকে সঞ্জীবিত ও তারাগণকে রঞ্জিত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নামৃত বিস্তার করিতে করিতে শোভা পাইতে থাকেন, তদ্রূপ শুদ্ধ শাস্ত্রসমূহের (অনুশীলনদ্বারা) তোষণ এবং পণ্ডিতগণের (শ্রৌত সিদ্ধান্তদ্বারা) পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া নিশ্চিতই এই পৃথিবীতে আপনার শুভোদয়। ইহাতে সাত্বতগণের সুখের সীমা নাই ॥৫॥

লোকসমূহের কল্যাণার্থে আপনি বহু গ্রন্থের রচনা দ্বারা এবং সাধুসম্মত নানাবিধ উপায়ে শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ প্রভৃতি মনীষিগণ ও অন্যান্য অনেক আচার্য্যও এইপ্রকার কার্য্য পূর্ব্বকালে করিয়াছেন; এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু প্রেমামৃত-মূর্ত্তিস্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যসীমা তাহাতেই (আবদ্ধ) নয় ॥৬॥

যাঁহার চিদ্ধামের জ্যোতির্মাত্র 'ব্রহ্ম'সংজ্ঞায় বেদে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশাংশের অংশমাত্র যোগেশ্বরগণ বহুদুঃখ স্বীকার করিয়া অন্বেষণ করেন, পরমমুক্তকুল যাঁহার পাদপদ্মে মধুকরস্বরূপে

শোভমান, সেই পরব্যোমনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণেরও যিনি অংশী স্বয়ং ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাকেই আপনি প্রদান করেন ॥ ৭॥

সর্ব্বপ্রকারে অচিন্ত্য গুণময় পরব্যোমের পরমোচ্চ প্রদেশে গোলোক নামক শ্রীবৃন্দাবনধামে, যেখানে সখীজনে পরিবৃত হইয়া সেই চিন্ময়লীলারস-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা বাৎসল্যাদি-রসচতুষ্টয়সেবিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরসময় সেবাসুখ নিত্যকাল পরমানন্দের সহিত বিস্তার করিতেছেন, আপনি সেই ধামের সেবা প্রদান করিতে পারেন ॥৮॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুজ্ঞালব্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা আস্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা (দূর হইতে) সম্মান করিতেছে—অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যা-রসামৃত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ ॥৯॥

কোথায় আমি মন্দমতি, অতি পতিতজন, আর কোথায় আপনি জগৎপাবন মহাজন! হে প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক (এই স্তবকারী) আমার অপরাধ সমূহ আপনি নিশ্চিতই ক্ষমা করিবেন। হে করুণাসাগর! আপনার পাদপদ্মমূলে এই বর প্রার্থনা করিতেছি য়ে, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ষভানববীদয়িতদাসগোষ্ঠীমধ্যে আমাকে গণনা করিয়া কৃতার্থ করুন ॥১০॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্

গুরোর্গুরো মে পরমো গুরুস্ত্বং
বরেণ্য! গৌরাঙ্গগণাগ্রগণ্যে।
প্রসীদ ভৃত্যে দয়িতাশ্রিতে তে
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥১॥

সরস্বতীনাম-জগৎপ্রসিদ্ধং
প্রভুং জগত্যাং পতিতৈকবন্ধুম্।
ত্বমেব দেব! প্রকটীচকার
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥২॥

ক্বচিদ্ব্রজারণ্যবিবিক্তবাসী
হৃদি ব্রজদ্বন্দ্বরহো-বিলাসী।
বহির্বিরাগী ত্ববধূতবেষী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৩॥

ক্বচিৎ পুনর্গৌরবনান্তচারী
সুরাপগাতীররজোবিহারী।
পবিত্রকৌপীনকরঙ্কধারী

নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৪॥

সদা হরের্নাম মুদা রটন্তং
গৃহে গৃহে মাধুকরীমটন্তম্।
নমন্তি দেবা অপি যং মহান্তং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৫॥

ক্বচিদ্রুদন্তঞ্চ হসন্নটন্তং
নিজেষ্টদেবপ্রণয়াভিভূতম্।
নমন্তি গায়ন্তমলং জনা ত্বাং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৬॥

মহাযশোভক্তিবিনোদবন্ধো!
মহাপ্রভুপ্রেমসুধৈকসিন্ধো!
অহো জগন্নাথদয়াস্পদেন্দো!
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৭॥

সমাপ্য রাধাব্রতমুত্তমং ত্ব-
মবাপ্য দামোদরজাগরাহম্।
গতোঽসি রাধাদরসখ্যরিদ্ধিং

নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৮॥

বিহায় সঙ্গং কুলিয়ালয়ানাং
প্রগৃহ্য সেবাং দয়িতানুগস্য।
বিভাসি মায়াপুরমন্দিরস্থো
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৯॥

সদা নিমগ্নোঽপ্যপরাধপঙ্কে
হ্যহৈতুকীমেষ কৃপাঞ্চ যাচে।
দয়াং সমুদ্ধৃত্য বিধেহি দীনং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥১০॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোর নমস্কার দশকের অনুবাদ

হে গুরুর গুরু! আমার পরমগুরু, তুমি শ্রীগৌরাঙ্গগণের অগ্রগণ্য সমাজে পরম বরেণ্য। তোমার দয়িতদাসের আশ্রিত এই ভৃত্যের প্রতি প্রসন্ন হও। হে গৌরকিশোর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১॥

হে দেব! জগতে পতিত জনের একমাত্র বন্ধু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামক ভুবনবিখ্যাত প্রভুকে তুমিই প্রকাশ করিয়াছ। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুমি কখন ব্রজধামে একান্ত বাস করিয়া ব্রজকিশোরযুগলের পরম গোপনীয় বিলাসপরায়ণ; কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যবিধি পালন কর, কভু বা অবধূত বেশ গ্রহণ কর। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কখনও বা তুমি গৌর-বনান্তে বিচরণ কর—গঙ্গাতটে সৈকতভূমিতে পরিভ্রমণকর; পবিত্র কৌপীন ও করঙ্গধারী। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্ব্বদা পরমসুখে শ্রীহরিনামগানকারী এবং গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণকারী যে মহাপুরুষকে দেবতাগণও নমস্কার করিয়া থাকেন —হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

নিজের ইষ্টদেবতার প্রণয়াভিভূত হইয়া কখন নৃত্য, কখন রোদন, কখন হাস্য, আবার কখন উচ্চ গীতপরায়ণ তোমাকে জনগণ

প্রভূত নমস্কার বিধান করিয়া থাকেন। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

হে মহাযশস্বী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্ধো, হে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রেমামৃতসিন্ধো! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের কৃপাভাজন চন্দ্র! হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭॥

পরমোত্তম ঊর্জ্জব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীদামোদরের উত্থানদিন-অবলম্বনে তুমি শ্রীরাধিকার আদরের সখীত্বসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছ। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥

কুলিয়া নগরের অধিবাসিগণের সঙ্গ পরিহার করিয়া তোমার অনুগত শ্রীদয়িতদাসের সেবা অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্দিরে তুমি বিরাজ করিতেছ। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্ব্বদা অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও এই (অধমজন) তোমার অহৈতুকী কৃপা যাচঞ্ঞা করিতেছে। দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া দয়া বিধান কর। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥

শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লীলাসংগোপনের পরে প্রকাশিত)

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্ব্বুদানাং
উচ্চৈরুৎক্রোশতাং শ্রীবৃষকপিসুতয়াধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্।
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হৃতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহতি জগতি প্রেমপীযূষধারা
যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভর্ত্তি।
যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥২॥

বাৎসল্যং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি।
বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সন্দর্শিতোঽস্মি
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৩॥

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে

কর্ণক্রোড়াজ্জনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্ত্তিং প্রকাশ্য।
নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাভিধেয়া
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৪॥

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমহৃজ্জম্বুনদ্যা
আবির্ভূতঃ প্রবর্ষৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদগ্ধম্।
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৫॥

গৌরো গৌরস্যো শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
গৌড়ে গৌড়ীয়-গোষ্ঠ্যাশ্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগর্ব্বী।
গান্ধর্ব্বা গৌরবাঢ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো পরিষ্ঠো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৬॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলনিধিনাপ্লাবয়দ্বিশ্বমেত-
দাম্লেচ্ছাশেষলোকং দ্বিজনৃপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্।
মুক্তেঃ সিদ্ধেরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যশক্তি-
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৭॥

অপ্যাশা বর্ত্ততে তৎ পুরটবরবপুর্লোকিতুং লোকশন্দং

দীর্ঘং নীলাব্জনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতার্দ্ধেন্দুভালম্।
সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৮॥

গৌরাব্দে শূন্যবাণান্বিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে।
দাসো যো রাধিকায়া অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৯॥

হাহাকারৈর্জ্জনানাং গুরুচরণজুষাং পূরিতাভূর্নভশ্চ
যাতোঽসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাদ্ধন্ত শূন্যায়িতং মে।
পাদাব্জে নিত্যভৃত্যঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসহে সোঢুমত্র
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১০॥

শ্রীশ্রীদয়িত-দাস-দশকের অনুবাদ

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারা-সিঞ্চিত-গাত্র জনগণের মধ্য হইতে যাঁহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে যাঁহাকে হারাইয়া এই পৃথিবী হৃতনয়নমণিজনের ন্যায় (সরস্বতী ঠাকুরের গূঢ় নাম "নয়নমণি")

গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত) আমার দীন নয়ন! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ! অথবা সঙ্গে না লইবার জন্য করুণাতে কৃপণতো-প্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১॥

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পাদপদ্মচ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অনুচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রম্ভ-রসাশ্রিত জন যাঁহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে সুখবোধ করিয়া থাকেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥২॥

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধারূপে) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ্ অর্জ্জনের উদ্যমলুণ্ঠনকারী আসুরিক প্রচেষ্টারূপে) দস্যুতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনখকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছি—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্ব্বদা জনগণের কর্ণক্রোড়ে বিলাস করিতেন, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রের (রথযাত্রাকালে) নয়নার্পণরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া "নয়নমণি" নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল ॥৪॥

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্ম্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চনবর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অস্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবাগ্নিদগ্ধ সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণ দ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন! হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৫॥

যিনি গৌরবর্ণ এবং শ্রীগৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমাস্থল, যিনি দ্রাবিড় বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মীনারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজভজনের) কথা কীর্ত্তন করিতে গর্ব্ব অনুভব করেন, শ্রীগান্ধর্ব্বার

গণেও যাঁহার গরিমাসম্পদ্ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৬॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপশূদ্র এমন কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৭॥

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটসুন্দর মূর্ত্তি-দর্শনের কি আশা আছে? সেই সুদীর্ঘ, নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা, সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিক্কারী ললাট, সেই সৌম্যবদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসমন্বিত রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৮॥

চারি শত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাব্দে পৌষ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী তিথিতে, মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতীব দয়িত অনুচর যিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ

করিলেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৯॥

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? হায়! সমস্ত বিশ্ব আজ প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে। পাদপদ্মের নিত্য ভৃত্য ক্ষণমাত্র বিরহও সহ্য করিতে অসমর্থ। হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১০॥

শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকম্

শ্রীমচ্চৈতন্যপাদৌ চরকমলযুগৌ নেত্রভৃঙ্গৌ মধু দ্যৌ
গৌড়ে তৌ পায়য়ন্তৌ ব্রজবিপিনগতৌ ব্যাজযুক্তৌ সমুৎকৌ।
ভাতৌ সভ্রাতৃকস্য স্বজনগণপতের্যস্য সৌভাগ্যভূম্নঃ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥১॥

পীতশ্রীগৌরপাদাম্বুজমধুমদিরোন্মত্তহৃদ্‌ভৃঙ্গরাজো
রাজ্যৈশ্বর্য্যং জহৌ যো জননিবহহিতাদত্তচিত্তো নিজাগ্র্যম্।
বিজ্ঞাপ্য স্বনুজেন ব্রজগমনরতং চান্বগাৎ গৌরচন্দ্রং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥২॥

বৃন্দারণ্যাৎ প্রয়াগে হরিরসনটনৈর্নামসঙ্কীর্ত্তনৈশ্চ
লেভে যো মাধবাগ্রে জনগহনগতং প্রেমমত্তং জনাংশ্চ।
ভাবৈঃ স্বৈর্মাদয়ন্তং হৃতনিধিরিব তং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৩॥

একান্তং লব্ধপাদাম্বুজনিজহৃদয়প্রেষ্ঠপাত্রো মহার্ত্তি-
দৈন্যৈর্দুঃখাশ্রুপূর্ণৈর্দশনধৃততৃণৈঃ পূজয়ামাস গৌরম্।
স্বান্তঃ কৃষ্ণঞ্চ গঙ্গা-দিনমণি-তনয়াসঙ্গমে সানুজো যঃ

স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৪॥

স্বস্য প্রেমস্বরূপং প্রিয়দয়িতবিলাসানুরূপৈকরূপং
দূরে ভূলুণ্ঠিতং যং সহজসুমধুরশ্রীযুতং সানুজঞ্চ।
দৃষ্ট্বা দেবোঽতিভূর্ণং স্তুতিবহুমুখমাশ্লিষ্য গাঢ়ংররঞ্জে
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৫॥

কৈবল্যপ্রেমভূমাবখিলরসসুধাসিন্ধুসঞ্চারদক্ষং
জ্ঞাত্বাপ্যেবঞ্চ রাধাপদভজনসুধাং লীলয়াপায়য়দ্যম্।
শক্তিং সঞ্চার্য্য গৌরো নিজভজনসুধাদানদক্ষং চকার
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৬॥

গৌরাদেশাচ্চ বৃন্দা-বিপিনমিহ পরিক্রম্য নীলাচলং যো
গত্ব কাব্যামৃতৈঃ স্বৈ-র্ব্রজযুবযুগল-ক্রীড়নার্থৈঃ প্রকামম্।
রামানন্দস্বরূপাদিভিরপি কবিভিস্তর্পয়ামাস গৌরং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৭॥

লীলাসংগোপনে শ্রীভগবত ইহ বৈ জঙ্গমে স্থাবরেঽপি
সংমুগ্ধে সাগ্রজাতঃ প্রভুবিরহহৃতপ্রায়জীবেন্দ্রিয়াণাম্।
যশ্চাসীদাশ্রয়ৈকস্থলমিব রঘুগোপালজীবাদিবর্গে

স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৮॥

শ্রীমূর্ত্তেঃ সাধুবৃত্তেঃ প্রকটনমপি তল্লুপ্ততীর্থাদিকানাং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজভজনময়ং রাগমার্গং বিশুদ্ধম্।
গ্রন্থৈর্যেন প্রদত্তং নিখিলমিহ নিজাভীষ্টদেবেপ্সিতঞ্চ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৯॥

লীলাসংগোপকালে নিরুপধিকরুণাকারিণা স্বামিনাহং
যৎপাদাব্জেঽর্পিতো যৎ পদভজনময়ং গায়য়িত্ব তু গীতম্।
যোগ্যাযোগ্যত্বভাবং মম খলু সকলং দুষ্টবুদ্ধেরগৃহ্নন্
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥১০॥

শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকের অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবন-গমনে ব্যাজযুক্ত শ্রীমচ্চৈতন্যপাদপদ্মযুগল, নিজ গণের অধিপতি (সম্প্রদায় রূপানুগ বলিয়া) ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভাগ্যের আকরভূমি যাঁহার সেই পরমোৎকণ্ঠিত নয়নভৃঙ্গযুগলকে মধুপান করাইতে করাইতে গৌড়ে (গৌড় নগরে) শোভিত হইয়াছিলেন —সেই শ্রীমদ্রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥১॥

শ্রীরামকেলিধামে শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের মধুরূপ মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া যাঁহার হৃদয়রূপ ভৃঙ্গরাজ নিখিল জনকল্যাণের জন্য (হরিকীর্ত্তনের দ্বারা) আত্মোৎসর্গ করতঃ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অগ্রজ শ্রীসনাতনকে জানাইয়া অনুজ শ্রীবল্লভের সহিত (নীলাচল হইতে) শ্রীবৃন্দাবনগমনরত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসরণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥২॥

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত প্রয়াগধামে লক্ষ লক্ষ লোকমধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনরত, প্রেমোন্মত্ত ও নৃত্যপরায়ণ এবং সাত্ত্বিকাদি অদ্ভুত ভাবদ্বারা শত শত সশ্রদ্ধ ব্যক্তির চিত্তদ্রবকারী সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে যিনি শ্রীবিন্দুমাধবজীউর সন্মুখে হারানিধির ন্যায় লাভ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥ ৩॥

পবিত্র গঙ্গাযমুনাসঙ্গমস্থলে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরবর্ণ নিজ প্রাণ-প্রিয়তম দেবতার শ্রীপাদপদ্ম একান্তে লাভ করিয়া মহা আর্ত্তি সহকারে যিনি দৈন্য, দুঃখাশ্রু ও দশনধৃত তৃণ সমূহের দ্বারা অনুজের সহিত উঁহার পূজা করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৪॥

নিজ প্রেমস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ ও দয়িতস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট এবং নিজের একমাত্র অনুরূপ বিলাস মূর্ত্তি যাঁহাকে দূরে অনুজের সহিত ভূলুণ্ঠিত দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ত্বরিত গতিতে প্রশংসামুখর যাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া সুখলাভ করিয়াছিলেন —সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥ ৫॥

কেবল-প্রেমভূমিকায় (ব্রজরসে) অখিলরসামৃতসিন্ধু-নিপুণ (নিত্য পরিজনরূপে) জানিয়াও শ্রীগৌরহরি লীলা-বিস্তার নিমিত্ত যাঁহাকে শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যামৃত পান করাইয়াছিলেন এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বভজনসুধা-বিতরণে বিচক্ষণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় এই সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণান্তে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিয়া যিনি ব্রজযুবদ্বন্দ্ববিলাসময় স্বরচিত কাব্যামৃত দ্বারা শ্রীরামানন্দ-স্বরূপাদি সুধীমণ্ডলের সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রভূত তৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৭॥

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সংবরণে জগতে যখন নিখিল জীব সমূহ, এমন কি স্থাবর পর্য্যন্ত গাঢ় দুঃখে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অগ্রজের সহিত যিনি প্রভুবিরহে হৃতপ্রায় প্রাণেন্দ্রিয় রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণেরও একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৮॥

শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রকাশ, ভক্তি-সদাচার সংস্থাপন, লুপ্ততীর্থাদির প্রকাশ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমভজনময় বিশুদ্ধ রাগমার্গ প্রদর্শন প্রভৃতি নিজ ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিখিল মনোঽভীষ্ট যিনি বহু বহু গ্রন্থের দ্বারা জগতে প্রদান করিয়াছেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৯॥

অহৈতুক করুণাময় আমার প্রভু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের মহিমাময় (শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ) গান করাইয়া যাঁহার শ্রীচরণ-কমলে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, দুর্ম্মতি হইলেও সেই আমার সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা পরিহার করিয়া সেই শ্রীমদ্‌রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৬॥

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্

ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন-করুণায়তনয়নম্।
কনকোৎপল-জনকোজ্জ্বল-রসসাগর-চয়নম্ ॥
মুখরীকৃত-ধরণীতল-হরিকীর্ত্তন-রসনম্।
ক্ষিতিপাবন-ভবতারণ-পিহিতারুণ-বসনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥১॥

শরণাগত-ভজনব্রত-চিরপালন-চরণম্।
সুকৃতালয়-সরলাশয়-সুজনাখিল-বরণম্ ॥
হরিসাধন-কৃতবাধন-জনশাসন-কলনম্।
সচরাচর-করুণাকর-নিখিলাশিব-দলনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥২॥

অতিলৌকিক-গতিতৌলিক-রতিকৌতুক-বপুষম্।
অতিদৈবত-মতিবৈষ্ণব-যতি-বৈভব-পুরুষম্ ॥
সসনাতন-রঘুরূপক-পরমাণুগচরিতম্।
সুবিচারক ইব জীবক ইতি সাধুভিরুদিতম্ ॥

শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৩॥

সরসীতট-সুখদোটজ-নিকটপ্রিয়ভজনম্।
ললিতামুখ-ললনাকুল-পরমাদরযজনম্ ॥
ব্রজকানন-বহুমানন-কমলপ্রিয়নয়নম্।
গুণমঞ্জরি-গরিমাগুণহরিবাসনবয়নম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৪॥

বিমলোৎসবমমলোৎকল-পুরুষোত্তম-জননম্।
পতিতোদ্ধৃতি-করুণাস্তৃতি-কৃতনূতন-পুলিনম্ ॥
মথুরাপুর-পরুষোত্তম-সমগৌরপুরটনম্।
হতিকামক-হরিধামক-হরিনামক-রটনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৫॥

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকের অনুবাদ

যিনি সুবর্ণ কমল-উৎপাদনকারী (অপ্রাকৃত, উন্নত) উজ্জ্বল-রসসাগর হইতে উত্থিত (মূর্ত্তি), যাঁহার বিশাল ও কারুণ্যপূর্ণ

লোচনযুগল (আর্ত্তগণের) ভয় নিবারণ ও (আশ্রিতগণের) বিজয় ঘোষণা করিতেছে, যাঁহার রসনা সমগ্র পৃথিবীকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে (সর্ব্বদা) মুখরিত করিতেছে এবং যিনি জগৎপবিত্রকারী ও ভবতাপবিদূরণকারী অরুণ (কাষায়) বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তদীয় শুভ প্রকট-বাসরে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥১॥

শরণাগত ভজনশীল ভক্তগণ নিত্যকাল যাঁহার শ্রীচরণতলে প্রতিপালিত হইতেছেন, যিনি সরলহৃদয়, সুকৃতিসম্পন্ন সমুদয় সজ্জনগণের বরেণ্য, শ্রীহরিসেবায় বিঘ্নকারিগণকে(ও) যিনি শোধনাঙ্গীকার করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি করুণার উৎসস্বরূপে নিখিল বিশ্বের অমঙ্গলরাশি খণ্ডন করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যিনি লোকাতীত বিলাসসম্পন্ন, চিত্রকরের(ও) বাঞ্ছা এবং কৌতুহল-পূর্ত্তিকারী (সুন্দর) (অথবা চিত্রকর ও রতির কৌতুকপ্রদ) শ্রীমূর্ত্তিবিশিষ্ট, দেবতা অপেক্ষা(ও) উন্নতমতি এবং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর (ত্রিদণ্ডি যতির) ঐশ্বর্য্যস্বরূপ পুরুষপ্রবর, যিনি সনাতন-রূপ-রঘুনাথের পরমাণুগত্যময় চরিত এবং শ্রীজীবপাদতুল্য (সুসিদ্ধান্ত-সম্পন্ন) রূপে

সুবিচারক সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৩॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যিনি নিজ প্রিয়জনের ভজন-পরায়ণ, ললিতাদি ব্রজললনাগণের(ও) পরমাদর-ভাজন, ব্রজবনে প্রসিদ্ধ কমল-মঞ্জরীর যিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি গুণমঞ্জরীর গরিমা-গুণ দ্বারা শ্রীহরির বাসভবন নির্ম্মাণ করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৪॥

যিনি বিমলানন্দ স্বরূপ বা বিমলাদেবীর প্রসন্নতা বা উল্লাসস্বরূপ, পবিত্র উৎকলে পরুষোত্তমক্ষেত্রে জন্মলীলা প্রকাশ এবং নূতন পুলিন বা নবদ্বীপে নিজ পতিতোদ্ধার ও (প্রেম-প্রদানরূপ) করুণাবিস্তার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি ব্রজধাম ও পুরুষোত্তমধামসদৃশ গৌরধাম (শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিয়া ব্রজকাম, বৈকুণ্ঠধাম ও কৃষ্ণনাম নিরন্তর প্রচার করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৫॥

প্রণতি-দশকম্

ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি
বিষ্ণুপাদানাং পরমহংসানাং চতুর্নবতিতম-শুভাবির্ভাব-বাসরে
ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর-গোবিন্দ-দেব-গোস্বামী-মহারাজ-বিরচিতম্

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজেশ্বরেশ্বরম্।
শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল-শ্রীধর-স্বামিনং সদা ॥১॥
সুদীর্ঘোন্নতদীপ্তাঙ্গং সুপীব্য-বপুষং পরম্।
ত্রিদণ্ড-তুলসীমালা-গোপীচন্দন-ভূষিতম্ ॥২॥
অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং বিদ্যজ্ঞানপ্রভাকরম্।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্ ॥৩॥
গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তভম্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্ ॥৪॥
গায়ত্র্যর্থ-বিনির্য্যাসং গীতা-গূঢ়ার্থ-গৌরবম্।
স্তোত্ররত্নাদি-সমৃদ্ধং প্রপন্নজীবনামৃতম্ ॥৫॥
অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্ ॥৬॥
সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভম্।
সংভাতি বিতরন্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণং গণৈঃ সহ ॥৭॥

ধামনি শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তগোবর্দ্ধনে শুভে।
বিশ্ববিশ্রুত-চৈতন্যসারস্বত-মঠোত্তমম্ ॥৮॥
স্থাপয়িত্ব গুরূন্ গৌর-রাধা-গোবিন্দবিগ্রহান্।
প্রকাশয়তি চাত্মানং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহঃ ॥৯॥
গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুম্।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্ ॥১০॥
শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ ॥১১॥

শ্রীগুরু আরতি-স্তুতি

জয় 'গুরু-মহারাজ' যতিরাজেশ্বর।
শ্রীভক্তিরক্ষক গোস্বামী শ্রীধর ॥১॥
পতিতপাবন-লীলা বিস্তারি' ভুবনে।
নিস্তারিলা দীনহীন আপামর জনে ॥২॥
তোমার করুণাঘন মুরতি হেরিয়া।
প্রেমে ভাগ্যবান জীব পড়ে মুরছিয়া ॥৩॥
সুদীর্ঘ সুপীব্য দেহ দিব্য-ভাবাশ্রয়।
দিব্যজ্ঞান-দীপ্তনেত্র দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ॥৪॥
সুবর্ণ-সুরজ-কান্তি অরুণ-বসন।
তিলক, তুলসীমালা, চন্দন-ভূষণ ॥৫॥
অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গশোভা করে ঝলমল।
ঔদার্য্য-উন্নতভাব মাধুর্য্য-উজ্জ্বল ॥৬॥
অচিন্ত্যপ্রতিভা-স্নিগ্ধ, গম্ভীর, উদার।
জড়জ্ঞান-গিরিবজ্র দিব্য-দীক্ষাধার ॥৭॥
গৌর-সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রসের আশ্রয়।
"দয়াল নিতাই" নামে নিত্য প্রেমময় ॥৮॥
সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরধামে নিত্য-পরকাশ।
গুপ্ত-গোবর্দ্ধনে দিব্য-লীলার বিলাস ॥৯॥

গৌড়ীয়-আচার্য্য-গোষ্ঠী-গৌরব-ভাজন।
গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তমণি কণ্ঠ-বিভূষণ ॥১০॥
গৌর-সরস্বতী-স্ফূর্ত্ত সিদ্ধান্তের খনি।
আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ-চিন্তামণি ॥১১॥
একতত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য-নবভাব।
সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য, এসব প্রভাব ॥১২॥
তোমার সতীর্থ-বর্গ সবে একমতে।
রূপ-সরস্বতী ধারা দেখেন তোমাতে ॥১৩॥
তুলসীমালিকা হস্তে শ্রীনাম-গ্রহণ।
দেখি' সকলের হয় 'প্রভু' উদ্দীপন ॥১৪॥
কোটীচন্দ্র-সুশীতল ওপদ ভরসা।
গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দলীলামৃত-লাভ-আশা ॥১৫॥
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রকাশ।
সানন্দে আরতি স্তুতি করে দীন দাস ॥১৬॥

প্রণাম-মন্ত্রম্

উজ্জ্বল-বর্ণং সুছন্দবদনং বালার্কচেলাঞ্চিতং
সান্দ্রানন্দপুরং সদেকবরণং বৈরাগ্য-বিদ্যাম্বুধিম্ ।
শ্রীসিদ্ধান্তনিধিং সুভক্তিলসিতং সারস্বতানাম্বরং
বন্দে তং শুভদং মদেকশরণং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরম্ ॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং
বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ-সর্ব্বলোকনিস্তরম্ ।
শ্রীসরস্বতী-প্রিয়ঞ্চ ভক্তিসুন্দরাশ্রয়ং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্গুরুম্ ॥

সিন্ধু-চন্দ্র-পর্ব্বতেন্দু-শাক-জন্মলীলনং
শুদ্ধ-দীপ্ত-রাগ-ভক্তি-গৌরবানুশীলনম্ ।
বিন্দু-চন্দ্র-রত্ন-সোম-শাক-লোচনান্তরং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্গুরুম্ ॥